উদ্ভট-শ্লোক-মালা।

একরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কস্য নাম নরস্যেহ সাম্যং ব্রজেৎ মহাকবিঃ।
মমৈতং কথয় প্রশ্নং রাজসংসদি কোবিদ ॥

কার সঙ্গে হয় মহাকবির তুলনা ?
এ বিষয় মনে মনে করিয়া কল্পনা,
আমার সভায় বসি ওহে বুধ জন !
সদুত্তর দাও এই প্রশ্নের এখন।

নবরত্নের মধ্যে এক রত্নের উত্তর :—

পাকা কবি হইতে হইলে, পাকা চোরের সমস্ত লক্ষণই থাকা উচিত। এই সব লক্ষণ কি, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

ধীরং নিক্ষিপতে পদং হি পরিতঃ শব্দং সমুদ্বীক্ষতে
নানার্থাহরণঞ্চ বাঞ্ছতি মুদাহলঙ্কারমাকর্ষতি।
আদত্তে বিমলং সুবর্ণনিচয়ং ধত্তে রসান্তর্গতং
দোষান্বেষণতৎপরো বিজয়তে সচ্চোরবৎ সৎকবিঃ ॥ (১)

---

(১) ব্যাখ্যা। পদং—সুপ্‌তিঙন্তাদি পদ ; (পক্ষে) চরণ। শব্দং সমুদ্বীক্ষতে—ইহা শুদ্ধ শব্দ বা অপশব্দ, ইহার বিচার করে ; (পক্ষে) কোথায় কি শব্দ হইতেছে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখে। নানার্থাহরণং—শ্লিষ্ট পদ প্রয়োগ করিয়া নানা অর্থ-করণ ; (পক্ষে) স্বর্ণ-রৌপ্যাদির আহরণ। অলঙ্কারঃ—উপমাদি অলঙ্কার ; (পক্ষে) কঙ্কণাদি ভূষণ। সুবর্ণনিচয়ং—সুন্দর বর্ণ-সমূহ ; (পক্ষে) স্বর্ণ-সমূহ। রসান্তর্গতং—শৃঙ্গারাদি-রস-মিশ্রিত বাক্য ; (পক্ষে) রসার (পৃথিবীর) অভ্যন্তরস্থ ধনাদি। দোষান্বেষণতৎপরঃ—কোথায় কি কাব্য-দোষ হইতেছে, তাহার অন্বেষণে তৎপর ; (পক্ষে) দোষা (রাত্রি) কালের অন্বেষণে তৎপর।

চারিদিকে পদক্ষেপ করে সাবধানে,
কিরূপ হ'তেছে শব্দ, কাণ দিয়া শুনে,
নানা অর্থ-আহরণে মহা কুতূহলী,
আকর্ষণ করে হর্ষে অলঙ্কার গুলি,
হরণ করিয়া লয় সুবর্ণ-নিচয়,
তুলে লয় যাহা কিছু রসান্তরে রয়,
সর্ব্বদাই রহে দোষান্বেষণে নিরত,
পাকা কবি ঠিক এক পাকা চোর মত!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"ধীরং নিক্ষিপত" ইতি শ্লোকো যো রচিতোঽধুনা।
"একরত্নং" স বিজ্ঞেয়ঃ কাব্যকোবিদকণ্ঠগম্॥

"ধীরং নিক্ষিপতে" শ্লোক কবি-কণ্ঠ-হার,
"একরত্ন" এই নাম রহিল ইহার!

দ্বিরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কে গুণাঃ পণ্ডিতে নিত্যং কে বা দোষা অপণ্ডিতে।
এতৌ কথয়তং প্রশ্নৌ কোবিদৌ রাজসংসদি॥

পণ্ডিতের কোন্ কোন্ মহাগুণ রয়?
মূর্খের বা কোন্ কোন্ মহাদোষ হয়?
সভায় বসিয়া, ওহে দুই বুধবর!
দুইটী প্রশ্নের দাও দুইটী উত্তর।

নবরত্নের মধ্যে দুই রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

পণ্ডিত লোকের কি কি আটটী গুণ থাকে, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

দম্ভং নোদ্বহতে ন নিন্দতি পরান্ নো ভাষতে নিষ্ঠুরং
প্রোক্তং কেনচিদপ্রিয়ঞ্চ সহতে ক্রোধঞ্চ নালম্বতে।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রমপি প্রভূতমনিশং সন্তিষ্ঠতে মূকবৎ
দোষাংশ্ছাদয়তে গুণান্ বিতনুতে চাষ্টৌ গুণাঃ পণ্ডিতে॥

না রাখেন অহঙ্কার মনে কদাচন,
না করেন পর-নিন্দা ভুলেও কখন,
কদাপি নিষ্ঠুর বাক্য না আনেন মুখে,
কটু কথা শুনিয়াও রন্ মহাসুখে,
ক্রোধকেও মনে কভু না দেন আশ্রয়,
বোবা রন্ জানিয়াও শাস্ত্র সমুদয়,
পর-দোষ দেখিয়াও করেন গোপন,
দেখিয়া পরের গুণ করেন কীর্ত্তন,
যথার্থ পাণ্ডিত্য-লাভ হইয়াছে যাঁর,
এই অষ্ট মহাগুণ থাকিবে তাঁহার!

(২)

মূর্খ লোকের কি কি আটটী দোষ থাকে, তাহা কবি এই শ্লোকে বিদ্রূপ-সহকারে নিরূপণ করিতেছেন :—

মূর্খত্বং সুলভং ভজস্ব কুমতে মূর্খস্য চাষ্টৌ গুণা
নিশ্চিন্তো বহুভোজকোঽতিমুখরো রাত্রিন্দিবং স্বপ্নভাক্।
কার্য্যাকার্য্যবিচারণাবিরহিতো মানাপমানে সমঃ
প্রায়েণাময়বর্জ্জিতো দৃঢ়বপুর্মূর্খঃ সুখং জীবতি॥

মূর্খতা স্থলভ বস্তু সদাই সংসারে,
তাই বলি রে দুর্ম্মতি! ধর গিয়া তারে।
মূর্খের আটটী গুণ বড় চমৎকার,
থাকে যদি সব গুলি অভাব কি আর!
চিন্তাশূন্য, বহুভোজী, অত্যন্ত বাচাল,
দিবানিশি নিদ্রা যায়,—নাহি কালাকাল;
নাহি থাকে কিছুমাত্র হিতাহিত জ্ঞান,
মান অপমান তার দুটীই সমান।
রোগ শোক প্রায় কভু ভোগ নাহি করে,
দেহ খানি হৃষ্ট পুষ্ট,—বহু বল ধরে।
একাধারে অষ্ট গুণ করিয়া ধারণ
মহাস্থখে বেঁচে রয় মূর্খ সেই জন!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"দন্তং নোদ্বহতে" "মূর্খঃ" শ্লোকদ্বয়মিদং ক্রমাৎ।
"দ্বিরত্নং" জ্ঞায়তে নিত্যং পণ্ডিতানাং স্থখাস্পদম্ ॥

"দন্ত" "মূর্খ" শ্লোক-দ্বয় পণ্ডিত জনার
অতি স্থখপ্রদ;—নাম দ্বিরত্ন ইহার!

ত্রিরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

প্রতিকূলা বুধে লক্ষ্মীরনুকূলাঽবুধে কথম্।
কেন সাম্যং ব্রজেৎ ভিক্ষুঃ কো নিরন্নশ্চিরং ভুবি ॥

কমলার বিষ-দৃষ্টি পণ্ডিতের প্রতি,
কিন্তু তাঁর কি কারণ মূর্খ সনে রতি?

ভিক্ষুকের সনে হয় কাহার তুলনা?
কাহার দুর্গতি নিত্য অন্ন-বস্ত্র বিনা?

নবরত্নের মধ্যে তিন রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

মূর্খেরই উপর লক্ষ্মীর কৃপা হইয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতের উপর তাঁহার কৃপা হয় না। ইহার কারণ জানিবার জন্য কবি লক্ষ্মীকে প্রশ্ন করিতেছেন এবং লক্ষ্মীও তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন :—

মূর্খায় দ্রবিণং দদাসি কমলে বিদ্বৎসু কিং মৎসরো
নাহং মৎসরিণী ন চাপি চপলা নৈবাস্তি মূর্খে রতিঃ।
মূর্খেভ্যো দ্রবিণং দদামি নিতরাং তৎকারণং শ্রূয়তাং
বিদ্বান্ সর্ব্বগুণেন ভূষিততনুর্মূর্খস্য নান্যা গতিঃ॥

কবি প্রশ্ন করিতেছেন :—

ওমা লক্ষ্মি! এ সংসারে মূর্খ যেই জন,
তাহারেই বহু ধন কর বিতরণ;
কিন্তু মাগো! এ সংসারে পণ্ডিত যে হয়,
তার প্রতি কেন তুমি হও মা! নির্দ্দয়?

লক্ষ্মী উত্তর দিতেছেন :—

পণ্ডিতের প্রতি মোর কভু দ্বেষ নাই,
মূর্খ সনে থাকিতেও কভু নাহি চাই।
সকলেই ডাকে মোরে "চঞ্চলা" বলিয়া,
ইহার কারণ কিছু না পাই ভাবিয়া।
তবে যে মূর্খেরে আমি দিই বহু ধন,
ইহারো কারণ বলি, করহ শ্রবণ,—
বহু গুণে বিভূষিত যে জন বিদ্বান্,
সহস্র উপায় তার রহে বিদ্যমান।

কিন্তু যে পরম মূর্খ হয় এ ধরায়,
আমা বিনা তার আর না আছে উপায়!

(২)

সন্নিপাত-জ্বরে রোগীর যে সমস্ত লক্ষণ উপস্থিত হয়, ভিক্ষা করিবার সময়েও ভিক্ষুকের সেই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

সপ্রস্বেদঃ পুলকপরুষঃ সংভ্রমী সপ্রকম্পঃ
সান্তর্দাহঃ প্রশিথিলধৃতিঃ সাস্যশোষঃ সতর্ষঃ।
সংবৃত্তো যো গুরুরপি লঘুর্হন্ত তৈস্তৈঃ প্রকারৈ-
র্যাচ্ঞাশব্দঃ স্পৃশতি পদবীং সন্নিপাতজ্বরস্য॥

কাল ঘাম ছুটে যায় তখনি শরীরে,
গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে সর্ সর্ ক'রে;
কি বলিতে কিবা বলে, নাহি থাকে জ্ঞান,
আসিয়া প্রবল কম্প হয় বিদ্যমান;
ভিতর পুড়িতে থাকে আগুনের মত,
যত কিছু ধৈর্য্য থাকে, সব হয় হত;
দেখিতে দেখিতে মুখ শুকাইয়া যায়,
ছাতি যেন ফেটে যায় প্রবল তৃষ্ণায়;
পরম প্রবল হ'য়ে উঠিবে প্রথমে,
কিন্তু হায় ক্রমে ক্রমে বেশ যায় ক'মে;
যে সব লক্ষণ রয় সন্নিপাত-জ্বরে,
ভিক্ষা-কালে সেই সব হয় এ সংসারে!

(৩)

কবি চিরকালই নিরন্ন। তাই কোনও কবি কৌশল-সহকারে এই শ্লোকে কবির দুঃখ জানাইয়া কহিতেছেন :—

কস্ত্বং ভোঃ কবিরস্মি তৎ কিমু সখে ক্ষীণোঽস্যনাহারতো
ধিক্ দেশং গুণিনোঽপি দুর্গতিরিয়ং দেশং ন মামেব ধিক্।
পাকার্থী ক্ষুধিতো যদৈব বিদধে পাকায় বুদ্ধিং তদা
বিন্ধ্যে নেন্ধনমম্বুধৌ ন সলিলং পৃথ্ব্যাঞ্চ নো তণ্ডুলঃ॥

পথিক—কে তুমি? আমার কাছে দাও পরিচয়?
কবি—আমি কবি, আর কিবা পরিচয় রয়!
পথিক—কি কারণে তুমি এত হইয়াছ ক্ষীণ?
কবি—নিত্য অনাহারে মোর কাটিতেছে দিন!
পথিক—ধিক্ দিই দেশে, আর ধিক্ গুণি-জনে!
কবি—দেশে কেন ধিক্? ধিক্ এই অভাজনে!
কবি—ক্ষুধার জ্বালায় যবে হইয়া কাতর
অন্ন-পাক হেতু যাই দিগ্-দিগন্তর,
পোড়া ভাগ্যে নাহি মিলে বিন্ধ্যেও ইন্ধন,
সমুদ্রেও গিয়া জল না দেখি তখন!
তণ্ডুল চক্ষেও নাহি দেখি এই ভবে,
হায় রে কবির অন্ন কোথা মিলে কবে?

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"পদ্মে মূর্খজনে" "সপ্রস্বেদঃ" "কস্ত্ব"মিতি ক্রমাৎ।
"ত্রিরত্নং" ভুবি বিজ্ঞেয়ং পণ্ডিতানাং পরং প্রিয়ম্॥

"পদ্মে" "সপ্রস্বেদঃ" "কস্ত্বং" এই শ্লোক-ত্রয়
"ত্রিরত্ন"-নামক বুধ-প্রিয় অতিশয়!

চতূরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

দশমোঽস্তি গ্রহঃ কো বা কিং ষষ্ঠং পাতকং মহৎ।
কথং মক্ষিকানির্ব্বেদঃ কস্য ক্ষুদ্রমনাঃ সমঃ॥

বিষম দশম গ্রহ বলা যায় কারে?
কিবা ষষ্ঠ মহাপাপ রহে এ সংসারে?
হাত পা ঘষিয়া থাকে মাছি কি কারণ?
কার সমতুল্য হয় ক্ষুদ্রচেতাঃ জন?

নবরত্নের মধ্যে চারি রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

শাস্ত্রানুসারে "নয়"টী গ্রহেরই নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন আর একটী গ্রহ আছেন। "জামাই" বাবুই এই "দশম" গ্রহ। নব-গ্রহের যে সকল গুণ থাকে, ইঁহারও ঠিক সেই সকল গুণ আছে! ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

সদা বক্রঃ সদা ক্রূরঃ সদা পূজামপেক্ষতে।
কন্যারাশিপ্রিয়ো নিত্যং জামাতা দশমো গ্রহঃ॥

সর্ব্বদাই বক্র-ভাব করেন ধারণ,
সর্ব্বদাই ক্রূর-ভাবে অবস্থিত রন্,
সর্ব্বদাই চেষ্টা রয় পূজা পাইবার,
সর্ব্বদাই কন্যা-রাশি লইয়া বিহার,—
এ হেন জামাই বাবু নব-গ্রহ ছাড়ি
আর এক গ্রহ রন্ শ্বশুরের বাড়ী!

(২)

শাস্ত্রে "পঞ্চ" মহাপাতকেরই নাম-নির্দ্দেশ আছে। এতদ্ভিন্ন আরও এক মহাপাতক রহে; "দারিদ্র্য"ই এই "ষষ্ঠ" মহাপাতক। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

সংসর্গং ন হি কশ্চিদস্য কুরুতে সম্ভাষ্যতে নাদরাৎ
সংপ্রাপ্তো গৃহমুৎসবেষু ধনিনাং সাবজ্ঞমালোক্যতে।
দূরাদেব মহাজনস্য বিচরত্যল্পচ্ছদো লজ্জয়া
মন্যে নির্ধনতা প্রকামমপরং ষষ্ঠং মহাপাতকম্॥

দরিদ্র জনের সঙ্গ কেহ নাহি চায়,
আদর করিয়া কেহ না ডাকে তাহায়।
উৎসবে ধনীর গৃহে করিলে গমন,
তুচ্ছ ভাবি তারে সবে করে দরশন।
পরিয়া সামান্য বস্ত্র ধনীরে দেখিয়া
লজ্জায় ঘুরিতে থাকে বহু দূরে গিয়া।
"পঞ্চ" মহাপাপ রয়,—শাস্ত্রে ইহা কয়,
"ষষ্ঠ" মহাপাপ কিন্তু দারিদ্র্য নিশ্চয়!

(৩)

যে ধনী জন অপরকে ধনদান বা স্বয়ং ধনভোগ করেন না, তাঁহার বহুকষ্টে সঞ্চিত ধন পরিণামে অপরের ভোগ্য হয়। মধু-মক্ষিকার মধু-সঞ্চয়ের দুঃখজনক পরিণাম দেখাইয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন :—

দাতব্যং কৃতিভির্ধনং হি নধনে নো সঞ্চিতং সর্ব্বদা
দানং শ্রীবলিকর্ণবিক্রমপতেঃ খ্যাতং পৃথিব্যাং পরম্।
আশ্চর্য্যং মধু দানভোগরহিতং নষ্টং চিরাৎ সঞ্চিতং
নির্ব্বেদাদিতি পাণিপাদযুগলং ঘর্ষন্ত্যহো মক্ষিকাঃ॥

ধন-হীনে ধন-দান কৃতীর উচিত,
চিরদিন নাহি রয় ধন সুসঞ্চিত!
কিবা বলি, কর্ণ, বিক্রমাদিত্য নৃপতি,
দান হেতু ইঁহাদের পৃথিবীতে খ্যাতি।

পাইয়া কতই কষ্ট মক্ষিকা-নিচয়,
মধু টুকু রেখে দেয় করিয়া সঞ্চয়।
হাত তুলে কাহাকেও দিতে নাহি চায়,
আপনিও পোড়া পেটে কিছুতে না খায়।
হায় রে মানুষ কিন্তু কিছুদিন পরে
আগুন জ্বালিয়া দিয়া মুখের উপরে
মধু টুকু সমস্তই করে আহরণ,
দান ভোগ না করিলে ধন অকারণ!
মনের দুঃখেতে তাই মক্ষিকা-নিচয়
হাত পা ঘষিয়া থাকে পাইলে সময়!

(৪)

যে ব্যক্তির চিত্ত স্বভাবতঃ ক্ষুদ্র, তাহার সাংসারিক অবস্থা যতই উন্নত হউক, তথাপি সে তাহার ক্ষুদ্রত্ব পরিহার করিতে পারে না। কবি এরূপ ক্ষুদ্র-চিত্ত ব্যক্তিকে "৯" অঙ্কের সহিত তুলনা করিয়া কহিতেছেন :—

স্বভাবেন হি যঃ ক্ষুদ্রো দ্ব্যাদিগুণান্বিতোঽপি সঃ।
ন জহাতি নিজং ভাবং সংখ্যাঙ্কে লাকৃতির্যথা॥

যাহার স্বভাব ছোট, ছোটই সে রয়,
বাড়ুক যতই গুণ, তবু বড় নয়!
অঙ্ক-শাস্ত্রে যথা "নয়" ছোট হ'য়ে নিজে—
বাড়ুগ্ যতই গুণ—ধর্ম্মটী না ত্যজে।
"নয়"কে দ্বিগুণ করি "আঠার" পাইবে,
কিন্তু এক-আট-যোগে ঠিক "নয়" হবে!
"নয়" অষ্ট-গুণ হ'লে হয় বাহাত্তর,
সাত-দুই-যোগে কিন্তু "নয়" নিরন্তর।
"নয়" শত-গুণ হ'লে নয় শত হয়,
কিন্তু "নয়" দুটী-শূন্য-যোগে তাই রয়!

এইরূপে "নয়" অঙ্ক যতই বাড়িবে,
নিজে ক্ষুদ্র ব'লে ঠিক ক্ষুদ্রই রহিবে।
তাই বলি স্বভাবতঃ ক্ষুদ্রচিত্ত যারা,
অঙ্ক-শাস্ত্রে "নয়" সম চির-ক্ষুদ্র তারা!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"সদা বক্রশ্চ" "সংসর্গং" "দাতব্যং কৃতিভির্ধনম্"।
"স্বভাবেন" "চতুরত্নং" কাব্যকোবিদকণ্ঠগম্॥

"সদা" "সংসর্গ" "দাতব্য" "স্বভাবেন" আর
"চতুরত্ন"-নাম-ধারী কবি-কণ্ঠ-হার!

পঞ্চরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কিং কেন ভুবনে ভাতি, কিমসাধ্যং বিধেরপি।
কিং ত্যাজ্যঞ্চ বুধৈ, রাজ্যাৎ প্রিয়ং, কো ভেষজাতীতঃ॥

এ সংসারে শোভা হয় কিসে বা কাহার?
কি কার্য্য করিতে শক্তি নাই বিধাতার?
কারে কারে জ্ঞানী জন করেন বর্জ্জন?
রাজ্য-অপেক্ষাও কিবা আদরের ধন?
ঔষধ পরাস্ত হয় নিকটে কাহার?
ক্রমশঃ উত্তর দাও করিয়া বিচার!

নবরত্নের মধ্যে পঞ্চ রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

কোন্ বস্তুর সংযোগে কোন্ বস্তুর পরম শোভা হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

নাগো ভাতি মদেন কং জলরুহৈঃ পূর্ণেন্দুনা শর্ব্বরী
শীলেন প্রমদা জবেন তুরগো নিত্যোৎসবৈর্মন্দিরম্।
বাণী ব্যাকরণেন হংসমিথুনৈর্নদ্যঃ সভা পণ্ডিতৈঃ
সৎপুত্রেণ কুলং নৃপেণ বসুধা লোকত্রয়ং বিষ্ণুনা ॥

মদের ক্ষরণ হ'লে হস্তী শোভা পায়,
জল শোভা পায় যদি পদ্ম ফুটে তায়।
রাত্রি শোভা পায় যদি পূর্ণ-চন্দ্রোদয়,
নারী শোভা পায় যদি সচ্চরিত্রা হয়।
অশ্ব শোভা পায় যদি থাকে দ্রুত গতি,
উৎসব থাকিলে নিত্য গৃহ শোভে অতি।
ব্যাকরণ জানিলেই বাক্য শোভা ধরে,
নদী শোভা পায় যদি হংস-যুগ চরে।
পণ্ডিত থাকিলে তবে সভা শোভা পায়,
বংশ শোভা পায় যদি সুপুত্র তথায়।
রাজা থাকিলেই শোভা রাজ্যের তখন,
বিষ্ণুর স্থিতিতে শোভা পায় ত্রিভুবন!

(২)

সমস্ত অপ্রীতিকর বিষয়কে বশে আনিবার জন্য ঈশ্বর এক একটী উপায় বিধান করিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু দুষ্ট ব্যক্তির চিত্তকে বশে আনিবার জন্য তিনি কোনও প্রকার ব্যবস্থা করেন নাই। তাই কবি আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন :—

পোতো দুস্তরবারিরাশিতরণে দীপোঽন্ধকারাগমে
নির্ব্বাতে ব্যজনং মদান্ধকরিণাং দর্পোপশান্ত্যৈ সৃণিঃ।
ইত্থং তৎ ভুবি নাস্তি যস্য বিধিনা নোপায়চিন্তা কৃতা
মন্যে দুর্জ্জনচিত্তবৃত্তিহরণে ধাতাঽপি ভগ্নোদ্যমঃ ॥

তরির হ'য়েছে সৃষ্টি সাগর তরিতে,
দীপের হ'য়েছে সৃষ্টি আঁধার হরিতে।
পাখার হয়েছে সৃষ্টি সমীর-সেবনে,
অঙ্কুশের সৃষ্টি হস্তি-দর্পের দমনে।
এ জগতে কোন কিছু কভু নাহি হেরি,
না রাখেন বিধি যার প্রতীকার করি;
কেবল দুষ্টের মন বশে আনিবার
বুঝিলাম বিধাতার শক্তি নাই আর!

(৩)

এ সংসারে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কি কি পরিত্যাজ্য, কোনও কবি এই শ্লোকে এইরূপে তাহার নির্দ্দেশ করিয়াছেন ঃ—

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং
যোধং কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকম্।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তু শীঘ্রং বুধাঃ॥

চিকিৎসক বটে, কিন্তু মদ্য-পানে রত;
নট বটে, কিন্তু তার শিক্ষা নাহি তত;
ব্রাহ্মণ বটেন, কিন্তু নাহি বেদ-জ্ঞান;
যোদ্ধা বটে, কিন্তু প্রাণে ভয় বিদ্যমান;
অশ্ব বটে, কিন্তু তার নাহি দ্রুত গতি;
সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু গণ্ডমূর্খ অতি;
রাজা বটে, কিন্তু আছে কুমন্ত্রী লইয়া;
দেশ বটে, কিন্তু আছে বিপদে ভরিয়া;
ভার্য্যা বটে, কিন্তু দেখি নিজের যৌবন
পতিরে গণিয়া তুচ্ছ ভজে অন্য জন;

এ সংসারে এই সব বড় ভয়ঙ্কর,
বর্জ্জন করেন যেন বুদ্ধিমান্ নর!

(৪)

এ সংসারে কোন্ কোন্ বস্তু প্রার্থনীয় এবং কোন্ কোন্ বস্তু অপ্রার্থনীয়, কবি এই শ্লোকে কৌশল-সহকারে তাহারই নিরূপণ করিয়া দিতেছেন :—

ক্ষান্তিশ্চেৎ কবচেন কিং কিমরিভিঃ ক্রোধোঽস্তি চেদ্ দেহিনাং
জ্ঞাতিশ্চেদনলেন কিং যদি সুহৃদ্ দিব্যৌষধৈঃ কিং ফলম্।
কিং সর্পৈর্যদি দুর্জ্জনঃ কিমু ধনৈর্বিদ্যাঽনবদ্যা যদি
ব্রীড়া চেৎ কিমু ভূষণৈঃ সুকবিতা যদ্যস্তি রাজ্যেন কিম্॥

কবচে কি প্রয়োজন, ক্ষমা যদি রয়?
ক্রোধ যদি রয়, অন্য শত্রুতে কি ভয়?
জ্ঞাতি যদি থাকে, তবে কি করে অনল?
সুহৃদ্ রহিলে, দিব্য ঔষধে কি ফল?
দুর্জন রহিল যদি, সর্পে কিবা ভয়?
সুবিদ্যা রহিল যদি, ধনে কিবা হয়?
লজ্জা-গুণ থাকে যদি, কি করে ভূষণ?
সুকবি হইলে, রাজ্যে কিবা প্রয়োজন?

(৫)

অগ্নি, বৃষ্টি, রৌদ্র, ব্যাধি, বিষ প্রভৃতি যাবতীয় দুর্জ্জয় পদার্থেরও প্রতীকার-জনক এক একটি উপায় দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মূর্খ ব্যক্তির প্রতীকার-জনক কোনরূপ উপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাই এই শ্লোকে কবির আক্ষেপোক্তি :—

শক্যো বারয়িতুং জলেন হুতভুক্ ছত্রেণ বর্ষাতপৌ
নাগেন্দ্রো নিশিতাঙ্কুশেন সমদো দণ্ডেন গোগর্দ্দভৌ।

ব্যাধির্বৈদ্যকভেষজৈর্বহুবিধৈর্মন্ত্রপ্রয়োগৈর্বিষং
সর্ব্বস্যৌষধমস্তি শাস্ত্রবিহিতং মূর্খস্য নাস্ত্যৌষধম্ ॥

জলের প্রভাবে হয় অগ্নির দমন,
ছত্র-যোগে বৃষ্টি-রৌদ্র হয় নিবারণ।
মত্ত হস্তী শান্ত হয় অঙ্কুশ মারিলে,
গো গর্দ্দভ শান্ত হয় দণ্ডাঘাত দিলে।
বৈদ্যের ঔষধ পে'লে রোগ দূরে যায়,
মন্ত্র-বলে বিষ ছুটে কোথায় পলায়।
শাস্ত্র-মত প্রতীকার র'য়েছে সবার,
কেবল মূর্খের নাহি কোন প্রতীকার!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"নাগঃ" "পোত"স্তথা "বৈদ্যং" "ক্ষান্তিঃ" "শক্যো" যথাক্রমম্।
"পঞ্চরত্ন"মিদং প্রোক্তং বিদুষামপি দুর্লভম্ ॥

"নাগ" "পোত" "বৈদ্য" "ক্ষান্তি" "শক্য",—শব্দ-চয়
পাঁচটী শ্লোকের অগ্রে যথাক্রমে রয়,
"পঞ্চরত্ন"—নাম তাই দিলাম এখন,
বিদ্বানেরো পক্ষে ইহা সুদুর্লভ ধন!

ষড়্‌রত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কিং ন বশ্যং, ন নিস্তার্য্যঃ কঃ, কিং বিড়ম্বিতং ভুবি।
কিং বা স্বর্গপথ, স্তাপয়ন্তি কে, কিং নৃণাং মৃতিঃ ॥

কে কে না করিতে চায় বশ্যতা-স্বীকার?
কোন্ জন কিছুতেই না পায় নিস্তার?

এ সংসারে কি কি রয় মহা বিড়ম্বন ?
কি কি বস্তু স্বর্গপথ করে প্রদর্শন ?
কিসে হয় মনুষ্যের সন্তপ্ত হৃদয় ?
মানবের পক্ষে কিবা মৃত্যুবৎ হয় ?

নবরত্নের মধ্যে ষড়্রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

শাস্ত্র, রাজা ও যুবতী রমণীকে বশীভূত ভাবিয়া কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। তাই কবি, ইহাদিগের উপরি বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে নিষেধ করিতেছেন :—

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাঽপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ কথমাত্মভাবঃ ॥

সুচিন্তা করিয়া শাস্ত্র পড়ে বুদ্ধিমান্,
তবু তার প্রতিচিন্তা পরম বিধান।
বিধিমতে উপাসনা ক'রেও রাজার
কিছুতে না যায় যেন আশঙ্কা তোমার।
যুবতী ভার্য্যারে যদি রাখ কোলে ক'রে,
তবু না বিশ্বাস ক'রো তিলার্দ্ধের তরে।
শাস্ত্র, রাজা, যুবতীরে বশে রাখা দায়,
এই সবে 'আপনার' বলা নাহি যায়!

(২)

এ সংসারে কোন্ কোন্ বিষয় অবশ্যম্ভাবী, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

কোঽর্থান্ প্রাপ্য ন গর্ব্বিতো বিষয়িণঃ কস্যাপদো নাগতাঃ
স্ত্রীভিঃ কস্য ন খণ্ডিতং ভুবি মনঃ কো নাম রাজ্ঞাং প্রিয়ঃ।
কঃ কালস্য ন গোচরান্তরগতঃ কোঽর্থী গতো গৌরবং
কো বা দুর্জনবাগুরানিপতিতঃ ক্ষেমেণ যাতঃ পুমান্॥

গর্ব্ব নাহি বাড়ে কার বাড়ে যদি ধন?
নাহি আসে বিষয়ীর বিপদ্ কখন্?
কোন্ স্ত্রী না ছিন্ন করে পুরুষের মন?
রাজার হ'য়েছে প্রিয় কোথা কোন্ জন?
যমেরে দিইয়া ফাঁকি কেবা পায় পার?
প্রার্থনা করিতে গে'লে মান থাকে কার?
পড়িয়া দুষ্টের ফাঁদে কে কোথা কখন্
করিয়াছে নিরাপদে বাহিরে গমন?

(৩)

কোন্ ছয় জনের জীবন বিড়ম্বনা মাত্র, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

মূর্খো দ্বিজাতিঃ স্থবিরো গৃহস্থঃ
কামী দরিদ্রো ধনবাংস্তপস্বী।
বেশ্যা কুরূপা নৃপতিঃ কদর্য্যো (১)
লোকে ষড়েতানি বিড়ম্বিতানি॥

(১) "কদর্য্য" একটী পারিভাষিক শব্দ। "কদর্য্য লোক" বলিলে কি বুঝায়, তাহা স্মৃতি-গ্রন্থের নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় :—

"আত্মানং ধর্ম্মকৃত্যঞ্চ পুত্রদারাংশ্চ পীড়য়ন্।
যো লোভাৎ সঞ্চিনোত্যর্থান্ স কদর্য্য ইতি স্মৃতঃ"॥ ইতি দেবলোক্তিঃ।

ব্রাহ্মণ বটেন, কিন্তু শাস্ত্র-জ্ঞান-হীন ;
বয়সে প্রাচীন, কিন্তু গৃহে সমাসীন ;
লম্পট বটেন, কিন্তু অর্থ নাই হাতে ;
সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু বহু ধন তাতে ;
বেশ্যা বটে, কিন্তু দেহে রূপ নাহি তার ;
রাজা বটে, কিন্তু তার কদর্য্য আচার ;
সংসার ভিতরে হায় এই ছয় জন
নিশ্চয় জানিও মনে মহা বিড়ম্বন !

(৪)

কোন্ কোন্ কার্য্য করিলে স্বর্গলাভ হয়, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

দানং দরিদ্রস্য বিভোঃ ক্ষমিত্বং
যূনস্তপো জ্ঞানবতশ্চ মৌনম্ ।
সুখেঽপ্রবৃত্তিশ্চ সুখান্বিতস্য
দয়া কঠোরস্য দিবং নয়ন্তি ॥

অর্থ-দান করে যদি দরিদ্র কখন্,
প্রভু যদি হন সদা ক্ষমা-পরায়ণ,
যুবা যদি ঈশ্বরের উপাসনা করে,
জ্ঞানী জন মুখে যদি সদা মৌন ধরে,
সুখী যদি সুখ-ভোগে মগ্ন নাহি রয়,
কঠিন-প্রাণের প্রাণে দয়া যদি হয়,

যে রাজা ধর্ম্মকার্য্যে বিসর্জ্জন দিয়া এবং স্ত্রী, পুত্র ও আপনাকে বঞ্চিত করিয়া লোভবশতঃ অর্থ সঞ্চয় করে, তাহাকেই "কদর্য্য নৃপতি" কহে :—

"কুৎসিতোঽর্য্যঃ পতিঃ কোঃ কৎ"
ইতি অমরটীকায়াং মহেশ্বরঃ।

তা হ'লেই অনায়াসে সেই সব জন
মহাসুখে স্বর্গধামে করয়ে গমন!

(৫)

কুমন্ত্রীর দুর্নীতি, কুপথ্য-ভোজীর দুর্জয় রোগ, ধনবানের অহঙ্কার, দেহীর মৃত্যু ও বিষয়ী লোকের অনুতাপ অবশ্যম্ভাবী। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয়ঃ—

দুর্ম্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষাঃ
সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ।
কং শ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ
কং স্বীকৃতা ন বিষয়া ননু তাপয়ন্তি॥

দুষ্ট-মন্ত্রি-যুত হেন কোন্ জন রয়,
দুর্নীতি যাহার কাছে না লয় আশ্রয়?
রোগ-ভোগ নাহি করে কে কোথা কখন্,
কুপথ্য করিতে যার সদা যায় মন?
দর্প নাহি হয় কার হয় যদি ধন?
যম কারে ভুলে যায় করিতে নিধন?
বিষয়-আসক্তি হায় মন নাহি কার
অনুতাপানলে দগ্ধ করে অনিবার?

(৬)

লোভই বিষম দোষ, খলতাই বিষম পাপ, সৌজন্যই পরম গুণ, নিজ মাহাত্ম্যই শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার, সত্যই পরম তপস্যা, নির্ম্মল চিত্তই পরম তীর্থ, সুবিদ্যাই পরম ধন এবং অখ্যাতিই যথার্থ মরণ। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছেঃ—

লোভশ্চেদগুণেন কিং পিশুনতা যদ্যস্তি কিং পাতকৈঃ
সৌজন্যং যদি কিং গুণৈঃ স্বমহিমা যদ্যস্তি কিং মণ্ডনৈঃ।

সত্যং চেৎ তপসা চ কিং শুচি মনো যদ্যস্তি তীর্থেন কিং
সদ্বিদ্যা যদি কিং ধনৈরপযশো যদ্যস্তি কিং মৃত্যুনা ॥

লোভ হ'তে অন্য দোষ কি রহে সংসারে?
খলতা হইতে পাপ কি থাকিতে পারে?
সুজনতা থাকে যদি, কিবা অন্য গুণে?
থাকিলে মাহাত্ম্য নিজ, কি কাজ ভূষণে?
তপ-জপে কিবা ফল, সত্য যার বল?
মন যার শুচি, তার তীর্থে কিবা ফল?
সুবিদ্যা রহিল যদি, কিবা হয় ধনে?
অপযশ থাকে যদি, ক্ষতি কি মরণে?

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"শাস্ত্রং" "কোঽর্থান্" তথা "মূর্খো" "দানং" "দুর্মন্ত্রিণং" তথা।
"লোভশ্চে"দিতি "ষড়্‌রত্নং" পণ্ডিতানাং পরং প্রিয়ম্ ॥

"শাস্ত্র" "কোঽর্থ" "মূর্খ" "দান" "দুর্ম্মন্ত্রী" ও "লোভ"
"ষড়্‌রত্ন" নষ্ট করে পণ্ডিতের ক্ষোভ!

সপ্তরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কঃ প্রণম্যো, বুধৈস্ত্যাজ্যো, দেশো গর্হ্যো, জনঃ প্রিয়ঃ।
পুংযৌবনং কদাঽসারং, কল্পবৃক্ষশ্চ জীবনম্ ॥

পরম প্রণম্য কোন্ নরের চরণ?
বর্জ্জন করেন কারে সুপণ্ডিত জন?

কোন্ দেশে নমস্কার করিয়া ত্যজিবে ?
সংসারে পরম প্রিয় কেবা হয় কবে ?
কিসে হয় পুরুষের অসার যৌবন ?
প্রয়োজন নাই কল্প-বৃক্ষেও কখন্ ?
জীবনেও প্রয়োজন নাহি রয় কার ?
বিশেষ বিচারি দাও উত্তর ইহার !

নবরত্নের মধ্যে সপ্ত রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

কি কি গুণ থাকিলে মনুষ্য নমস্য হন, কবি এই শ্লোকে তাহারই নির্ণয় করিতেছেন :—

বাঞ্ছা সজ্জনসঙ্গমে পরগুণে প্রীতির্গুরৌ নম্রতা
বিদ্যায়াং ব্যসনং স্বযোষিতি রতির্লোকাপবাদাদ্ ভয়ম্ ।
ভক্তিশ্চক্রিণি শক্তিরাত্মদমনে সংসর্গমুক্তিঃ খলে
এতে যেষু বসন্তি নির্ম্মলগুণাস্তেভ্যো নরেভ্যো নমঃ ॥

বাসনা করেন যিনি সাধু-সহবাস,
দেখিয়া পরের গুণ যাঁহার উল্লাস,
গুরু-জন প্রতি যিনি নম্র ভাবে রন্,
বিদ্যা-লাভ হেতু যাঁর বিশেষ যতন,
নিজের ভার্য্যার প্রতি প্রীতি যাঁর রয়,
পাছে লোক নিন্দা করে, এই যাঁর ভয়,
হরির চরণে সদা থাকে যাঁর মন,
নিজের দমনে শক্তি ধরেন যে জন,
ত্যজিতে খলের সঙ্গ সদা চেষ্টা যাঁর,
সেই সব মহাত্মার পদে নমস্কার !

(২)

কোন্ কোন্ মনুষ্য ও কোন্ কোন্ বস্তু ত্যাগ করা বুদ্ধিমান্ লোকের কর্ত্তব্য, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

রাজা ধর্ম্মবিনা দ্বিজঃ শুচিবিনা জ্ঞানং বিনা যোগিনঃ
কান্তা সত্যবিনা হয়ো গতিবিনা ভূষা চ জ্যোতির্বিনা।
যোদ্ধা শৌর্য্যবিনা তপো ব্রতবিনা ছন্দো বিনা গায়নো
ভ্রাতা স্নেহবিনা নরো হরিবিনা মুঞ্চন্তু শীঘ্রং বুধাঃ॥

রাজা বটে, কিন্তু তার ধর্ম্মে নাহি রুচি!
জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সর্ব্বদা অশুচি!
শাস্ত্র-জ্ঞান নাহি কিছু, তথাপি সন্ন্যাসী!
ভার্য্যা বটে, কিন্তু কভু নহে সত্যভাষী!
অশ্ব বটে, কিন্তু তার নাহি দ্রুত গতি!
অলঙ্কার বটে, কিন্তু নাহি তার জ্যোতি!
যোদ্ধা বটে, কিন্তু তার নাহি শৌর্য্য-ধন!
তপ জপ করে, কিন্তু নাহি তায় মন!
গান গায়, কিন্তু ছন্দে দৃষ্টি নাহি হয়!
সহোদর, কিন্তু তার স্নেহ নাহি রয়!
নর বটে, কিন্তু নাহি হরি-গুণ-গান!
এ সবারে ত্যজে যেন শীঘ্র বুদ্ধিমান্।

(৩)

যে দেশে গুণের অনাদর ও অগুণের সমাদর হইয়া থাকে, তাহার মত হতভাগ্য দেশ আর নাই! ইহাই কবি এই শ্লোকে আক্ষেপ-সহকারে কহিতেছেন :—

ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে রক্ষা চ শাখোটকে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে কাকেষু বহ্বাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূরকার্পাসয়ো-
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

ছেদন করিয়া আম্র চম্পক চন্দন
স্যাওড়া গাছেরে রাখে করিয়া যতন ;
ময়ূর কোকিল আর হংস বধ করি
কাকের আদর করি রেখে দেয় ধরি ;
হস্তীর বদলে করে গর্দ্দভ গ্রহণ ;
কর্পূর-কার্পাসে ভেদ না দেখে কখন ;
যে দেশে গুণীর প্রতি হেন সুবিচার !
সে দেশের শ্রীচরণে লক্ষ নমস্কার !!!

(৪)

এ সংসারে কেহই কাহারও স্বভাবতঃ প্রিয় নহে। স্বার্থ-সাধনের উদ্দেশেই লোকে লোকের প্রিয় হইয়া থাকে। নানাবিধ দৃষ্টান্ত দিয়া কবি ইহাই এই শ্লোকে সপ্রমাণ করিতেছেন :—

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ।
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টশ্রিয়ং মন্ত্রিণঃ
সর্ব্বঃ কার্য্যবশাৎ জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ॥

বৃক্ষ ছে'ড়ে যায় পক্ষী না রহিলে ফল ;
সারস সরসী ছাড়ে না থাকিলে জল ;
ভৃঙ্গ পুষ্প ছাড়ে, যদি মধু নাহি পায় ;
দগ্ধ বন ছেড়ে মৃগ দূরে চ'লে যায় ;

বেশ্যা ছাড়ে লম্পটেরে না পাইলে ধন ;
রাজ্য-শূন্য হ'লে রাজা ছাড়ে মন্ত্রি-গণ ;
সবাই সবার বন্ধু স্বার্থ-বশে হয় ;
স্বার্থ ফুরাইলে হায় কেহ কারো নয় !!

(৫)

কিরূপ স্থলে ধন, পরিচর্য্যা, নারী-সম্ভোগ ও যৌবন বিফল হয়, তাহাই এই শ্লোকে কবির নির্ণেয় বিষয় :—

বিত্তেন কিং বিতরণং যদি নাস্তি দীনে
কিং সেবয়া যদি পরোপকৃতৌ ন যত্নঃ ।
কিং সঙ্গমেন তনয়ো যদি নেক্ষণীয়ঃ ।
কিং যৌবনেন বিরহো যদি বল্লভায়াঃ ॥

দান যদি নাহি করে, কিবা ফল ধনে ?
হিত যদি নাহি করে, কি ফল সেবনে ?
না হ'লে সুন্দর পুত্র, কি ফল রমণে ?
প্রিয়ার বিচ্ছেদ হ'লে, কি ফল যৌবনে ?

(৬)

কিরূপ স্থলে স্বর্গ, বেশ-ভূষা, চন্দ্র-কিরণ ও কল্পবৃক্ষ আদরের বস্তু হইলেও তাহা অনাদরণীয়, এবং কিরূপ স্থলে মৃত্যু ও ঘৃণা অনাদরের বস্তু হইলেও তাহা আদরণীয় বলিয়া বোধ হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

স্বর্গঃ কিং যদি বল্লভা নিজবধূঃ কিং বা বিভূষাবিধি-
র্লাবণ্যং যদি কিং সুধাকরকরৈঃ শৃঙ্গারগর্ভা গিরঃ ।
মৃত্যুঃ কিং যদি দুর্জনেন বসতিঃ কিং ধিগ্ যদি প্রার্থনা
প্রাপ্তেষ্টঃ করিকেতনো যদি ভবেৎ কিং কল্পভূমীরুহৈঃ ॥

নিজের পত্নীর প্রতি প্রেম রয় যার,
কোথায় বা লাগে বল স্বর্গ-সুখ তার ?
শরীরে রহিল যদি লাবণ্য-রতন,
পরিচ্ছদ-অলঙ্কারে কিবা প্রয়োজন ?
শৃঙ্গারের কথা ল'য়ে মুগ্ধ যেই জন,
কোথা লাগে তার কাছে চন্দ্রের কিরণ ?
দুর্জ্জনের সহবাসে যেই জন রয়,
মৃত্যু কি তাহার কাছে অতি তুচ্ছ নয় ?
হীনতা স্বীকার করি প্রার্থনা যে করে,
আর কি ঘৃণার বস্তু তার এ সংসারে ?
অভীষ্ট সাধিয়া ইন্দ্র হয় যেই জন,
কল্প-বৃক্ষে বল তার কিবা প্রয়োজন ?

(৭)

কোন্ কোন্ স্থলে ধন, দেহ-বল, শাস্ত্র-জ্ঞান ও আত্মা ঘৃণিত বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

ধনেন কিং যো ন দদাতি যাচকে
বলেন কিং যশ্চ রিপুং ন বাধতে।
শ্রুতেন কিং যো ন চ ধর্ম্মমাচরেৎ
কিমাত্মনা যো ন জিতেন্দ্রিয়ো ভবেৎ ॥

ধন-দান নাহি করে ভিক্ষুরে যে জন,
বল, তার ধনে কিবা আছে প্রয়োজন ?
শত্রু-নাশ করিবার বল নাই যার,
বল, তার বলে কিবা হবে উপকার ?
বেদোচিত ধর্ম্ম-কার্য্যে নাহি যার মতি,
বল, তার বেদ পড়ি কি হইবে গতি ?

যে জন না করিয়াছে ইন্দ্রিয় দমন,
বল, তার আত্মা ল'য়ে কিবা প্রয়োজন ?

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"বাঞ্ছা" "রাজা" তথা "চ্ছেদো" "বৃক্ষং" "বিত্তেন কিং" তথা।
"স্বর্গো" "ধনেন কিং" জ্ঞেয়ং, "সপ্তরত্নং" সুধীপ্রিয়ম্॥

"বাঞ্ছা" "রাজা" "ছেদ" "বৃক্ষ" "বিত্ত" "স্বর্গ" "ধন" ;—
"সপ্তরত্ন" প্রিয় তার সুধী যেই জন !

অষ্টরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কিং সুখং, কো দূরগ্রাহী, লক্ষ্মীশূন্যশ্চ, কর্ম্ম কিম্।
নির্ভয়ং কিং, জড়ো ধাতা কথং, শল্যমসীম কিম্॥

কি কি সুখকর বস্তু রহে এ সংসারে ?
হাত বাড়াইয়া দূর হ'তে কেবা ধরে ?
কাহারে ছাড়িয়া লক্ষ্মী বহু দূরে যান ?
কোন্ বলবৎ কর্ম্ম সবারি প্রধান ?
হেন বস্তু কিবা রয় নাহি যাহে ভয় ?
বিধাতার মূর্খতার কিসে পরিচয় ?
হৃদয়ের শেল সম কি আছে সদাই ?
হেন বস্তু কিবা রয় সীমা যার নাই ?

নবরত্নের মধ্যে অষ্ট রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

ধনাগম, নীরোগতা, প্রিয়ভাষিণী ও প্রিয়তমা ভার্য্যা, বশীভূত পুত্র এবং অর্থকরী বিদ্যা ইহলোকে পরম সুখের বস্তু। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

অর্থাগমো নিত্যমরোগিতা চ
প্রিয়া চ ভার্য্যা প্রিয়বাদিনী চ।
বশ্যশ্চ পুত্রোঽর্থকরী চ বিদ্যা
ষড়্ জীবলোকেষু সুখানি রাজন্॥

প্রতিদিন গৃহ-মধ্যে সমাগত ধন,
রোগ-শোক-পরিশূন্য দেহ আর মন,
ভার্য্যা প্রিয়তমা, ভার্য্যা মধুরভাষিণী,
বশীভূত পুত্র, বিদ্যা অর্থ-প্রদায়িনী,—
এ ছটী দুর্লভ ধন, শুন মহারাজ!
সংসারে সুখেরি তরে করয়ে বিরাজ!

(২)

যে প্রাণী যত দূর-পথেই থাকুক, আর যত উত্তম বা অধমই হউক, সে কিছুতেই যমের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। ইহাই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয় :—

ব্যোমৈকান্তবিহারিণোঽপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলাৎ মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ
কালো হি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্ণাতি দূরাদপি॥

আকাশের প্রান্ত-ভাগে উড়িয়া বেড়ায়,
তবু দেখ পক্ষি-গণ ধরা প’ড়ে যায়।
ঘুরিয়া বেড়ায় মৎস্য গভীর সাগরে,
তথাপি সে ধরা পড়ে ধীবরের করে।
সুনীতি দুর্নীতি কিবা স্থান-গুণ আর
কিছুই কালের হাতে না পায় নিস্তার।

যতই দূরেতে যাও, ওহে জীব-গণ!
হাত বাড়াইয়া কাল করে আকর্ষণ!

(৩)

ইন্দ্রের মত পরম ঐশ্বর্য্যশালী দেবতাও কি কি কাজ করিলে লক্ষ্মীছাড়া হইয়া যান, কবি এই শ্লোকে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন :—

নিত্যং ছেদস্তৃণানাং ক্ষিতিনখলিখনং পাদয়োরল্পপূজা
দন্তানামল্পশৌচং বদনমলিনতা রূক্ষতা মূর্দ্ধজানাম্।
দ্বে সন্ধ্যে চাপি নিদ্রা বিবসনশয়নং গ্রাসহাসাতিরেকঃ
স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মীম্॥

হাতে পাইলেই তৃণ ফেলিবে ছিঁড়িয়া,
মাটির উপরে বৃথা লেখে নখ দিয়া,
পা'দুটার সব ঠাঁই জল নাহি পায়,
দাঁতগুলা মাজে, কিন্তু মল-গন্ধ তায়,
মুখখানা ছাতা-ধরা ময়লা লাগিয়া,
চুলগুলা রুক্ষ থাকে তেল না পাইয়া,
দুই সন্ধ্যা নিদ্রা যায় হ'য়ে অচেতন,
উলঙ্গ হইয়া করে শয্যায় শয়ন,
উদর সর্ব্বস্ব, সদা উচ্চ হাসি মুখে,
নিজাঙ্গে আসনে পুনঃ বাদ্য করে সুখে,
স্বয়ং কুবের, কিংবা দেব নারায়ণ
এ সব বিষয়ে যদি সদা রত রন্,
তা হ'লে তাঁদেরো প্রতি প্রীতি না রাখিয়া
লক্ষ্মী-দেবী চ'লে যান্ বিরক্ত হইয়া!

(৪)

যে কর্ম্মের কঠোর শাসনের অনুবর্ত্তী হইয়া স্বয়ং ব্রহ্মাকেও কুম্ভকারের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড-নির্ম্মাণে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছে; যে কর্ম্মের অপ্রতিহত

প্রভাবে স্বয়ং বিষ্ণুকেও দশবার দশমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল; যে কর্ম্মের অনিবার্য্য নিয়মে স্বয়ং মহেশ্বরকেও নর-কপাল হস্তে লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়; যে কর্ম্মের দুর্জ্জয় আদেশে স্বয়ং সূর্য্যদেবকেও প্রত্যহ আকাশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবল বেগে প্রধাবিত হইতে হয়, সেই অনিবার্য্য কর্ম্মের অনন্ত শক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তন করাই এই শ্লোকে কবির উদ্দেশ্য :—

ব্রহ্মা যেন কুলালবন্নিয়মিতো ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরে
বিষ্ণুর্যেন দশাবতারগহনে ন্যস্তো মহাসঙ্কটে।
রুদ্রো যেন কপালপাণিপুটকে ভিক্ষাটনং কারিতঃ
সূর্য্যো ধাবতি নিত্যমেব গগনে তস্মৈ নমঃ কর্ম্মণে ॥

যাঁহার আজ্ঞায় ব্রহ্মা কুম্ভকার মত
গঠিতে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড আছেন ব্যাপৃত;
যাঁর বশে দশ বার দশ রূপ ধরি
কত শত কষ্ট সহ্য করিলেন হরি;
যাঁর বশে মহেশ্বর ভিক্ষার লাগিয়া
দ্বারে দ্বারে ঘুরে নর-কপাল লইয়া;
যাঁর বশে শূন্যে সূর্য্য ঘুরে অবিরাম,
সেই কর্ম্মে করি আমি অসংখ্য প্রণাম!

(৫)

এই সংসারে সমস্ত বিষয়েই ভয় আছে, কিন্তু কেবল বৈরাগ্যে ভয় নাই। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

ভোগে রোগভয়ং কুলে চ্যুতিভয়ং বিত্তে নৃপালাদ্ভয়ং
মানে দৈন্যভয়ং বলে রিপুভয়ং রূপে তরুণ্যা ভয়ম্।
শাস্ত্রে বাদিভয়ং গুণে খলভয়ং কায়ে কৃতান্তাদ্ ভয়ং
সর্ব্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্ ॥

ভোগে রোগ-ভয়, কুলে দুর্নামের ভয়,
ধনে রাজ-ভয়, মানে দৈন্য-ভয় হয় ;
বলে শত্রু-ভয়, রূপে যুবতীর ভয়,
শাস্ত্রে বাদি-ভয়, গুণে খল-ভয় রয় ;
দেহে যম-ভয়, কিবা ভয় ছাড়া নয় ?
সংসারে কেবল এক বৈরাগ্যে অভয় !

(৬)

চন্দ্রের কলঙ্ক, পদ্মনালের কণ্টক, যুবতীর কুচ-নম্রতা, কেশ-পাশের শুক্লতা, সমুদ্র-জলের অপেয়তা, পণ্ডিতের নির্ধনতা ও বৃদ্ধকালে ধন-সঞ্চয়ে সাবধানতা দেখিয়া বিধাতার নির্বুদ্ধিতা লক্ষিত হয়। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

শশিনি খলু কলঙ্কঃ কণ্টকঃ পদ্মনালে
যুবতিকুচনিপাতঃ পক্কতা কেশজালে।
জলধিজলমপেয়ং পণ্ডিতে নির্ধনত্বং
বয়সি ধনবিবেকো নির্বিবেকো বিধাতা ॥

চন্দ্রের শরীরে কত কলঙ্কের লেখা,
পদ্ম-নালে রহে কত কণ্টকের রেখা,
যুবতীর পয়োধর অধোমুখ হয়,
চুলগুলি পাকে,—আর কাল নাহি রয়,
জলধির লোণা জল মুখে নাহি সয়,
পণ্ডিত পেটের লাগি প্রাণে ম'রে রয়,
বৃদ্ধ-কালে অর্থ হেতু হয় সাবধান,
ওরে বিধি! তোর চে'য়ে কে আর অজ্ঞান !

(৭)

কোন্ কোন্ সাতটী পদার্থ হৃদয়ের শূল-স্বরূপ, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্ণয় করিতেছেন :—

শশী দিবসধূসরো গলিতযৌবনা কামিনী
সরো বিগতবারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ।
প্রভুর্ধনপরায়ণঃ সততদুর্গতিঃ সজ্জনো
নৃপাঙ্গণগতঃ খলো মনসি সপ্ত শল্যানি মে॥

দিবসে চন্দ্রের হয় ধূসর বরণ;
নারীর না থাকে রূপ যাইলে যৌবন;
পদ্ম যদি শুকাইয়া যায় সরোবরে,
সরোবর তত শোভা নাহি আর ধরে;
অতি সুপুরুষ জন স্বভাব-সুন্দর,
কিন্তু মুখ খানি তার রহে নিরক্ষর;
রক্ষা-কর্ত্তা প্রভু হন্ ধন-পরায়ণ,
সুজন বটেন কিন্তু পরম নির্ধন,
খল জন করে বাস রাজার ভবনে,
এই সাত শেল সম বোধ হয় মনে!

(৮)

এ জগতে সকলেই আশার মোহিনী মায়ায় সমাচ্ছন্ন। পরম নিঃস্ব ব্যক্তি হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই দুর্জ্জয় আশার বশবর্ত্তী। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

নিঃস্বোঽপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং কাঙ্ক্ষতি।
চক্রেশঃ সুররাজতাং সুরপতির্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥

শত মুদ্রা ইচ্ছা করে যে জন নির্ধন,
পে'লেও শতেক মুদ্রা সহস্রে মনন!

সহস্র পে'লেও হ'তে চায় লক্ষ-পতি,
লক্ষ-পতি চায় পুনঃ হইতে ভূপতি!
ভূপতিও ইচ্ছা করে হই চক্রেশ্বর,
চক্রেশ্বর ইচ্ছা করে হই পুরন্দর!
পুরন্দর ব্রহ্ম-পদ, ব্রহ্মা বিষ্ণু-পদ,
বিষ্ণুও বাসনা করে শিবের সম্পদ্!
যত চায়, তত পায়, তবু ইচ্ছা করে,
হায় রে দুরাশা! তোর পেট নাহি ভরে!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"অর্থো" "ব্যোম" তথা "নিত্যং" "ব্রহ্মা" "ভোগে" "শশিন্য"পি।
"শশী" "নিঃস্ব"শ্চ বিজ্ঞেয়"মষ্টরত্নং" সুখাস্পাদম্॥

"অর্থ" "ব্যোম" "নিত্য" "ব্রহ্মা" "ভোগ" "শশী" "শশী"
"নিঃস্ব"—"অষ্টরত্ন" সুখ-প্রদ দিবানিশি!

নবরত্নম্।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রশ্ন :—

কো বশ্যঃ কেন, কঃ কষ্টী, ভূষণং কিং, নৃপে গুণাঃ।
হতং, বিড়ম্বিতং, কিঞ্চ বলং, হাস্যং, নৃপো হি কঃ॥

কিসে কেবা বশীভূত রহে অবিরাম?
ভিন্ন ভিন্ন দুষ্কৃতির কিসে পরিণাম?
কিসে কার হয় অতি রম্য অলঙ্কার?
কি কি মহাগুণ থাকা উচিত রাজার?
কোন্ দোষে কোন্ গুণ নষ্ট হ'য়ে যায়?
কি কি মহা বিড়ম্বন রহে বা ধরায়?

কিসে বা কাহার বল রহে অনুক্ষণ?
পৃথিবীতে হাস্যাস্পদ কোন্ কোন্ জন?
কিরূপ নৃপতি সুখী চিরদিন ধরি?
ক্রমশঃ উত্তর দাও বিশেষ বিচারি!

নবরত্নের মধ্যে এক এক রত্নের ক্রমশঃ উত্তর :—

(১)

এই পৃথিবীতে কাহাকে কি উপায়ে বশীভূত রাখিতে পারা যায়, কবি এই শ্লোকে তাহাই কহিতেছেন :—

মিত্রং স্বচ্ছতয়া রিপুং নয়বলৈর্লুব্ধং ধনৈরীশ্বরং
কার্য্যেণ দ্বিজমাদরেণ যুবতিং প্রেম্ণা শমৈর্বান্ধবান্।
অত্যুগ্রং স্তুতিভির্গুরুং প্রণতিভির্মূর্খং কথাভির্বুধং
বিদ্যাভী রসিকং রসেন সকলং শীলেন কুর্য্যাদ্ বশম্ ॥

মিত্রকে করিবে বশ সাধু আচরিয়া,
শত্রুকে করিবে বশ নীতি-বল দিয়া,
লোভীকে করিবে বশ ধন-বিতরণে,
প্রভুকে করিবে বশ কার্য্য-সমাপনে,
সম্মানে করিবে বশ যতেক ব্রাহ্মণ,
প্রণয়ে করিবে বশ যুব-নারী-জন,
মনের সংযমে রে'খো বশে বন্ধু-গণে,
স্তব করি বশে রে'খো অতি ক্রুদ্ধ জনে,
গুরুকে রাখিবে বশে সদা নত হ'য়ে,
মূর্খকে রাখিবে বশে মিষ্ট কথা ক'য়ে,
পণ্ডিতেরে রে'খো বশে শাস্ত্র-আলাপনে,
রসিকেরে রে'খো বশে রসের কথনে,
অন্য সবে বশে রে'খো করি শিষ্টাচার,
তা হ'লে সবাই বশে থাকিবে তোমার!

(২)

এ সংসারে কিরূপ লোকের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

অর্থী লাঘবমুচ্ছ্রিতো নিপতনং কামাতুরো লাঞ্ছনং
লুব্ধোঽকীর্ত্তিমসঙ্গরঃ পরিভবং দুষ্টোঽন্যদোষে রতিম্।
নিঃস্বো বঞ্চনমুন্মনা বিকলতাং দোষাকুলঃ সংশয়ং
দুর্বাগপ্রিয়তাং দুরোদরবশঃ প্রাপ্নোতি কষ্টং মুহুঃ॥

প্রার্থনা করিলে লোক লঘু হ'য়ে রয়;
অতি বাড় বাড়িলেই পড়িবে নিশ্চয়;
লম্পট হইলে লোক, লাঞ্ছনা তাহার;
দুর্নাম রটিবে তার, লোভ রহে যার;
যুদ্ধ নাহি জানে যেই, তার পরাজয়;
দেখিলে পরের দোষ, দুষ্ট সুখী রয়;
বঞ্চনা তাহার নিত্য, অর্থ নাই যার;
অস্থির যাহার চিত্ত, বৈকল্য তাহার;
দোষ করিলেই, মনে সদাই সন্দেহ;
দুর্ব্বাক্য কহিলে, নাহি ভালবাসে কেহ;
পাশা খেলা ল'য়ে যেই মত্ত অনুক্ষণ,
অনন্ত দুঃখের ভাগী হয় সেই জন!

(৩)

কোন্ বস্তু কাহার অলঙ্কার-স্বরূপ, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

'নীতির্ভূমিভুজাং নতির্গুণবতাং হ্রীরঙ্গনানাং রতি-
র্দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্য কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাম্।
লাবণ্যং বপুষঃ শ্রুতং সুমনসঃ শান্তির্দ্বিজস্য ক্ষমা
শক্তস্য দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং সত্যং সতাং মণ্ডনম্॥

রাজা শোভা পায়, যদি থাকে তার নীতি;
গুণী জন শোভা পায় থাকিলে বিনতি;
নারী শোভা পায়, যদি থাকে লজ্জা-ভয়;
স্ত্রী-পুরুষ শোভা পায়, প্রেম যদি রয়;
গৃহ শোভা পায়, যদি শিশু থাকে তায়;
কবিতা লিখিলে, তবে বুদ্ধি শোভা পায়;
বাক্য যদি মিষ্ট হয়, তবে শোভা করে;
কান্তি যদি থাকে, তবে দেহ শোভা ধরে;
শাস্ত্র-জ্ঞানে শোভে সদা পণ্ডিতের মন;
শান্তি-গুণ থাকিলেই শোভে দ্বিজ-গণ;
শক্ত শোভা পায়, যদি ক্ষমা রহে তার;
সে গৃহস্থ শোভা পায়, অর্থ রহে যার;
সাধু শোভে, যদি সত্য থাকে নিরন্তর;
যার যাহা, তার তাহা হ'লে মনোহর!

(৪)

কোন্ কোন্ কার্য্যে লক্ষ্য রাখা রাজার কর্ত্তব্য, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে:—

ধর্ম্মঃ প্রাগেব চিন্ত্যঃ সচিবগতিমতী ভাবনীয়ে সদৈব
জ্ঞেয়া লোকানুবৃত্তির্বরচরনয়নৈর্মণ্ডলং বীক্ষণীয়ম্।
প্রচ্ছাদ্যৌ রাগরোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ যোজনীয়ৌ চ কালে
স্বাত্মা যত্নেন রক্ষ্যো রণশিরসি পুনঃ সোঽপি নাপেক্ষণীয়ঃ॥

প্রথমতঃ ধর্ম্ম-চিন্তা নিশ্চয় করিবে,
অমাত্যের মতি গতি সদাই বুঝিবে,
বুঝিয়া দেখিবে অন্য লোকের প্রকৃতি,
দেখিবে চরের চক্ষে রাজ্য-রীতি-নীতি,

কিবা ক্রোধ, কিবা স্নেহ, রাখিবে চাপিয়া,
মৃদু বা কঠিন হবে সময় বুঝিয়া,
যতনে রক্ষিবে সদা নিজের জীবন,
কিন্তু যুদ্ধে তার মায়া না রে'খো কখন!

(৫)

কোন্ কোন্ দোষে কোন্ কোন্ গুণ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

কার্পণ্যেন যশঃ ক্রুধা গুণচয়ো দম্ভেন সত্যং ক্ষুধা
মর্য্যাদা ব্যসনৈর্ধনঞ্চ বিপদা স্থৈর্য্যং প্রমাদৈর্দ্বিজঃ।
পৈশুন্যেন কুলং মদেন বিনয়ো দুশ্চেষ্টয়া পৌরুষং
দারিদ্র্যেণ জনাদরো মমতয়া চাত্মপ্রকাশো হতঃ॥

কৃপণ হইলে লোক যশ নাহি রয়,
ক্রোধ হ'লে নষ্ট হয় গুণ সমুদয়,
সত্য কথা নাহি তার দম্ভ রহে যার,
পেটের জ্বালায় কোথা মান থাকে কার?
কাম-পানাদির দোষে হয় ধন-ক্ষয়,
বিপদ্ আসিলে কারো ধৈর্য্য নাহি রয়,
প্রমাদ ঘটিলে নষ্ট হয় দ্বিজ-গণ,
বংশ নষ্ট হয়, যদি থাকে খল জন,
বিনয় বিনষ্ট হয় মত্ততা রাখিলে,
পৌরুষ বিনষ্ট হয় দুশ্চেষ্টা থাকিলে,
দারিদ্র্য থাকিলে হয় আদর-বিনাশ,
মমতায় নষ্ট হয় আত্মার বিকাশ!

(৬)

এ সংসারে কি কি বিষম বিড়ম্বনা, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

মূর্খোঽশান্তস্তপস্বী ক্ষিতিপতিরলসো মৎসরো ধর্ম্মশীলো
দুঃস্থো মানী গৃহস্থঃ প্রভুরতিকৃপণঃ শাস্ত্রবিদ্ ধর্ম্মহীনঃ।
আজ্ঞাহীনো নরেন্দ্রঃ শুচিরপি সততং যঃ পরান্নোপভোজী
বৃদ্ধো রোগী দরিদ্রঃ স চ যুবতিপতির্ধিগ্ বিড়ম্বপ্রকারান্॥

সন্ন্যাসী অশান্ত, তায় গণ্ডমূর্খ অতি;
রাজা বটে, কিন্তু নাহি রাজ-কার্য্যে রতি;
ধার্ম্মিক হইয়া দম্ভে দেখিতে না পান;
দরিদ্র গৃহস্থ, কিন্তু তবু চায় মান;
প্রভুও বটেন, কিন্তু পরম কৃপণ;
শাস্ত্রজ্ঞ বটেন, কিন্তু ধর্ম্মে নাহি মন;
আজ্ঞা নাহি দিতে পারে, যদিও নৃপতি;
শুচি, কিন্তু পর-অন্ন বিনা নাই গতি;
একে দুঃখী, তায় রোগী, তায় বৃদ্ধ অতি,
ভার্য্যাটি তাহার কিন্তু নবীনা যুবতী;
যার যাহা নাহি সাজে, থাকে যদি তার,
তার চে'য়ে বিড়ম্বনা কিবা আছে আর?

(৭)

কাহার কি প্রধান বল, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

স্ত্রীণাং যৌবনমর্থিনামনুগমো রাজ্ঞাং প্রতাপঃ সতাং
সত্যং স্বল্পধনস্য সঞ্চিতিরসদ্বৃত্তস্য বাগ্ডম্বরঃ।
স্বাচারস্য মনোদমঃ পরিণতের্বিদ্যা কুলস্যৈকতা
প্রজ্ঞায়া ধনমুন্নতেরত্রিনতিঃ শান্তের্বিবেকো বলম্॥

নারীর পরম বল থাকিলে যৌবন,
ভিক্ষুর পরম বল পশ্চাদ্ গমন,
রাজার পরম বল প্রতাপ দুর্জ্জয়,
সাধুর পরম বল সত্য যদি রয়,

সঞ্চিত হইলে অর্থ, দরিদ্রের বল,
দুষ্টের বাক্যের ছটা পরম মঙ্গল,
শিষ্টের পরম বল মনের দমন,
প্রাচীনের মহাবল এক বিদ্যা-ধন,
বংশের পরম বল ঐক্য যদি রয়,
বুদ্ধির পরম বল ধন যদি হয়,
উন্নতির মহাবল থাকিলে বিনতি,
শান্তির পরম বল বিবেক-শকতি!

(৮)

পৃথিবীতে কোন্ কোন্ ব্যক্তি হাস্যাস্পদ, কবি এই শ্লোকে তাহাই নিরূপণ করিতেছেন :—

বিদ্বান্ সংসদি পাক্ষিকঃ পরবশো মানী দরিদ্রো গৃহী
বিত্তাঢ্যঃ কৃপণো যতির্বসুমনা বৃদ্ধো ন তীর্থাশ্রিতঃ।
রাজা দুঃসচিবপ্রিয়ঃ সুকুলজো মূর্খঃ পুমান্ স্ত্রীজিতো
বেদান্তী হতসৎক্রিয়ঃ কিমপরং হাস্যাস্পদং ভূতলে ॥

পক্ষ-পাত করে বসি সভায় বিদ্বান্;
পরাধীন বটে, কিন্তু সদা চায় মান;
গৃহী বটে কিন্তু নাহি কিছুমাত্র ধন;
বহু ধন আছে, কিন্তু বড়ই কৃপণ;
সন্ন্যাসী বটেন, কিন্তু ধনে রয় মন;
বৃদ্ধ বটে, কিন্তু তীর্থে না করে গমন;
রাজা বটে, কিন্তু থাকে দুষ্ট মন্ত্রী ল'য়ে;
বড় বংশে জন্ম, কিন্তু আছে মূর্খ হ'য়ে;
নর বটে, কিন্তু তারে হারায়েছে নারী;
বেদ-শাস্ত্র পড়ে, কিন্তু কার্য্য নাই তারি;
এই সব বিড়ম্বনা থাকিলে সংসারে,
তা হ'তে হাসির কথা কি থাকিতে পারে!

(৯)

উত্তম রাজা হইতে হইলে, উত্তম মালাকারের সমস্ত গুণই তাঁহার থাকা কর্ত্তব্য। এই সব গুণ কি, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

উৎখাতান্ প্রতিরোপয়ন্ কুসুমিতান্ চিন্বন্ লঘূন্ বর্দ্ধয়ন্
প্রোত্তুঙ্গান্ নময়ন্ নতান্ সমুদয়ন্ বিশ্লেষয়ন্ সংহতান্।
তীব্রান্ কণ্টকিতান্ বহির্নিরসয়ন্ ম্লানান্ পুনঃ সেচয়ন্
মালাকার ইব প্রয়োগনিপুণো রাজা চিরং নন্দতি ॥

উৎখাত দেখিয়া পুনঃ করিয়া রোপণ,
পুষ্পিত দেখিয়া পুনঃ করিয়া চয়ন,
বল-শূন্য শিশুগুলি বর্দ্ধন করিয়া,
অত্যুন্নত দেখিলেই নত ক'রে দিয়া,
অবনত দেখি পুনঃ করিয়া উন্নত,
সংহত দেখিয়া পুনঃ করিয়া বিযুত,
তীক্ষ্ণ কণ্টকিত দেখি দূর ক'রে দিয়া,
ম্লান দেখি পুনঃ তাহা সেচন করিয়া,
প্রয়োগে পরম পটু মালাকার মত,
থাকেন মনের সুখে রাজা অবিরত!

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের প্রত্যুত্তর :—

"মিত্র" "মর্থী" তথা "নীতি" "র্ধর্ম্ম" "কার্পণ্য" "মূর্খকাঃ"।
"স্ত্রীণাং" "বিদ্বান্" ত"থোৎখাতান্" "নবরত্নং" নৃদুর্লভম্ ॥

"মিত্র" "অর্থী" "নীতি" "ধর্ম্ম" "কার্পণ্য" "মূর্খক"
"স্ত্রী" "বিদ্বান্" "উৎখাত,"—নব-কবিতা-বাচক।
নবরত্ন-কৃত ইহা, সুদুর্লভ ধন,
"নবরত্ন" নামে খ্যাত হোগ্ সর্ব্বক্ষণ!

ভাবরত্নম্

(বিকটনিতম্বা-বিরচিতম্)

(১)

কবি সমগ্র মানব-মণ্ডলীকে "উত্তম," "মধ্যম" ও "অধম" এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, "উত্তম"কে কাঁটাল গাছের, "মধ্যম"কে আম গাছের ও "অধম"কে কুঁদ-ফুলের গাছের সহিত তুলনা করিয়াছেন। যাঁহারা কথা না দিয়া একবারেই কার্য্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই "উত্তম" লোক। যাঁহারা কথা দিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করেন, তাঁহারাই "মধ্যম" লোক। যাহারা কথা দেয়, কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করে না, তাহারাই "অধম" লোক। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

পনসচূতকুন্দাভা উত্তমমধ্যমাধমাঃ।
ফলং পুষ্পং ফলং পুষ্পং কর্ম্ম বাক্ কর্ম্ম বাগপি ॥ (১)

উত্তম মধ্যম আর অধম যে জন
কাঁটাল রসাল কুন্দ বৃক্ষের মতন।
কাঁটাল রসাল কুন্দ, এ তিন যেমন
ফল, পুষ্প ফল, পুষ্প করে বিতরণ,
উত্তম মধ্যম আর অধম তেমন
কার্য্যে, বাক্যে কার্য্যে, বাক্যে করে সমাপন!

---

(১) ব্যাখ্যা। কাঁটাল গাছ ফুল না দিয়া একবারেই ফল দিয়া থাকে; "উত্তম" ব্যক্তিও কথা না দিয়া একবারেই কার্য্য করিয়া থাকেন; এজন্য "উত্তম" ব্যক্তি কাঁটাল গাছের মত। আম গাছ ফুল দিয়া তৎপরে ফল দিয়া থাকে; "মধ্যম" ব্যক্তিও কথা দিয়া তৎপরে তাহা কার্য্যে পরিণত করেন; এজন্য "মধ্যম" ব্যক্তি আম গাছের মত। কুঁদ ফুলের গাছ ফুল দিয়াই ক্ষান্ত হয়, ফল দেয় না; "অধম" ব্যক্তিও কথা দেয়, কিন্তু তদনুরূপ কার্য্য করে না; এজন্য "অধম" ব্যক্তি কুঁদ ফুলের গাছের মত।

(২)

মৃত্যু, মূর্খ-কবি, খল-ব্যক্তি, কু-নৃপতি ও চোর, এই পাঁচ জনের একরূপতা নিম্নবর্ত্তী শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

বর্ণস্থং গুরুলাঘবং ন গণয়ত্যাশঙ্কতে ন ক্বচিৎ
রূপং নৈব পরীক্ষতে ন পুরুষং বৃত্তেষু বার্ত্তা কুতঃ ।.
কষ্টং নাঽযশসো বিভেতি মহতো নৈবাপশব্দান্তরাৎ
মৃত্যুর্মূর্খকবিঃ খলঃ কুনৃপতিশ্চৌরশ্চ তুল্যক্রিয়াঃ ॥

কিবা গুরু, কিবা লঘু, না করে বিচার,
অণুমাত্র শঙ্কা নাহি হয় একবার ;
রূপ বৃত্ত পুরুষ পরীক্ষা নাহি করে,
আপন অভীষ্ট পথে অবাধে বিচরে ;
অপযশে নাহি হয় কষ্টের সঞ্চার,
অপশব্দে ক্ষুব্ধ নহে অন্তর তাহার ;—
মৃত্যু, মূর্খ-কবি, খল, কু-নৃপ, তস্কর
এ সবার একরূপ কার্য্য নিরন্তর !

(৩)

এ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কে, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

লোকেষু নির্ধনো দুঃখী ঋণী দুঃখী ততোঽধিকম্ ।
তাভ্যাং রোগযুতো দুঃখী তেভ্যো দুঃখী কুভার্য্যকঃ ॥

ত্রিভুবনে সেই দুঃখী যে জন নির্ধন,
তা হ'তে অধিক দুঃখী ঋণী যেই জন।
সে দু-জন হ'তে দুঃখী রোগ যারে ধরে,
সব হ'তে দুঃখী, যার দুষ্টা নারী ঘরে !

(৪)

দুইটী গৃহিণী লইয়া ঘর করিলে পুরুষের কিরূপ দুর্গতি হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে সর্প ও বিড়ালের মধ্যগত ইন্দুরের উদাহরণ দিয়া কহিতেছেন :—

বিলাদ্বহির্বিলস্যান্তঃস্থিতমার্জারসর্পয়োঃ।
মধ্যে চাখুরিবাভাতি পত্নীদ্বয়যুতো নরঃ॥

থাকিলে বিড়াল এক গর্ত্তের বাহিরে,
থাকে যদি সর্প এক গর্ত্তের ভিতরে,
তাহাদের মধ্যে এক ইন্দুর থাকিলে
যেরূপ দুর্গতি তার হয় সেই কালে,
সেরূপ দুর্গতি সেই পুরুষের হয়,
দুইটী গৃহিণী যায় নিত্য ঘরে রয়!

(৫-৬)

যে সকল স্ত্রৈণ পুরুষ স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া গৃহে বসিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রতি তীব্র কটাক্ষ-পাত করিয়া কবি কহিতেছেন :—

আলোকী গুপ্তজল্পী চ বন্দী ক্ষিতিবিদারকঃ।
গ্রামনিন্দী সভাকারী প্রবাসী বিত্তবঞ্চকঃ॥
ধর্ম্মদ্বেষ্যুপবাসী চ স্বয়ং পক্বাত্মঘাতকঃ।
এতানি মাসচিহ্নানি স্ত্রৈণানাং হি প্রচক্ষতে॥

শুধু সেই মুখখানি দেখিছে সতত,
কাণে কাণে ফুস্-ফাস্ করে অবিরত,
বন্দি-ভাবে যোড়হাতে সদাই দাঁড়ায়,
কথায় কথায় যেন মেদিনী ফাটায়,
গ্রামে লোক নাই বলি কত নিন্দা করে,
লোক ডে'কে সভা করে বাড়ীর ভিতরে,

আছে আছে ব'লে উঠে যাব দেশ ছেড়ে,
টাকা কড়ি দেছে যাহা ল'তে যায় কেড়ে,
শুধু বলে পৃথিবীতে ধর্ম্ম নাই আর,
অনাহারে কতদিন কেটে যায় তার,
কখনও স্বয়ং অন্ন পাক করি খায়,
আত্মঘাতী হ'তে যায় কথায় কথায়,
হায় রে সংসারে স্ত্রৈণ হয় যেই জন,
থাকিবে তাহার এই বারটী লক্ষণ!

(৭)

নব-বিবাহিতা বালিকা, পতিকে দেখিয়া যাহা যাহা করে, ধনবান্ ব্যক্তিও ভিক্ষুককে দেখিয়া ঠিক সেইরূপ কার্য্যই করিয়া থাকেন। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

আনম্রাননমাগতে বিতনুতে নো ভাষতে ভাষিতে
স্থানাৎ গন্তুমপীহতে ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং ক্বচিৎ।
রুদ্ধে বর্ত্মনি বক্তি নিষ্ঠুরতরং গুপ্তাক্ষরং জল্পতি
ভিক্ষুং বীক্ষ্য ধনী ধবং নববধূর্যদ্বৎ সদা চেষ্টতে॥

মুখখানি নীচু করে সম্মুখে পড়িলে,
কথা কহিলেও কোন কথা নাহি বলে।
বিধিমতে চেষ্টা করে সরিয়া পড়িতে,
দুটা মিষ্ট কথা বলি না চায় তুষিতে।
পথ রোধ করিলেই কটু কথা কয়,
বিড়্ বিড়্ শব্দ কত করে সে সময়।
নব-বধূ করে যাহা পতি-দরশনে,
ভিক্ষুকে দেখিয়া তাহা করে ধনী জনে!

(৮)

এই ঘোর কলি-কালে স্বামীর প্রতি গৃহিণীর আধিপত্য কিরূপ, তাহাই *কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

ভাষন্তে বনিতাঃ কলৌ প্রতি কুলং ভর্ত্তুঃ সমং সর্ব্বদা
তাসাং যৎ পতিদেবতেতি কথনং ষষ্ঠীসমাসে কৃতম্ ।
লজ্জাধর্ম্মভয়ং ন তাসু কতিচিৎ স্বেচ্ছানুকার্য্যে রতা
নাসাবদ্ধগবানিব স্বকপতীন্ সঞ্চারয়ন্তি ধ্রুবম্ ॥

এই ঘোর কলি-কালে নারী সমুদয়
পতির বিরুদ্ধ হ'য়ে প্রায় কথা কয়।
তাহাদের রহে "পতি-দেবতা" যে নাম,
ষষ্ঠী-সমাসেই তাহা জে'নো অবিরাম ;
পতি-গণ নারীদের দেবতা,—কে বলে ?
নারী-গণ পতিদেরি দেবতা ভূতলে !
কলিতে নারীর নাই লজ্জা-ধর্ম্ম-ভয়,
ইচ্ছামত কার্য্য করে সকল সময় !
নাকে দড়ি দিয়া ঠিক ষাঁড়ের মতন
পতি-গণে ঘুরাইয়া মারে নারী-গণ !

(৯)

কি শত্রু, কি মিত্র উভয়েই পরম দুঃখদায়ক। তবে শত্রুকে ত্যাগ করিয়া মিত্র-লাভের জন্য লোকে এত ব্যস্ত হয় কেন ! ইহাই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয় :—

শত্রুর্দহতি সংযোগে বিয়োগে মিত্রমপ্যহো ।
উভয়োর্দুঃখদায়িত্বং কো ভেদঃ শত্রুমিত্রয়োঃ ॥

শত্রুর মিলনে মনে অতি কষ্ট হয়,
বন্ধুর বিচ্ছেদে হয় কষ্ট অতিশয়।

উভয়েই বহু কষ্ট যদি দেয় মনে,
শত্রু-মিত্রে কিবা ভেদ তবে এ ভুবনে !

(১০)

ভিন্ন ভিন্ন জীব এক বস্তুকেই ভিন্ন ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকে। রমণীর দৃষ্টান্ত দিয়া কবি ইহা সপ্রমাণ করিতেছেন :—

এক এব পদার্থস্তু ত্রিধা ভবতি বীক্ষিতঃ।
কুণপঃ কামিনী মাংসং যোগিভিঃ কামিভিঃ শ্বভিঃ ॥

স্ত্রীলোক বিচিত্র বস্তু নিশ্চয় সংসারে,
ভিন্ন-ভাবে ভিন্ন জীব চক্ষে হে'রে তারে।
যোগি-গণ হে'রে তারে মড়ার মতন,
কামিনী ভাবিয়া তারে হে'রে কামি-গণ !
মাংস-পিণ্ড হে'রে তারে কুক্কুর সকল,
কি আশ্চর্য্য,—ভিন্ন চক্ষে ভিন্ন দৃষ্টি-ফল !

(১১)

বেশ্যার মত লক্ষ্মীরও কুটিল ব্যবহার দেখিয়া কবি মনের দুঃখে কহিতেছেন :—

তীক্ষ্ণাদুদ্বিজতে মৃদৌ পরিভবত্রাসান্ন সন্তিষ্ঠতে
মূর্খান্ দ্বেষ্টি ন গচ্ছতি প্রণয়িতামত্যন্তবিদ্বৎস্বপি।
শূরেভ্যোঽপ্যধিকং বিভেত্যুপহসত্যেকান্তভীরূনপি
শ্রীর্লব্ধপ্রসরেব বেশবনিতা দুঃখোপচর্য্যা ভৃশম্ ॥

যে বেশ্যার বাড়িয়াছে বড়ই পসার,
লক্ষ্মীয়ো তাহার মত দেখি ব্যবহার,—
যাহার মেজাজ্ কড়া, তারে ভয় পায়,
মেজাজ্ নরম যার, তারেও না চায়।

মূর্খের উপরি তার ঘৃণা অহর্নিশ,
পরম পণ্ডিত তার দু-চক্ষের বিষ।
বীর দেখিলেই ভয়ে উঠিবে কাঁপিয়া,
ভীরু দেখিলেই হে'সে দিবে উড়াইয়া।
কিবা বেশ্যা, কিবা লক্ষ্মী,—কাহারো কথন
হাতে পায়ে ধরিলেও নাহি পাবে মন!

(১২)

কোনও এক বিরহী পুরুষ স্বীয় নায়িকার মুক্তাহার দেখিয়া তাহার প্রতি আক্ষেপ করিয়া কহিতেছে ঃ—

সূচীমুখেন সকৃদেব কৃতব্রণস্ত্বং
মুক্তাকলাপ লুঠসি স্তনয়োঃ প্রিয়ায়াঃ।
বাণৈঃ স্মরস্য শতশো বিনিকৃত্তমর্ম্মা
স্বপ্নেঽপি তাং কথমহং ন বিলোকয়ামি॥

ধন্য ধন্য ধন্য তুমি, ওহে মুক্তাহার!
সৌভাগ্যের কথা তব কি কহিব আর;—
একবার-মাত্র সূচি বিদ্ধ হইয়াই
প্রিয়ার স্তনেতে পড়ি আছ সর্ব্বদাই।
পরম দুর্ভাগ্য আমি এই ত্রিভুবনে,
শতবার বিদ্ধ হ'য়ে মদনের বাণে
শতখণ্ড হইয়াছে এদেহ এখন,
স্বপনেও তবু তার না পাই দর্শন!

(১৩)

যে সকল মহাপুরুষ মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতিকে ত্যাগ করিয়া আজীবন শ্বশুরালয়েই দিনপাত করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষ-পাত করিয়া এই স্ত্রী-কবি লিখিয়াছেন ঃ—

শ্বশুরগৃহনিবাসঃ স্বর্গবাসো ধরায়াং
যদি নিবসতি কশ্চিৎ পঞ্চষড়্ বাসরাণি।
তদধিকমপি তিষ্ঠেৎ দুগ্ধলুব্ধো বিড়াল-
স্তদধিকমপি তিষ্ঠেৎ পাদুকাপুণ্যঘাতঃ ॥

পাঁচ ছয় দিন মাত্র শ্বশুরের ঘরে
যে পুরুষ রয়, তার স্বর্গ এ সংসারে!
তারো বেশী দিন যদি করে অবস্থিতি,
দুগ্ধ-লুব্ধ বিড়ালের মতন দুর্গতি!
তারো বেশী থাকে যদি সেই স্ত্রী-লম্পট,
তার ভাগ্যে রহে শেষে পুণ্য পটাপট্!

(১৪)

কোনও এক বিরহিণী নায়িকা নায়কের নিকট স্বীয় দূতীকে দৌত্য-কর্ম্মে পাঠাইয়াছিলেন। দূতী ফিরিয়া আসিলে নায়িকা তাহার অবস্থান্তর দেখিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতেছেন এবং দূতীও তাহার উত্তর দিতেছে। রাক্ষসী-রূপিণী নষ্ট-চরিত্রা রমণীর বুদ্ধি কিরূপ তীক্ষ্ণ, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে :—

স্বিন্নং কেন মুখং দিবাকরকরৈস্তে রাগিণী লোচনে
রোষাৎ তদ্বচনোত্থিতাৎ বিলুলিতা নীলালকা বায়ুনা।
ভ্রষ্টং কুঙ্কুমমুত্তরীয়কষণাৎ ক্লান্তাঽসি গত্যাগতৈ-
র্যুক্তং তৎ সকলং ক্ষতং কিমধরে দুষ্টৈর্ম্মশৈর্দংশনাৎ ॥

নায়িকা—ঝরিছে তোমার কেন ঘর্ম্ম-বিন্দু এত?
দূতী—প্রচণ্ড সূর্য্যের তাপে হ'য়েছি তাপিত।
নায়িকা—চক্ষু দুটী লাল-বর্ণ কেন দেখা যায়?
দূতী—রাগ হ'য়েছিল বড় তাহারি কথায়।
নায়িকা—আলুলিত কেন চূর্ণ-কুন্তল তোমার?
দূতী—বায়ু-ভরে এইরূপ অবস্থা আমার।

নায়িকা—নষ্ট হ'লো কিরূপে বা কুঙ্কুম-লেপন ?
দূতী—ইহার কারণ গাত্র-বস্ত্রের ঘর্ষণ।
নায়িকা—ক্লান্ত হ'য়ে পড়িয়াছ কিসের কারণ ?
দূতী—যাতায়াতে হইয়াছে কষ্ট অগণন।
নায়িকা—সকলি বুঝিনু,—ক্ষত কেন বা অধর ?
দূতী—মশার কামড় সখি! বড় ভয়ঙ্কর !

দুর্জ্জনাষ্টকম্

(নিবিড়নিতম্বা-বিরচিতম্)

(১)

সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিতে হইলে মঙ্গলাচরণ করিতে হয় ; এবং এই মঙ্গলাচরণে আশীর্ব্বাদ, নমস্কার অথবা বস্তু-নির্দ্দেশ করিবারই বিধান আছে। এই স্ত্রী-কবি কোনও দেব-দেবীর চরণে নমস্কার না করিয়া দুর্জনের ভয়ে ভীত হইয়া তাহা-কেই নমস্কার করিতেছেন :—

দুর্জ্জনং প্রথমং বন্দে সুজনং তদনন্তরম্।
মুখপ্রক্ষালনাৎ পূর্ব্বং গুপ্তপ্রক্ষালনং যথা॥

অগ্রেই বন্দনা করি দুর্জ্জন-চরণ,
পরে সুজনের পদ করিব বন্দন।
তাহার প্রমাণ দেখ,—লোকে শৌচে গিয়া
আগে ধোয় গুপ্ত-দেশ, মুখ না ধুইয়া !

(২)

তক্ষক, বৃশ্চিক ও মক্ষিকার বিষ বিশেষ কষ্ট-দায়ক হইলেও তাহা এই সব জন্তুর এক এক অঙ্গেই বিদ্যমান আছে। কিন্তু দুর্জ্জনের বিষ এই সব জন্তুর বিষ হইতেও তীব্রতর, এবং তাহা দুর্জ্জনের সর্ব্বাঙ্গে ব্যাপিয়া থাকে ! ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

তক্ষকস্য বিষং দন্তো মক্ষিকায়া বিষং শিরঃ।
বৃশ্চিকস্য বিষং পুচ্ছং সর্ব্বাঙ্গং দুর্জ্জনে বিষম্॥

মক্ষিকার শিরে বিষ, তক্ষকের দাঁতে,
বৃশ্চিকের পুচ্ছে বিষ, দুঃখ নাই তাতে।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, দুষ্ট যেই জন
তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিষ রহে অনুক্ষণ!

(৩)

শত শত উপায় অবলম্বন করিলেও দুর্জ্জনকে কখনই সুজন করা যাইতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয়:—

দুর্জ্জনঃ সুজনো ন স্যাদুপায়ানাং শতৈরপি।
অপানং মৃৎসহস্রেণ ধৌতং চাস্যং কথং ভবেৎ॥

করুক যতই চেষ্টা লোকে সর্ব্বক্ষণ,
তথাপি দুর্জ্জন কভু না হয় সুজন।
হাজার লাগাও মাটী মার্গে বিলেপিয়া
যে মার্গ সে মার্গ রয়,—মুখ না হইয়া!

(৪)

শ্লেষ্মা ও দুর্জ্জনের প্রকৃতি একরূপ; কারণ ইহাদের প্রত্যেকেই মিষ্ট-রসে বৃদ্ধি ও কটু-রসে হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে:—

অহো প্রকৃতিসাদৃশ্যং শ্লেষ্মণো দুর্জ্জনস্য চ।
মধুরৈঃ কোপমায়াতি কটুকেনৈব শাম্যতি॥

শ্লেষ্মা আর দুর্জ্জনের একই প্রকৃতি,
কি আশ্চর্য্য! তাহাদের না হয় বিকৃতি।
মিষ্ট রসে তাহাদের প্রকোপ-বর্দ্ধন,
কটু রসে কিন্তু হয় দর্প-নিবারণ!

(৫)

খল ও কণ্টক উভয়েই দুঃখ-দায়ক। এই দুঃখ-দূরীকরণের দুইটী উপায় আছে। এই দুইটী উপায় কি, তাহাই এই স্ত্রী-কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন :—

খলানাং কণ্টকানাঞ্চ দ্বিবিধৈব প্রতিক্রিয়া।
উপানন্মুখভঙ্গো বা দূরতো বাপি বর্জ্জনম্॥

খল আর কণ্টকের দুটী প্রতীকার,—
পাদুকায় মুখ-ভঙ্গ, দূরে পরিহার!

(৬)

কবি এই শ্লোকে ইন্দুরের সহিত দুর্জ্জনের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন :—

দুর্জ্জনঃ স্বপ্রকৃত্যৈব পরকার্য্যং বিলুম্পতি।
নোদরতৃপ্তিমায়াতি মূষিকো বস্ত্রভক্ষকঃ॥

যে জন দুর্জ্জন হয় সে জন না ভাল রয়
পরের অনিষ্টে সদা যায় তার মতি।
ক্ষয় করে বস্ত্র কে'টে কিন্তু নাহি দেয় পেটে
ইন্দুরের দেখ এই অপরূপ রীতি!

(৭)

কোমল-হৃদয় দানশীল ধনাঢ্য ব্যক্তির নিকটে খল-স্বভাব লোক থাকিলে প্রার্থি-জনের প্রার্থনা পূর্ণ হয় না। অগ্নি ও ধূমের উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন :—

প্রায়ঃ স্বভাবমলিনো মহতাং সমীপে
তিষ্ঠন্ খলঃ প্রকুরুতেঽর্থিজনোপঘাতম্।

শীতার্দ্দিতৈঃ সকললোকসুখাবহোঽপি
ধূমে স্থিতে ন হি সুখেন নিষেব্যতেঽগ্নিঃ ॥

মলিন স্বভাব যার, সেই খল জন
বড় মানুষের কাছে থাকি অনুক্ষণ,
খারাপ করিয়া দিয়া কাণ দুটী তাঁর
ভিক্ষুক জনের কত করে অপকার।
আগুন পোহাইয়া সুখ শীতের সময়,
কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যদি ধূম তথা রয়,
সে আগুন পোহাইয়া শীতার্ত্ত যেমন
কিছুমাত্র সুখ নাহি পাইবে তখন!

(৮)

যে ব্যক্তি সম্পদের সময় অহঙ্কারে মত্ত হইয়া পরের মনে বিশেষ কষ্ট দেয়, ঈশ্বর শীঘ্রই তাহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া তাহার অধঃপতন করিয়া দেন। কবি স্তনের সহিত এই বিষয়টীর সৌসাদৃশ্য দেখাইয়া কহিতেছেন :—

সমুন্নত্যাং সত্যাং য ইহ বসুমত্যাং জড়মতিঃ
পরেষাং পীড়ায়ৈ প্রভবতি বিধিস্তস্য কুরুতে।
মুখং ম্লানং কৃত্বা হ্যচিরদিবসে ভূরিপতনং
প্রমাণং নারীণাং কুচকলস এব প্রভবতি ॥

এ সংসারে যে দুর্ম্মতি উন্নতি-সময়
অপরের মনঃপীড়া দেয় অতিশয়,
মুখে কালী দিয়া হায় বিধাতা তখন
নিশ্চয় করিয়া দেন তাহার পতন।
যুবতীর পয়োধর প্রথমে উন্নত,
শেষে কাল মুখ ল'য়ে হয় নিপতিত!

সুজনাষ্টকম্

(নিবিড়নিতম্বা-বিরচিতম্)

(১)

যিনি স্বভাবতঃ সাধু, তাঁহার সাধুত্ব চিরদিনই একভাবে থাকে। কবি এই শ্লোকে ইহাই কৌশল-সহকারে কহিয়াছেন :—

গবাদীনাং পয়োঽন্যেদ্যুঃ সদ্যো বা জায়তে দধি।
ক্ষীরোদধেস্তু নাদ্যাপি মহতাং বিকৃতিঃ কুতঃ॥

আজ হোগ্, কা'ল হোগ্, যবে হোগ্ হায়,
ট'কিয়া গরুর দুধ দ'ই হ'য়ে যায়।
কত দুধ রহে দেখ ক্ষীরোদ-সাগরে,
ট'কিয়া না গেল তবু এতদিন পরে!
সংসারে যথার্থ সাধু হন্ যেই জন,
অন্যথা না হয় তাঁর স্বভাব কখন!

(২)

যাঁহারা স্বয়ং অশেষ কষ্ট সহ্য করিয়াও অপরের কষ্ট নিবারণ করেন, তাঁহারাই যথার্থ সুজন। সুজনের সহিত ব্যজনের (পাখার) তুলনা করিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন :—

সুজনং ব্যজনং মন্যে চারুবংশসমুদ্ভবম্।
আত্মানং হি পরিভ্রম্য পরতাপনিবারকম্॥

কিবা সাধু জন, আর কিবা পাখা খানি,
দু'য়েরি হ'য়েছে জন্ম বড় বংশে জানি!
প্রত্যেকেই ঘুরে ঘুরে তাপিত হইয়া
অপরের তাপ-রাশি দেয় বিনাশিয়া!

(৩)

সকল কবিই কহিয়া থাকেন যে, সাধুর হৃদয় নবনীতবৎ কোমল। কিন্তু এই স্ত্রী-কবি কহিতেছেন যে, ইহা নবনীত অপেক্ষাও অধিকতর কোমল! ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় :—

সজ্জনস্য হৃদয়ং নবনীতং
যদ্ বদন্তি কবয়স্তদলীকম্।
অন্যচিত্তবিলসৎপরিতাপাৎ
সজ্জনো দ্রবতি নো নবনীতম্॥

সাধুর কোমল মন ননীর মতন,
নিশ্চয় অলীক এই কবির বচন!
পর-মনস্তাপে গলে সাধুর হৃদয়,
সে তাপে কি নবনীত কভু দ্রব হয়?
তাই বলি তুল্য জ্ঞান কভু নহে ঠিক,
সাধুর কোমল মন ননীর অধিক!

(৪)

সাধু-সংসর্গ একটী অপূর্ব্ব প্রদীপ! সাধারণ প্রদীপের যে সকল দোষ থাকে, সাধু-সঙ্গ-প্রদীপের সে সব দোষ কিছুই নাই। ইহাই ফলিতার্থ :—

পাত্রং পবিত্রয়তি নৈব মলং প্রসূতে
স্নেহং ন সংহরতি নৈব গুণান্ ক্ষিণোতি।
দোষাবসানরুচিরশ্চলতাং ন ধত্তে
সৎসঙ্গমঃ সুকৃতসদ্মনি কোঽপি দীপঃ॥

যে পাত্রে থাকিবে, তাহা সুপবিত্র করে,
কারেও মলিন নাহি করে এ সংসারে;
নাহি করে কিছুমাত্র স্নেহের বাতায়,
ক্ষয় না করিতে দেয় গুণ সমুদয়;

দোষাবসানেও হয় পরম রুচির,
কিছুতেই নাহি হয় কদাপি অস্থির,
সাধু-সঙ্গ-প্রদীপের তুল্য নাহি মিলে,
পুণ্যবান্ হ'লে লোকে তারি গৃহে জ্বলে।

(৫)

মহান্ লোকই মহত্তর লোকের অভীষ্ট-সাধনে সমর্থ হন। নীচ লোকের এরূপ শক্তি নাই যে, তাঁহার অভীষ্ট-সাধন করিতে পারে। মেঘ ও নদীর উদাহরণ দিয়াই কবি এই কথাটী সপ্রমাণ করিতেছেন :—

তুঙ্গাত্মনাং তুঙ্গতরাঃ সমর্থা
মনোরুজং ধ্বংসয়িতুং ন নীচাঃ।
ধারাধরা এব ধরাধরাণাং
নিদাঘতাপোপশমা ন নদ্যঃ॥

উচ্চ হ'তে উচ্চতর হন্ যেই জন,
তিনিই তাঁহার দুঃখ করেন মোচন।
কিন্তু যত নীচ লোক রহে এ সংসারে,
তাঁহার মনের দুঃখ নাশিতে না পারে।
গ্রীষ্ম-কালে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়া
পর্ব্বতের দেহ যবে দেয় পুড়াইয়া,
তখন উপর হ'তে ঢে'লে দিয়া জল
মেঘ তাহা ক'রে দেয় পরম শীতল।
নিম্ন-দেশে রহে কত নদী অনিবার,
কিন্তু তাহে পর্ব্বতের কিবা উপকার?

(৬)

সঙ্গ-গুণে বা সঙ্গ-দোষে মানুষ সাধু বা অসাধু হয় না,—স্বভাব-গুণ বা স্বভাব-দোষেই সাধু বা অসাধু হইয়া থাকে। সংসর্গ অপেক্ষা স্বভাবই বলবত্তর ; ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

অসাধুঃ সাধুর্বা ভবতি খলু জাত্যৈব পুরুষো
ন সঙ্গাৎ দৌর্জন্যং ন হি সুজনতা কস্যচিদপি।
প্ররূঢ়ে সংসর্গে মণিভুজগয়োর্জন্মজনিতে
মণির্নাহের্দোষান্ স্পৃশতি ন হি সর্পো মণিগুণান্॥

অসাধু অথবা সাধু মানুষ যে হয়,
স্বভাবই হেতু তার, সঙ্গ হেতু নয়।
জন্মাবধি থাকে মণি সর্পের মাথায়,
তথাপি তাহার দোষ কিছুতে না পায়!
সর্পও মণির সনে থাকে সর্ব্বক্ষণ,
তথাপি তাহার গুণ না করে গ্রহণ!

(৭)

সাধু জনের কি কি গুণ থাকে, তাহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়ঃ—

ধর্ম্মে তৎপরতা মুখে মধুরতা দানে সমুৎসাহিতা
মিত্রেঽবঞ্চকতা গুরৌ বিনয়িতা চিত্তেঽতিগম্ভীরতা।
আচারে শুচিতা গুণে রসিকতা শাস্ত্রেঽতিবিজ্ঞানিতা
রূপে সুন্দরতা হরৌ ভজনিতা সৎস্বেব সংদৃশ্যতে॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতেই রহেন তৎপর,
রাখেন মধুর বাক্য মুখে নিরন্তর,
দান করিবার হেতু ব্যস্ত অনুক্ষণ,
বন্ধু-জনে নাহি কভু করেন বঞ্চন,
গুরু-জন প্রতি সদা রহেন বিনত,
গাম্ভীর্য্য রাখেন নিজ চিত্তে অবিরত,
শাস্ত্র-মত শুদ্ধাচারে রত সর্ব্বক্ষণ,
বুঝিতে গুণীর গুণ দক্ষ বিলক্ষণ,

নানা শাস্ত্র-পাঠে রন্ অতিশয় জ্ঞানী,
ধারণ করিয়া রন্ রম্য মূর্ত্তিখানি,
হরির সেবায় রন্ বিশেষ নিপুণ,
সাধু হইলেই তাঁর এই সব গুণ!

(৮)

যে স্থানে সজ্জনের সমাগম হইবার কথা, সে স্থানেও দুর্জ্জনের সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব এই পৃথিবীতে সজ্জনের থাকিবার স্থান অতি বিরল। ইহাই এই শ্লোকে এই স্ত্রী-কবির আক্ষেপোক্তি :—

গেহং দুর্গতবন্ধুভির্গুরুগৃহং ছাত্রৈরহঙ্কারিভি-
র্হট্টং পত্তনবঞ্চকৈর্মুনিজনৈঃ শাপোন্মুখৈরাশ্রমান্।
সিংহাদ্যৈশ্চ বনং খলৈর্নৃপসভাং চৌরৈর্দিগন্তানপি
সংকীর্ণান্যবলোক্য সত্যসরলঃ সাধুঃ ক্ক বিশ্রাম্যতি॥

দরিদ্র আত্মীয় রয় আত্মীয়ের ঘরে,
গুরু-গৃহে অহঙ্কারী ছাত্র বাস করে!
বিলক্ষণ প্রতারণা চলিবে বলিয়া
দুষ্ট জন হাটে থাকে নগর ছাড়িয়া!
শত মুখে শাপ-দানে পটু মুনি-গণ
তপোবনে গিয়া করে আশ্রয় গ্রহণ!
সিংহাদি অরণ্যে বাস করে অবিরত,
রাজার সভায় থাকে খল শত শত!
কত শত চোর চুরি করিব বলিয়া
ঘুরিতেছে সদা দিগ্-দিগন্ত ব্যাপিয়া!
দুষ্টে পরিপূর্ণ পৃথিবীর সব ঠাঁই,
কোথায় বা রন্ সাধু, বুঝিয়া না পাই!

লক্ষ্মী-চরিত্রম্

(বিজ্জকা-বিরচিতম্)

(১)

সরস্বতী এই কবিতায় লক্ষ্মীকে পাপীয়সী, দুশ্চারিণী ও নীচ-গামিনী বলিয়া তিরস্কার করিতেছেন :—

হে লক্ষ্মি ক্ষণিকে স্বভাবচপলে মূঢ়ে চ পাপেঽধমে
ন ত্বং চোত্তমপাত্রমিচ্ছসি খলে প্রায়েণ দুশ্চারিণী।
যে দেবার্চ্চনসত্যশৌচনিরতা যে চাপি ধর্ম্মে রতা-
স্তেভ্যঃ কুপ্যসি নির্দয়ে গতমতির্নীচো জনো বল্লভঃ॥

শুন শুন ওলো লক্ষ্মি! শুন মোর বাণী,
বলিব তোমার কিছু গুণের কাহিনী,—
কারো বাড়ী নাহি তুমি থাক অনিবার,
পরম চঞ্চল সদা স্বভাব তোমার।
নির্ব্বোধ তোমার মত না দেখি কখন,
পাপ-কার্য্যে লিপ্ত তুমি থাক সর্ব্বক্ষণ।
নীচমনা তব সম কেবা আছে আর,
খলের সহিত তুমি কর ব্যভিচার।
যার দেহে মহাগুণ রহে অহর্নিশ,
সে জন তোমার দেখি দু-চক্ষের বিষ।
দেব-পূজা-রত সত্যবাদী শুচি জনে,
ধার্ম্মিকেও দে'খে তুমি ক্রুদ্ধ হও মনে।
তাহাতেই মন তব নির্দ্দয় যে জন,
অতি নীচ জন তব হৃদয়ের ধন!

(২)

লক্ষ্মী নিম্ন-লিখিত শ্লোকে আপনার দোষ-ক্ষালন করিয়া সরস্বতীকে কহিতেছেন :—

নাহং দুশ্চরিতা ন চাপি চপলা মূঢ়ো ন মে রোচতে
নো শূরো ন চ পণ্ডিতো ন চ শঠো হীনাক্ষরো নৈব চ।
পূর্ব্বস্মিন্ কৃতপুণ্যযোগবিভবো ভুঙ্‌ক্তে স মে সৎ ফলং
লোকানাং কিমসহ্যতা সখি পুনর্দৃষ্ট্বা তদীয়ং সুখম্ ॥

কারো সনে কভু নাহি করি ব্যভিচার,
না জানি কেন যে নাম "চঞ্চলা" আমার।
মূঢ়, শূর, সুপণ্ডিত, মূর্খ, শঠ জন
মোর মনে নাহি ধরে কেহই কখন।
পূর্ব্ব-জন্মে যেই জন বহু পুণ্য করে,
তাহারেই থাকি আমি চিরদিন ধ'রে।
তবে কেন সে জনের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া,
লোকের টাটায় চোখ, না পাই ভাবিয়া!

(৩)

লক্ষ্মীকে "চঞ্চলা" বলিয়া লোকে তাঁহার দুর্নাম রটায়। পিতা যদি অগ্র-পশ্চাৎ না ভাবিয়া যুবতী কন্যাকে বুড়ার হস্তে সমর্পণ করেন, তাহা হইলে তাহাতে কন্যার কোনও দোষ নাই, পিতারই দোষ। তাই কবি লক্ষ্মীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কহিতেছেন :—

যদ্ বদন্তি চপলেত্যপবাদং
নৈবং দূষণমিদং কমলায়াঃ।
দূষণং জলনিধের্হি ভবেৎ তৎ
যৎ পুরাণপুরুষায় দদৌ তাম্ ॥

লক্ষ্মীরে "চঞ্চলা" বলি দুর্নাম রটায়,
সমুদ্রেরি দোষ তাহে, লক্ষ্মীর কি তায় ?
পুরাণ পুরুষ এক, বয়ঃক্রম যার
গণনা করিতে পারে, হেন সাধ্য কার !
এ হেন বুড়ার হাতে লক্ষ্মীরে ধরিয়া
সমুদ্র সঁপিয়া দিল কিছু না ভাবিয়া !
হায় রে বুড়ার হাতে পড়িলে যুবতী
"চঞ্চলা" না হ'লে তার কিবা আর গতি !

(৪)

লক্ষ্মীকে "চঞ্চলা" বলিয়া লোকে তাঁহার অপবাদ দিয়া থাকে। কিন্তু এই স্ত্রী-কবি পরিহাস-চ্ছলে তাঁহাকে পরম পতিব্রতা বলিয়া প্রমাণ করিতেছেন :—

গোভিঃ ক্রীড়িতবান্ কৃষ্ণ ইতি গোসমবুদ্ধিভিঃ।
ক্রীড়ত্যদ্যাপি সা লক্ষ্মীরহো দেবী পতিব্রতা ॥

লইয়া গরুর পাল সুখে বৃন্দাবনে
কেলি করিতেন কৃষ্ণ তাহাদের সনে ;
আজিও গরুর মত যারা বুদ্ধি ধরে
তাহাদেরি সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী ঘুরে ফিরে।
তাই বলি, ধন্য তুমি লক্ষ্মি ঠাকুরাণি !
দেখাইলে পতি-ভক্তি, হেন মনে গণি।
সতী সাধ্বী পতিব্রতা নারী যদি রয়,
তুমিই যথার্থ আছ, বলিব নিশ্চয় !

(৫)

বিষ, বিষ নয়, লক্ষ্মীই যথার্থ বিষ। লক্ষ্মীর সংসর্গে থাকিলে লোকে যেরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়ে, বিষ-পান করিলেও লোকে সেরূপ অজ্ঞান হইয়া পড়ে না। ইহার উদাহরণ দেখাইয়া কবি কহিতেছেন :—

হলাহলো নৈব বিষং বিষং রমা
জনঃ পরং ব্যত্যয়মত্র মন্যতে।
নিপীয় জাগর্ত্তি সুখেন তং হরঃ
স্পৃশন্নিমাং মুহ্যতি নিদ্রয়া হরিঃ॥

লক্ষ্মীই যথার্থ বিষ, বিষ বিষ নয়,
এ কথা সহজে লোক না করে প্রত্যয়।
ঢক্ ঢক্ ক'রে বিষ গলায় ঢালিয়া
মহাদেব মহাসুখে আছেন জাগিয়া!
লক্ষ্মীরে করিয়া স্পর্শ কিন্তু নারায়ণ
অঘোর নিদ্রায় পড়ি রন্ অচেতন!

(৬)

লক্ষ্মী যখনই যাহার সম্মুখে গিয়া পদার্পণ করেন, তখনই সে ব্যক্তি অন্ধ হইয়া যায়। ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া কবি কহিতেছেন:—

মন্যে সত্যমহং লক্ষ্মীঃ সমুদ্রাৎ ধূলিরুত্থিতা।
পশ্যন্তোঽপি ন পশ্যন্তি শ্রীমন্তো ধূলিলোচনাঃ॥

কি কাণ্ড হইয়াছিল সমুদ্র-মন্থনে,
সমুদ্রই বেশ তাহা বুঝিয়াছে মনে।
সমুদ্রের প্রাণে সব স'য়ে ছিল বটে,
ধূলি উড়েছিল কিন্তু ঘর্ষণের চোটে।
এখন আমার মনে এই টুকু লয়,
লক্ষ্মী সেই ধূলি ছাড়া আর কিছু নয়!
লক্ষ্মী ধূলি না হইলে, তবে কি কারণ,
দেখিয়াও দেখিতে না পান ধনী জন!

(৭)

মহা দাতা, মহা বীর এবং মহা পণ্ডিতকেও ত্যাগ করিয়া লক্ষ্মী কেবল মহা

কৃপণকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন! ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়া লক্ষ্মী স্বয়ং কহিতেছেন :—

শূরং ত্যজামি বৈধব্যাদুদারং লজ্জয়া পুনঃ।
বিদ্বাংসমপি সাপত্ন্যাৎ তস্মাৎ কৃপণমাশ্রয়ে॥

যেই জন বীর, তারে কভু নাহি চাই,
পাছে বা বিধবা হই, এ ভয় সদাই!
যে জন পরম দাতা, নাহি চাই তারে,
পাছে মোরে সঁপে দেয় অপরের করে!
নাহি তারে ভালবাসি পণ্ডিত যে জন,
পাছে সতীনের জ্বালা করে বা দহন।
এই তিন জন মোর দু-চক্ষের বিষ,
তাই ত কৃপণ ল'য়ে থাকি অহর্নিশ!

(৮)

লক্ষ্মীকে এক স্থানে রাখিবার জন্য যতই চেষ্টা কর না কেন, কিছুতেই তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিবে না। ইহার কারণ দেখাইয়া কবি কহিতেছেন :—

অপি দোর্ভ্যাং পরিবদ্ধা
বদ্ধাপি গুণৈরনেকধা নিপুণৈঃ।
নির্গচ্ছতি ক্ষণাদিব
জলধিজলোৎপত্তিপিচ্ছিলা লক্ষ্মীঃ॥

লক্ষ্মীরে দু-হাতে লোক ধরুক্ জড়িয়া,
অথবা বাঁধুক্ তারে বহু গুণ দিয়া,
চতুরের চূড়ামণি যদিও সে হয়,
লক্ষ্মীরে বাঁধিয়া রাখা সাধ্য তার নয়।

সমুদ্রের জলে বাস চিরকাল যার,
সে যে পিছ্‌লিয়া যাবে, বৈচিত্র্য কি তার!

(৯)

লক্ষ্মী ঠাকুরাণী একবার যাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসেন, সে ব্যক্তি অমনি বাক্য, চক্ষুঃ ও কর্ণের মাথাটী খায়। এই টুকু মাত্র করিয়াই যে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী চুপ করিয়া থাকেন, ইহাই পরম সৌভাগ্যের কথা!

বাক্‌চক্ষুঃশ্রোত্রলয়ং
লক্ষ্মীঃ কুরুতে নরস্য কো দোষঃ।
গরলসহোদরজাতা
ন মারয়তি যচ্চ তচ্চিত্রম্‌॥

মানুষের বাক্য চক্ষু কর্ণ দুটী আর
একা লক্ষ্মী সব গুলি করে ছারখার।
মানুষের কোন দোষ নাহি তায় রয়,
লক্ষ্মীর নিজের দোষ, জানিও নিশ্চয়।
যে লক্ষ্মীর সহোদর দুরন্ত গরল,
প্রাণে যে মারে না, সেই পরম মঙ্গল!

(১০)

লক্ষ্মীবান্‌ লোক কিছুতেই গুণবান্‌ লোকের আদর করিতে চায় না। কবি এই কথাটীর যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য পদ্মিনী ও চন্দ্রের উদাহরণ দিয়া কহিতেছেন:—

লক্ষ্মীসম্পর্কজাতোঽয়ং দোষঃ পদ্মস্য নিশ্চিতম্‌।
যদেষ গুণসন্দোহধাম্নি চন্দ্রে পরাঙ্মুখঃ॥

লক্ষ্মী গিয়া চাপে যার স্কন্ধের উপর,
সে জন না করে কভু গুণীর আদর।

পদ্মিনীতে রহে লক্ষ্মী দিবস-যামিনী,
গুণবান্ চন্দ্রে তাই বিমুখ পদ্মিনী!

(১১)

লক্ষ্মী পরম চঞ্চলা, পরম কুটিলা, এবং পরম মোহ-কারিণী। তাঁহার এরূপ হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু গুণবান্ লোকের উপর তাঁহার মারাত্মক বিষ-দৃষ্টি কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া কবি বিস্মিত হইয়া কহিতেছেন :—

চাঞ্চল্যমুচ্চৈঃশ্রবসস্তুরঙ্গাৎ
কৌটিল্যমিন্দোর্বিষতো বিমোহঃ।
ইতি শ্রিয়াঽশিক্ষি সহোদরেভ্যো
ন বেদ্মি কস্মাদ্ গুণবদ্বিরোধঃ॥

উচ্চৈঃশ্রবা নামে এক আছে তব ভাই,
চঞ্চলতা শিখিয়াছ তুমি তার ঠাঁই।
চন্দ্র নামে আর এক ভাই তব আছে,
কুটিলতা শিখিয়াছ তুমি তার কাছে।
বিষ নামে আর এক ভাই আছে তব,
তাহার গুণের কথা কি অধিক কব ;—
অজ্ঞান করিতে হয় কিসে সর্ব্ব জনে,
তাহাই শিখেছ তুমি থাকি তার সনে।
কিন্তু এক কথা আমি ভাবি অহর্নিশ,
গুণী জন কেন তব দু-চক্ষের বিষ!

(১২)

যে কবি লক্ষ্মীকে সামুদ্রিক জল-জন্তু বলিয়া বর্ণনা করেন, তাঁহার বর্ণনার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া এই স্ত্রী-কবি কহিতেছেন :—

লক্ষ্মীর্যাদোনিধের্যাদো নাদো বাদোচিতং বচঃ।
বিভেতি ধীবরেভ্যো যা জড়েম্বেব নিমজ্জতি ॥ (১)

সমুদ্রের জল-জন্তু, লক্ষ্মীরে যে বলে,
তার মত সত্যবাদী নাই ভূমণ্ডলে!
যদি ইহা মিথ্যা হবে, তবে কি কারণ
ধীবরে দেখিলে লক্ষ্মী ভয়ে ভীত হন!
কি কারণ তবে লক্ষ্মী জলে(ড়ে)তে ডুবিয়া
বারমাস স্থির রন্, না পাই ভাবিয়া!

(১৩)

লক্ষ্মী পরের বাড়ী গিয়া সুস্থির-ভাবে কেন বারমাস বাস করিতে চাহেন না, তাহার কারণ দেখাইয়া কবি কহিতেছেন :—

যা স্বসদ্মনি পদ্মেঽপি সন্ধ্যাবধি বিজৃম্ভতে।
সেন্দিরা মন্দিরেঽন্যেষাং কথং স্থাস্যতি নিশ্চলা ॥

যে লক্ষ্মী নিজের ঘর রম্য পদ্ম-বনে
সন্ধ্যাবধি থাকিতেও সুখী নয় মনে,
সে লক্ষ্মী পরের ঘরে সুস্থির হইয়া
কিরূপে থাকিবে সদা, না পাই ভাবিয়া!

(১৪)

ব্রাহ্মণের প্রতি চিরকালই লক্ষ্মীর বিষ-দৃষ্টি কেন, কবি তাহা নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

---

(১) টিপ্পনী। যাদোনিধেঃ—সমুদ্রস্য। যাদঃ—জলজন্তুঃ। নাদো বাদোচিতং বচঃ—অদো বচো বাক্যং ন বাদোচিতং অপবাদজনকং, অপি তু প্রকৃতমেবং। ধীবরেভ্যঃ—কৈবর্ত্তেভ্যঃ, (পক্ষে) ধীমদ্ভ্যঃ পণ্ডিতেভ্যঃ। জড়েষু—(ডলয়োঃ সাবর্ণ্যাৎ) জলেষু, (পক্ষে) মূর্খেষু। নিমজ্জতি—অন্তর্দেশং গচ্ছতি, (পক্ষে) সুস্থিরং তিষ্ঠতি।

পত্যৌ কৃতপদঘাত-
শ্চুলুকিততাতঃ সপত্নিকাসেবী।
ইতি দোষাদিব রোষাদ্
মাধবযোষা দ্বিজং ত্যজতি ॥

লক্ষ্মী-পতি নারায়ণ লক্ষ্মী-পতি নারায়ণ
করিলেন তাঁর বুকে ভৃগু পদার্পণ।
জন্মদাতা রত্নাকর জন্মদাতা রত্নাকর
অগস্ত্য পূরিলা তাঁরে পেটের ভিতর।
তাহে ভারতী সতীন তাহে ভারতী সতীন
ব্রাহ্মণেরা তাঁর গুণ গান প্রতিদিন।
দেখি এই সব দোষ দেখি এই সব দোষ
লক্ষ্মীর মনেতে হ'লো বিষম আক্রোশ।
লক্ষ্মী সেই রোষ-ভরে লক্ষ্মী সেই রোষ-ভরে
না করেন পদার্পণ ব্রাহ্মণের ঘরে!

(১৫)

লক্ষ্মী উচ্চ-কুলোদ্ভবা হইলেও তিনি নীচ-পথ-গামিনী; এই জন্য কবি বিস্মিত হইয়া বলিতেছেন:—

তাতঃ ক্ষীরপয়োনিধিঃ শিব শিব ভ্রাতা সুধাদীধিতিঃ
কান্তঃ কেশিনিসূদনস্ত্রিজগতীদুর্জ্জেয়বীর্য্যঃ সুতঃ।
কাঙ্ক্ষন্ত্যেকধিয়ঃ সুরাসুরগণা যস্যাঃ কটাক্ষং সদা
সা চেন্নীচপথানুগা পুনরহো কে নাম লোকে বয়ম্ ॥

যাঁর জন্মদাতা সেই ক্ষীরোদ-সাগর,
যাঁর সহোদর সেই দেব শশধর,

পতি যাঁর নারায়ণ কেশি-নিসূদন,
ত্রিলোক-বিজয়ী হন যাঁহার নন্দন,
করুণা-কটাক্ষ যাঁর প্রাপ্তির কারণ
একমনে ধ্যান করে দেব-দৈত্য-গণ,
সে লক্ষ্মী করেন যদি কুপথে গমন,
মানুষের কথা আর কোথায় তখন!

(১৬)

কবির চক্ষে লক্ষ্মী পরম অসতী ও সরস্বতী পরম সতী। ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া এই স্ত্রী-কবি কহিতেছেন :—

সুখয়তিতরাং ন রক্ষতি
পরিচয়লেশং গণাঙ্গনেব শ্রীঃ।
কুলকামিনীব নোজ্ঝতি
বাগ্‌দেবী জন্মজন্মাপি॥

লক্ষ্মীর গুণের কথা কি কহিব আর,
বেশ্যার মতন তার দেখি ব্যবহার!
আগে মহাসুখ দেয় ধ'রে গিয়া যারে,
কিছুদিন পরে কিন্তু চিনিতে না পারে!
কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখ, সরস্বতী হায়
সতী সাধ্বী পতিব্রতা রমণীর প্রায় ;—
অন্য কাহারেও আর না ভজি কখন
জন্মে জন্মে ধ'রে রন্ সেই এক জন!

বর্ণ-সপ্তকম্

(মারুলা-বিরচিতম্)

(১)

কোন্ কোন্ "ক"কার-বিশিষ্ট পাঁচটী বিষয় থাকিলে মনুষ্য প্রাধান্য লাভ করে, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

কথয়া কান্ত্যা কীর্ত্ত্যা চ কারুণ্যেন কুলেন চ।
ককারৈঃ পঞ্চভিরেভির্নরো যাতি প্রধানতাম্ ॥

কথা কান্তি কীর্ত্তি কুল কারুণ্য,—"ক"কার
ক'রে দেয় মানবের প্রাধান্য-প্রচার !

(২)

এ সংসারে কোন্ কোন্ "জ"কার-যুক্ত বিষয় সুদুর্লভ, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

জননী জন্মভূমিশ্চ জনকশ্চ জনার্দ্দনঃ।
জাহ্নবীজলপানঞ্চ জকারাঃ পঞ্চ দুর্লভাঃ ॥

জনক জননী জন্মভূমি জনার্দ্দন
জাহ্নবীর জল,—পঞ্চ সুদুর্লভ ধন !

(৩)

কি কি "জ"কার-বিশিষ্ট পদার্থের কিছুতেই উদর-পূর্ত্তি হয় না, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

জামাতা জঠরং জায়া জাতবেদা জলাশয়ঃ।
পূরিতা নৈব পূর্য্যন্তে জকারাঃ পঞ্চ দুর্ভরাঃ ॥

জামাতা জঠর জায়া আর জলাশয়
পুনঃ জাতবেদা (অগ্নি), এই পাঁচ মহাশয় !

যত পায়, তত খায়, নাহি ভরে পেট্,
ভরাইতে যেই যায়, তারি মাথা হেঁট্!

(৪)

কোন্ কোন্ "ত"কারাদি বিষয় সম্ভোগ করিতে না পারিলে মনুষ্য এ সংসারে হতভাগ্য বলিয়া গণ্য হয়, তাহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

তাম্বূলং তপনস্তৈলং তূলস্তন্বী তনূনপাৎ।
হেমন্তে যৈর্ন সেব্যন্তে তে নরা বিধিবঞ্চিতাঃ॥

তাম্বূল, তপন, তৈল, তূল, তন্বী নারী,
তনূনপাৎ,—ছয় বস্তু সংসারে নেহারি।
হেমন্তে এ ছয় বস্তু ভাগ্যে যার নাই,
তার প্রতি বিধি বাম, জানিও সদাই!

ব্যাখ্যা। তূলঃ—তুলা ইতি ভাষা। তন্বী—কৃশাঙ্গী, সুন্দরী। তনূনপাৎ—অগ্নিঃ।

(৫)

যে যে "ম"কার-বিশিষ্ট বিষয় অত্যন্ত চঞ্চল, তাহাদেরই নাম এই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :—

মনো মধুকরো মেঘো মানিনী মদনো মরুৎ।
মা মদো মর্কটো মৎস্যো মকারা দশ চঞ্চলাঃ॥

মন মধুকর মেঘ মানিনী মদন
মর্কট মরুৎ মৎস্য মদ মা (লক্ষ্মী) ভীষণ!
এ দশ "ম"কার অতি চঞ্চল ধরায়,
কিছুতে ইহারা নাহি স্থির হ'তে চায়!

(৬)

যে যে "ব"কারাদি বস্তু প্রাপ্ত হইলে লোকে গৌরবান্বিত হয়, কবি এই শ্লোকে তাহাদেরই নাম নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

বস্ত্রেণ বপুষা বাচা বিদ্যয়া বিভবেন চ।
বকারৈঃ পঞ্চভির্যুক্তো নরঃ প্রাপ্নোতি গৌরবম্ ॥

বস্ত্র, বপুঃ, বাক্য, বিদ্যা, বিভব যাহার
সংসারে বিরাজ করে এ পাঁচ "ব"কার,
হায়রে যেখানে কেন যাক্ না যখন,
পরম খাতির যত্ন পায় সেই জন!

(৭)

কোন্ সাতটী "স"কারাদি বস্তু এ সংসারে বড়ই দুর্লভ, তাহা কবি এই শ্লোকে নিরূপণ করিয়া দিতেছেন :—

সম্পৎ সরস্বতী সত্যং সন্তানঃ সদনুগ্রহঃ।
সত্তা সুকৃতসম্ভারঃ সকারাঃ সপ্ত দুর্লভাঃ ॥

সম্পৎ সন্তান সত্য সত্তা (সাধুত্ব) সরস্বতী
সৎকৃপা সুকৃত,—সপ্ত সুদুর্লভ অতি!

নীতি-দশকম্

(শীলাভট্টারিকা-বিরচিতম্)

(১)

লক্ষ্মীবান্ লোক পরের ব্যথা বুঝিতে পারেন না। ইহাই কবি কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন :—

শেষে ভবভরাক্রান্তে শেতে নারায়ণঃ শ্রিয়া।
লক্ষ্মীবন্তো ন জানন্তি দুঃসহাং পরবেদনাম্ ॥

একে ত অনন্ত নাগ মাথার উপর
ধ'রে রয় ব্রহ্মাণ্ডের ভার নিরন্তর;

তথাপি উপরে তার দেব নারায়ণ
লক্ষ্মীরে লইয়া সুখে করেন শয়ন।
লক্ষ্মী যার ঘাড়ে গিয়া চাপে এ সংসারে,
সে জন পরের ব্যথা বুঝিতে না পারে!

(২)

পরম পণ্ডিত, অত্যল্প পণ্ডিত ও গো-মূর্খের বচন-বিন্যাস কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে কৌশল-সহকারে কথিত হইয়াছে :—

শব্দায়তে শ্রুতিকঠোরমলং জলেন
হীনো ঘটোঽর্দ্ধসলিলাদপি রৌতি ঘোরম্।
পূর্ণোঽরবো ভবতি যৎ তদয়ং বিশেষো
বিদ্যাবতোঽল্পবিদুষঃ খলু বালিশস্য॥

জল-শূন্য ঘট কাণ ঝালা পালা করে,
অর্দ্ধ-জল হইলেও কটু রব ধরে।
কিন্তু সেই ঘট যদি জল-পূর্ণ হয়,
কিছুমাত্র শব্দ তার কভু নাহি রয়।
তাই বলি এ সংসারে, হেন মনে লয়,
এই তিন-রূপ ঘটে প্রভেদ যা রয়,
পরম গোমূর্খ, আর অত্যল্প বিদ্বান্,
পরম পণ্ডিত তিনে, তাই বিদ্যমান!

(৩)

সুলভ বস্তুর আদর নাই। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় :—

'যে লোকা মলয়োপকণ্ঠনিলয়াস্তেষ্বিন্ধনং চন্দনং
তীরোপান্তনিবাসিনাং জলনিধে রত্নানি পাষাণবৎ।
কাশ্মীরেষু নিবাসিনামপি নৃণাং নাস্ত্যাদরঃ কুঙ্কুমে
যৎ দ্রব্যং নিকটে মহার্ঘমপি তৎ ক্ষীণাদরং বর্ত্ততে॥

মলয়-পর্ব্বত-পার্শ্বে যাহাদের বাস,
চন্দনে ইন্ধন ভাবে তারা বার মাস।
রত্নাকর সমুদ্রের তীরে থাকে যারা,
রতনে পাষাণ ভাবে মনে মনে তারা।
কাশ্মীর-প্রদেশে যারা থাকে সর্ব্বক্ষণ,
নাহি থাকে তাহাদের কুঙ্কুমে যতন।
অতি মহামূল্য দ্রব্য থাকুক নিকটে,
তথাপি তাহার প্রতি অনাদর ঘটে!

(৪)

কোন্ বস্তু কাহার অলঙ্কার, তাহাই কবি এই শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

নভোভূষা পূষা কমলবনভূষা মধুকরো
বচোভূষা সত্যং বরবিভবভূষা বিতরণম্।
মনোভূষা মৈত্রী মধুসময়ভূষা মনসিজঃ
সদোভূষা সূক্তিঃ সকলগুণভূষা চ বিনয়ঃ॥

আকাশের অলঙ্কার দেব দিবাকর,
পদ্মিনীর অলঙ্কার মুগ্ধ মধুকর,
সত্য থাকিলেই তবে বাক্যের ভূষণ,
ধনীর ভূষণ নিত্য ধন-বিতরণ,
মনের ভূষণ রয় মিত্রতা থাকিলে,
মদন ভূষণ হয় বসন্ত আসিলে,
সভার ভূষণ যদি সাধু বাক্য রয়,
সর্ব্ব-গুণ-বিভূষণ কেবল বিনয়!

(৫)

কে কোন্ বিষয়ে রত্ন-স্বরূপ, তাহা কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

কলারত্নং গীতং গগনতলরত্নং দিনমণিঃ
সভারত্নং বিদ্বান্ শ্রবণপুটরত্নং হরিকথা।
নিশারত্নং চন্দ্রঃ শয়নতলরত্নং শশিমুখী
মহীরত্নং শ্রীমান্ জয়তি রঘুনাথো নৃপবরঃ ॥

চৌষট্টি কলার মধ্যে মহারত্ন গান,
আকাশের মহারত্ন সূর্য্য বিদ্যমান,
সভার পরম রত্ন বিদ্বান্ যে জন,
শ্রবণের রত্ন হরি-নাম-সংকীর্ত্তন,
রজনীর মহারত্ন দেব নিশাকর,
শয্যার পরম রত্ন রমণী সুন্দর,
পৃথিবীর মহারত্ন রাম রাজবর,
জয় জয় জয় যাঁর জয় নিরন্তর!

(৬)

কিসে কাহার শোভা হয়, তাহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে ঃ—

শশিনা চ নিশা নিশয়া চ শশী
শশিনা নিশয়া চ বিভাতি নভঃ।
পয়সা কমলং কমলেন পয়ঃ
পয়সা কমলেন বিভাতি সরঃ ॥

রাত্রি শোভা পায়, যদি চন্দ্র থাকে তায়,
রাত্রি যদি থাকে, তবে চন্দ্র শোভা পায়।
রাত্রি ও চন্দ্রের হ'লে একত্র মিলন
মহাশোভা পায় এই অনন্ত গগন।
পদ্ম শোভা পায় যদি, থাকে বহু জল,
পদ্ম থাকিলেই জল শোভে অবিরল।

একত্র থাকিলে পদ্ম জল নিরন্তর,
পরম সুন্দর শোভা ধরে সরোবর !

(৭)

কোন্ বস্তু দ্বারা কোন্ বস্তু মনোহর হয়, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

মণিনা বলয়ং বলয়েন মণি-
র্মণিনা বলয়েন বিভাতি করঃ।
কবিনা চ বিভুর্বিভুনা চ কবিঃ
কবিনা বিভুনা চ বিভাতি সভা ॥

বলয়ের শোভা, যদি মণি থাকে তায়,
বলয়ে থাকিলে, তবে মণি শোভা পায়।
বলয় ও মণি যদি দুই থাকে করে,
তা হ'লেই সেই কর অতি শোভা ধরে।
রাজা শোভা পান, যদি কবি থাকে তাঁর,
রাজাও থাকিলে, কবি শোভে অনিবার।
কবি আর রাজা যদি থাকেন সভায়,
তবেই পরম শোভা সেই সভা পায় !

(৮)

তেজস্বী পুরুষের গৃহে রমণী প্রাধান্য প্রকাশ করিতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

শক্ত্যা যুক্তে বিদ্যমানেঽপি কান্তে
ন প্রাধান্যং যোষিতাং ক্কাপি দৃষ্টম্ ।
শুক্লে পক্ষে শীতরশ্মৌ বলিষ্ঠে
ন প্রাধান্যং তারকাণাঞ্চ দৃষ্টম্ ॥

পুরুষ সর্ব্বদা শক্ত হইলে সংসারে,
নারীর প্রাধান্য কভু থাকিতে কি পারে ?

শুক্ল পক্ষে চন্দ্র যবে বলবান্ হন,
নাহি রহে তারকার প্রাধান্য তখন!

(৯)

কি কি গুণ দেখিয়া পুরুষের পরীক্ষা করিতে হয়, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে
নিঘর্ষণচ্ছেদনতাপতাড়নৈঃ।
তথা চতুর্ভিঃ পুরুষঃ পরীক্ষ্যতে
শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্ম্মণা ॥

ঘর্ষণ, ছেদন, তাপ আর বিতাড়ন,
করে যথা সুবর্ণের পরীক্ষা গ্রহণ,
তথা কুল শীল বিদ্যা কর্ম্ম চারি ধনে
নরের পরীক্ষা লয়, জানিও ভুবনে!

(১০)

কোন্ কোন্ অসুখকর বিষয় কিরূপ অবস্থাপন্ন হইলে সুখকর হয়, তাহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

দরিদ্রতা ধীরতয়া বিরাজতে
কুরূপতা শীলতয়া বিরাজতে।
কুভোজনং চোষ্ণতয়া বিরাজতে
কুবস্ত্রতা শুভ্রতয়া বিরাজতে ॥

দরিদ্রের শোভা, যদি থাকে সুধীরতা,
কুরূপের শোভা, যদি থাকে সুশীলতা,
কুখাদ্যের শোভা হয় উষ্ণ যদি রয়,
কুবস্ত্রের শোভা হয় শুভ্র যদি হয়!

নীতি-প্রদীপঃ

(বেতালভট্ট-বিরচিতঃ)

(১)

সাধুর ধন পরোপকারেই ব্যয়িত হইয়া থাকে। সমুদ্র, বিন্ধ্য-গিরি ও মলয়-গিরির কার্য্য-কলাপ দেখাইয়া কবি এই কথাটীর যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছেন :—

রত্নাকরঃ কিং কুরুতে স্বরত্নৈ-
র্বিন্ধ্যাচলঃ কিং করিভিঃ করোতি।
শ্রীখণ্ডখণ্ডৈর্মলয়াচলঃ কিং
পরোপকারায় সতাং বিভূতিঃ॥

সমুদ্রের কিবা ফল রাখিয়া রতন?
বিন্ধ্যের বা কিবা ফল রাখি হস্তিগণ?
মলয়ের কিবা ফল রাখিয়া চন্দন?
পরের হিতের লাগি মহতের ধন!

(২)

গুণী জন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও যদি নির্গুণ জনের নিকট আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং যদি নির্গুণ জন গুণি-জনের অভ্যর্থনা না করিয়া তাঁহাকে দূরীভূত করে, তবে তাহাতে নির্গুণ জনেরই ক্ষতি হইবে; গুণী জন অন্য স্থানে গিয়া মহা সমাদর প্রাপ্ত হইবেন। ভৃঙ্গ ও হস্তীর উদাহরণ দিয়া কৌশল ক্রমে কবি এই শ্লোকে এই কথাই কহিতেছেন :—

কর্ণাবঘাতনিপুণেন চ তাড্যমানা
দূরীকৃতাঃ করিবরেণ মদান্ধবুদ্ধ্যা।
তস্যৈব গণ্ডযুগমণ্ডনহানিরেষা
ভৃঙ্গাঃ পুনর্বিকচপদ্মবনে চরন্তি॥

হস্তী অতিশয় পটু কর্ণ-সঞ্চালনে
মদস্রাবে মহামত্ত হ'য়ে মনে মনে,
মাথা হ'তে তাড়াইল যবে ভৃঙ্গগণ,
অমনি গণ্ডের শোভা কমিল তখন।
বিকসিত পদ্ম-বনে থাকি অনিবার
ভ্রমর করিবে কেলি, দুঃখ কিবা তার?

(৩)

ঈশ্বরের বিধান অতিক্রম করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। স্বাধীন ব্যক্তিকেও কাল-বশে পরাধীন হইয়া পড়িতে হয়। দুর্জ্জয় হস্তীর শোচনীয় পরিণাম দেখাইয়া কবি এই বাক্যের সত্যতা নিরূপণ করিতেছেন ঃ—

যেনাকারি মৃণালপত্রমশনং ক্রীড়া করিণ্যা সহ
স্বচ্ছন্দং ভ্রমণঞ্চ কন্দরচয়ে পীতং পয়ো নৈর্ঝরম্।
সোঽয়ং বন্যকরী নরেষু পতিতঃ পুষ্ণাতি দেহং তৃণৈ-
র্যদ্দৈবেন ললাটপত্রলিখিতং তৎ প্রোজ্ঝিতুং কঃ ক্ষমঃ॥

খাইত মৃণাল-পত্র যেই অবিরত,
হস্তিনীর সনে যার কেলি ছিল কত,
গুহায় স্বচ্ছন্দে যার হইত ভ্রমণ,
ঝরণার জলে যার তৃষ্ণা-নিবারণ,
সেই বন্য-হস্তী আজ নরের অধীন,
তৃণ খে'য়ে দেখ তার কাটিতেছে দিন;
হায় রে সংসারে আছে হেন কোন্ জন,
ললাটে বিধির লিপি যে করে খণ্ডন!

(৪)

রাহুর চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রাস, মনুষ্যের গজ-ভুজঙ্গ-বন্ধন, এবং বুদ্ধিমান্ পুরুষের

দারিদ্র্য দর্শন করিয়া স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, বিধাতার বিধান অতিক্রম করা মনুষ্যের শক্তি-বহির্ভূত। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় :—

শশিদিবাকরয়োর্গ্রহপীড়নং
গজভুজঙ্গমযোরপি বন্ধনম্।
মতিমতাঞ্চ বিলোক্য দরিদ্রতাং
বিধিরহো বলবানিতি মে মতিঃ॥

চন্দ্র-সূর্য্যে রাহু গ্রহ করিছে পীড়ন,
হস্তি-সর্পে নরগণ করিছে বন্ধন,
দারিদ্র্য হইতে দুঃখ পায় বুদ্ধিমান্,
বুঝিলাম, বিধাতাই এক বলবান্।

(৫)

ব্যোমৈকান্তবিহারিণোঽপি বিহগাঃ সংপ্রাপ্নুবন্ত্যাপদং
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধসলিলাৎ মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং কঃ স্থানলাভে গুণঃ
কালো হি ব্যসনপ্রসারিতকরো গৃহ্ণাতি দূরাদপি॥

"অষ্টরত্ন"-প্রবন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৬)

বিধাতা অনুকূল থাকিলে লোকে তুচ্ছ ভাবিয়া উত্তম বস্তুও পরিত্যাগ করে, কিন্তু তিনি প্রতিকূল হইলে তাহাকে অধম বস্তুও গ্রহণ করিতে হয়। মধুকরী ও বদরীর উদাহরণ দিয়া কবি এই কথাটীর সত্যতা নিরূপণ করিতেছেন :—

অবিদলন্মুকুলে বকুলে যয়া
পদমধায়ি কদাপি ন হেলয়া।

অহহ সা সহসা বিধুরে বিধৌ
মধুকরী বদরীমনুবর্ত্ততে ॥

অক্ষত-মুকুলে যেই বকুলে লইয়া
রমণ করিয়াছিল আহ্লাদে মাতিয়া,
হায় রে বিধাতা যবে কৃপা নিল হরি,
বদরী ধরিল গিয়া সেই মধুকরী !

(৭)

সময় মন্দ হইলে অসম্ভব বিষয়ও সম্ভবপর হইয়া থাকে। মানুষ প্রবল পিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া এক গণ্ডূষে অনন্ত সমুদ্রকেও শুষ্ক করিয়া দিতে পারে। এরূপ অদ্ভুত ঘটনা তাহার কর্ম্ম-ফল ভিন্ন আর কিছুই নহে ! ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ ঃ—

গতোঽস্মি তীরং জলধেঃ পিপাসয়া
স চাপি শুষ্কশ্চুলুকীকৃতো ময়া।
ন লক্ষ্যতে দোষলবোঽপি তোয়ধে-
র্মমৈব তৎ কর্ম্মফলং বিজৃম্ভতে ॥

জল-পান হেতু আমি হইয়া অধীর
ধীরে ধীরে যাইলাম সমুদ্রের তীর।
পেট ভ'রে খাব জল, ছিল বড় আশা,
গণ্ডূষে শুকায়ে গেল, না গেল পিপাসা।
সমুদ্রের কিবা দোষ বল তায় আর,
আমারি কর্ম্মের ফল,—বুঝিলাম সার !

(৮)

অস্থানে পতিত হইলে মহান্ লোকেরও পরম দুর্গতি উপস্থিত হয়।

ব্যাধ-পত্নী গজ-মুক্তাকেও বদরী-ভ্রমে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া তাহা দূরে ফেলিয়া দেয়। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাৎ ভিল্লস্য পত্নী মুদা।
পাণিভ্যামবগৃহ্য শুক্লকঠিনং তদ্বীক্ষ্য দূরে জহৌ .
অস্থানে পততামতীব মহতামেতাদৃশী দুর্গতিঃ॥

করি-কুম্ভ দিল সিংহ বিদীর্ণ করিয়া,
রক্ত-মাখা মুক্তা এক পড়িল খসিয়া।
দেখিতে কুলের মত ভাবি তাহা মনে,
আহ্লাদে ব্যাধের পত্নী ছুটে গেল বনে।
দু-হাতে টিপিয়া দেখে শক্ত অতিশয়,
ফে'লে দিল,—শাদা রঙ্ দেখিয়া বিস্ময়!
অস্থানে পতিত যদি হন মহাজন,
এরূপ দুর্গতি তাঁর হইবে তখন!

(৯)

অন্তঃসার-শূন্য ব্যক্তির বাহ্যাড়ম্বর হইতে কোনরূপ সুফল-প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিতে পারা যায় না। পুষ্প-ফলাদি-সমন্বিত ফল-শূন্য অশোকের তলে বসিয়া ক্ষুধার্ত্ত পথিক যখন আপনার ক্ষুধা-শান্তি করিতে অক্ষম, তখন অশোক বৃক্ষের জীবন-ধারণই বৃথা। ইহাই এই শ্লোকে কবি আক্ষেপ করিয়া কহিতেছেন :—

কিং তে নম্রতয়া কিমুন্নততয়া কিং বা ঘনচ্ছায়য়া
কিং বা পল্লবলীলয়া কিমনয়া বাশোক পুষ্পশ্রিয়া।
যত্ত্বন্মূলনিষণ্ণখিন্নপথিকস্তোমঃ স্তবন্নন্বহং
ন স্বাদূনি মৃদূনি খাদতি ফলান্যাকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতঃ॥

হও না যতই নম্র, যতই উন্নত
ছায়ায় কর না কেন যতই আবৃত
যতই হোক্ না তব পল্লব সুন্দর,
যতই হোক্ না তব পুষ্প মনোহর,
থাকুক যতই গুণ সংসারে তোমার,
হে অশোক! এক বিনা সকলি অসার
যেহেতু পথিক-গণ ক্ষুধার জ্বালায়
আশা ক'রে ছুটে গিয়া তোমার তলায়,
কোমল সুমিষ্ট ফল পাড়ি বা কুড়িয়া
খেতে নাহি পায় কভু আকণ্ঠ পূরিয়া!

(১০)

যে ব্যক্তির বাহ্য আড়ম্বর আছে, অথচ কোনরূপ পরোপকারিতা নাই, তাহার আশ্রয়ে থাকিলে অর্থি-জনের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না। শাল্মলি-বৃক্ষের উদাহরণ দিয়া কবি আক্ষেপ করিয়া ইহাই কহিতেছেন :—

দূরে মার্গান্নিবসসি পুনঃ কণ্টকৈরাবৃতোঽসি
চ্ছায়াশূন্যঃ ফলমপি চ তে বানরৈরপ্যভক্ষ্যম্।
নির্গন্ধস্ত্বং মধুপরহিতঃ শাল্মলে সারশূন্যঃ
সেবাস্মাকং ভবতি বিফলা তিষ্ঠ নিঃশ্বস্য যামঃ॥

পথ হ'তে বহু দূরে করহ নিবাস,
কাঁটায় আচ্ছন্ন হ'য়ে থাক বারমাস:
ছায়া নাই; হেন ফল করহ ধারণ,
বানরেও নারে যাহা করিতে ভক্ষণ।
পুষ্পেও সুগন্ধ নাই, না বসে ভ্রমর,
কিছুমাত্র সার নাই কাষ্ঠের ভিতর,
হে শাল্মলি! বৃথা সব হইল যখন,
নিশ্বাস ফেলিয়া মোরা চলিনু এখন,

(১১)

পরম ধনাঢ্য কৃপণ ব্যক্তির বাটীতে আসিয়া অর্থি-গণ বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হয়। শাল্মলি-বৃক্ষ কত জীবকেই প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

হংসাঃ পদ্মবনাশয়া মধুলিহঃ সৌরভ্যলাভাশয়া
পান্থাঃ স্বাদুফলাশয়া বলিভুজো গৃধ্রাশ্চ মাংসাশয়া।
দূরাদুত্তমপুষ্পরাগনিকরৈর্নিঃসার মিথ্যোন্নতে
রে রে শাল্মলিপাদপ প্রতিদিনং কে ন ত্বয়া বঞ্চিতাঃ ॥

হংস-গণ ছুটে আসে ভাবি পদ্ম-বন,
সুগন্ধ লভিতে ছুটে আসে ভৃঙ্গ-গণ,
মিষ্ট-ফল-লোভে আসে পথিকের দল,
মাংস ভাবি আসে কাক শকুনি সকল,
দূর হ'তে রক্ত-বর্ণ পুষ্প মনোহর
দেখিয়াই আসে কত প্রাণী নিরন্তর।
হে শাল্মলি! তাই আমি জিজ্ঞাসি এখন,—
কারে বা বঞ্চনা তুমি না কর কখন?

(১২)

পৃথিবীতে অনেক লোক আছে বটে, কিন্তু যাঁহার আশ্রয়ে আসিলেই অতি ক্ষুদ্র লোকেরও পরম উন্নতি-সাধন হইয়া থাকে, তিনিই যথার্থ মহান্ লোক। পৃথিবীতে সুবর্ণ-গিরি (সুমেরু) রৌপ্য-গিরি (কৈলাস) প্রভৃতি অনেক পর্ব্বত আছে সত্য, কিন্তু একমাত্র মলয় পর্ব্বতই ধন্য! কারণ তাহাকে অবলম্বন করিলেই স্যাওড়া, নিম, কুরচি প্রভৃতি অতি তুচ্ছ বৃক্ষও চন্দন হইয়া যায়। ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ :—

কিং তেন হেমগিরিণা রজতাদ্রিণা বা
যত্র স্থিতা হি তরবস্তরবস্ত এব।

মন্যামহে মলয়মেব যদাশ্রয়েণ
শাখোটনিম্বকুটজা অপি চন্দনাঃ স্যুঃ ॥

সুরম্য সুবর্ণময় সুমেরু-পর্ব্বতে
অথবা রজতময় কৈলাস-গিরিতে
যে বৃক্ষই প'ড়ে থাকু হইয়া বিলীন,
সে বৃক্ষ সে বৃক্ষ রয় হায় চিরদিন।
আছে বটে, দেখি এক মলয়-ভূধর,
এ জগতে সবে যার করে সমাদর।
যে হেতু করিলে তার আশ্রয় গ্রহণ,
স্যাওড়া কুর্‌চি নিম হইবে চন্দন!

(১৩)

যথাকালে কার্য্য না করিলে তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে এই কথাটীর সত্যতা প্রতিপাদন করিতেছেন :—

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমুতাবধানং।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ ॥

প্রদীপ নিবিলে কিবা ফল তৈল-দানে ?
চোর পলাইলে কিবা ফল অবধানে ?
বয়স কাটিয়া গে'লে ভার্য্যায় কি ফল ?
বাঁধ বেঁধে কিবা ফল বাহিরিলে জল ?

(১৪)

মূঢ় ব্যক্তিই অযথাকালে কার্য্য করিয়া থাকে। অযথাকালে কি কি কার্য্য করা অনুচিত, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

শীতেঽতীতে বসনমশনং বাসরান্তে নিশান্তে
ক্রীড়ারম্ভং কুবলয়দৃশাং যৌবনান্তে বিবাহম্।
সেতোর্ব্বন্ধং পয়সি চলিতে বার্দ্ধকে তীর্থযাত্রাং
বিত্তেঽতীতে বিতরণমতিং কর্ত্তুমিচ্ছন্তি মূঢ়াঃ॥

শীত কাল গে'লে শীত-বস্ত্র-পরিধান,
আহার-গ্রহণ যবে দিন-অবসান,
রাত্রি-কাল শেষ হ'লে প্রেম-আলাপন,
বিবাহ করিতে সাধ যাইলে যৌবন,
বাঁধ বাঁধিবার ইচ্ছা জল চ'লে গে'লে,
তীর্থ-ধামে পর্য্যটন বৃদ্ধ-কাল হ'লে,
ধন গে'লে বড় সাধ ধন-বিতরণে,
এ সব করিতে ইচ্ছা করে মূঢ় জনে!

(১৫)

সাধারণতঃ নূতন বস্তুর যেরূপ আদর থাকে, পুরাতন বস্তুর সেরূপ আদর থাকে না; কিন্তু কোন্ কোন্ পুরাতন বস্তুর অত্যন্ত আদর, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

নবং বস্ত্রং নবং ছত্রং নব্যা স্ত্রী নূতনং গৃহম্।
সর্ব্বত্র নূতনং শস্তং সেবকান্নং পুরাতনম্॥

নূতন বসন আর ছত্রও নূতন,
নূতন রমণী পুনঃ নূতন ভবন,
সমস্ত নূতন বস্তু পরম সুন্দর,
কিন্তু পুরাতন ভৃত্য অন্ন মনোহর!

(১৬)

নারিকেলে জল-সঞ্চারের ন্যায় লক্ষ্মীর আগমন কেহই দেখিতে পায় না। গজ-ভুক্ত অন্তঃসার-শূন্য কপিত্থ (কদ্‌বেল) ফলের মত তাঁহার বহির্গমনও মানবের দৃষ্টি-শক্তির বহির্ভূত। ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয় :—

সমায়াতি যদা লক্ষ্মীর্নারিকেলফলাম্বুবৎ।
বিনির্যাতি যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্তকপিত্থবৎ॥

কখন্ আসেন লক্ষ্মী, বুঝে উঠা ভার,
নারিকেলে হয় যথা জলের সঞ্চার।
কখন্ বা যান্ লক্ষ্মী, বুঝে উঠা দায়,
গজ-ভুক্ত-উদ্গিরিত কপিত্থের প্রায়!

নীতি-রত্নম্

(বররুচি-বিরচিতম্)

(১)

চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখই যাঁহার বিহার-ভূমি, এবং বাচালতাই যাঁহার প্রধান অলঙ্কার, সেই সরস্বতী-দেবীর পদে প্রণাম করিয়া কবি মঙ্গলাচরণ করিতেছেন :—

চতুর্ম্মুখমুখাম্ভোজশৃঙ্গাটকবিহারিণীম্।
নিত্যপ্রগল্ভবাচালামুপতিষ্ঠে সরস্বতীম্॥

চতুর্ম্মুখ-মুখ-পদ্মে চতুষ্পথ রয়,
তাহাতে বিহার যাঁর হইয়া তন্ময়,
নিরন্তর বাচালতা বদনে যাঁহার,
সেই ভারতীর পদে প্রণাম আমার!

(২)

এ সংসারে যাবতীয় দুঃখ সহ্য হইতে পারে, কিন্তু অরসিক ব্যক্তির সহিত রসালাপ করিয়া যে বিষম দুঃখ হয়, তাহা কিছুতেই সহ্য হয় না। ইহাই এই শ্লোকের নিষ্কষিতার্থ :—

ইতরতাপশতানি যদৃচ্ছয়া
বিলিখ তানি সহে চতুরানন।
অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ॥

ত্রি-জগতে যত দুঃখ আছে চতুর্ম্মুখ!
যত পার লিখে দাও, নাহি তায় দুখ।
অরসিক সনে যার রসালাপ হয়,
তাহার কপালে সুখ কিছুতে না রয়।
"জীবন ধরিয়া তুমি যত দিন রবে,
অরসিক সনে তব রসালাপ হবে"
এ কথাটী যেন প্রভু! কপালে আমার
লিখ না, লিখ না, তুমি ভুলে একবার!

(৩)

কাব্যামৃত-পান ও সাধুর সহিত আলাপন, এই দুইটী পদার্থই এই অসার সংসারে সারবৎ বস্তু। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়:—

সংসারবিষবৃক্ষস্য দ্বে ফলে অমৃতোপমে।
কাব্যামৃতরসাস্বাদঃ সর্ব্বদা সাধুসঙ্গমঃ॥

এ সংসার বিষ-বৃক্ষ জানিও নিশ্চয়,
সুধা-সম দুটী ফল সদা তায় রয়;
প্রথমটি, কাব্য-সুধা-রস-আস্বাদন,
দ্বিতীয়টি, সাধু-জন সনে আলাপন!

(৪)

পণ্ডিতের সমস্তই গুণ এবং মূর্খের সমস্তই দোষ। এজন্য সহস্র মূর্খ অপেক্ষাও একটীমাত্র পণ্ডিতের আদর অধিক! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

পণ্ডিতে হি গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষা হি কেবলাঃ।
তস্মান্মূর্খসহস্রেভ্যঃ প্রাজ্ঞ একো বিশিষ্যতে॥

এ সংসারে যত গুণ রহে অনুক্ষণ,
সব গুলি আছে তাঁর পণ্ডিত যে জন।
দোষ ব'লে যাহা কিছু এ সংসারে রয়,
সব গুলি লয় গিয়া মূর্খের আশ্রয়।
এক সুপণ্ডিত যদি রন্ বিদ্যমান,
সহস্র মূর্খও তাঁর না হয় সমান!

(৫)

যখন মনুষ্যের সময় মন্দ হয়, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতেই তাহার বিপদের আশঙ্কা থাকে। কবি হরিণ-শিশুর দৃষ্টান্ত দিয়া পাঠক-গণকে এই শিক্ষা দিতেছেন :—

পুরো রেবাপারে গিরিরতিদুরারোহশিখরো
ধনুষ্পাণিঃ পশ্চাৎ শবরনিকরো ধাবতি পুনঃ।
সরঃ সব্যেঽসব্যে দবদহনদাহব্যতিকরঃ
ক্ক যামঃ কিং কুর্ম্মো হরিণশিশুরেবং বিলপতি॥

সম্মুখে নর্ম্মদা নদী পর-পারে যার
দুরারোহ গিরি এক রহে অনিবার।
পশ্চাতে ধনুক হস্তে করি ব্যাধ-গণ
দ্রুত-বেগে মোর দিকে আসিছে এখন।
বাম দিকে রহিয়াছে এক সরোবর,
দক্ষিণে দাবাগ্নি ঘোর জ্বলে নিরন্তর।
কি করি, কোথায় যাই কোন্ দিক্ দিয়া,
ভাবিছে হরিণ-শিশু প্রমাদ গণিয়া!

(৬)

ছেদশ্চন্দনচূতচম্পকবনে রক্ষা চ শাখোটকে
হিংসা হংসময়ূরকোকিলকুলে কাকেষু বহ্বাদরঃ।
মাতঙ্গেন খরক্রয়ঃ সমতুলা কর্পূরকার্পাসয়ো-
রেষা যত্র বিচারণা গুণিগণে দেশায় তস্মৈ নমঃ॥

"সপ্তরত্নম্"-প্রবন্ধের তৃতীয় শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৭)

নীচ লোক যতই মহৎ কার্য্য করুক, তথাপি সে তাহার জাতীয় ভাব ত্যাগ করিতে অক্ষম। সিংহের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন :—

ভিনত্তি ভীমং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাদতীব।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

করুক ভীষণ করি-কুম্ভ-বিদারণ,
করুক পবন-বেগে সদাই গমন,
করুক সদাই গিরি-শৃঙ্গ অধিকার,
তবু সিংহ পশু বিনা কিছু নয় আর!

(৮)

মহৎ কার্য্য করিলেও ক্ষুদ্রের ক্ষুদ্রত্ব কিছুতেই অপনীত হয় না। কাকের দৃষ্টান্ত দিয়া ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

কাকস্য চঞ্চুর্যদি হেমযুক্তা
মাণিক্যযুক্তৌ চরণৌ চ তস্য।

একৈকপক্ষে গজরাজমুক্তা
তথাপি কাকো ন চ রাজহংসঃ ॥

সোণায় কাকের ঠোঁট দাও বাঁধাইয়া,
মাণিক প্রত্যেক পায়ে দাও লাগাইয়া,
জুড়ে দাও গজ-মুক্তা প্রত্যেক ডানায়,
কাক ছাড়া রাজহংস কে বলিবে তায়?

(৯)

পণ্ডিত লোক অসীম বিদ্যা-সঞ্চয় করিয়াও গর্ব্ব প্রকাশ করেন না, কিন্তু মূর্খ ব্যক্তি অত্যল্প বিদ্যা-লাভ করিয়াই মহা গর্ব্ব করিয়া থাকে। কোকিল ও ভেকের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন :—

দিব্যং চূতরসং পীত্বা ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে ॥

সুমধুর আম্র-ফল করিয়া ভক্ষণ
কোকিলের অহঙ্কার না হয় কখন।
কিন্তু ব্যাঙ্ ঘোলা জল যদি করে পান,
ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ শব্দে তার ফে'টে যায় কাণ!

(১০)

সদাশয় ব্যক্তি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও তাঁহার অহঙ্কার নাই; কিন্তু নীচাশয় ব্যক্তি সামান্য ধন-লাভ করিয়াই অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। রোহিত ও শফরী মৎস্যের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে এই জ্ঞান-শিক্ষা দিতেছেন :—

অগাধজলসঞ্চারী ন গর্ব্বং যাতি রোহিতঃ।
অঙ্গুষ্ঠোদকমাত্রেণ শফরী ফর্ফরায়তে ॥

সদাই অগাধ জলে ঘুরিয়া বেড়ায়,
তবু রুই গর্ব্ব নাহি করে কভু তায়।
কিন্তু পুঁঠি মাছ অল্প জলের ভিতরে
চারিধারে ঘুরে মরে ফর্ ফর্ ক'রে!

(১১)

যে স্থান মূর্খের প্রলাপ-বাক্যে প্রতিধ্বনিত হয়, সেই স্থানে পণ্ডিতের মৌন অবলম্বন করাই কর্ত্তব্য! কোকিল ও ভেকের উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন :—

ভদ্রং কৃতং কৃতং মৌনং কোকিলৈর্জলদাগমে।
দর্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্॥

বর্ষারে আসিতে দেখি বুঝিয়া শুঝিয়া
কোকিল বসিয়া রয় মুখটী চাপিয়া।
প্যাঁক্ প্যাঁক্ করে ব্যাঙ্ থাকিয়া যেখানে,
চুপ ক'রে থাকা ভাল বসিয়া সেখানে!

(১২)

মূর্খের আদর ও পণ্ডিতের অনাদর করিলেও মূর্খের মূর্খত্ব ও পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য কিছুমাত্র অপনীত হয় না। কাচ ও মণির দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে এই মহাবাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতেছেন :—

মণির্লুঠতি পাদেষু কাচঃ শিরসি ধার্য্যতে।
যথৈবাস্তে তথৈবাস্তাং কাচঃ কাচো মণির্মণিঃ॥

মণিরে ফেলিয়া রাখ পায়ের তলায়,
কাচেরে ধরিয়া রাখ তুলিয়া মাথায়,
যেখানে সেখানে কেন থাক্ না যখনি,
কাচ সেই কাচ, আর মণি সেই মণি!

(১৩)

দুই জনের বাহ্য ভাব একরূপ হইলেও যথাকালে তাহাদের আভ্যন্তরিক গুণ বা দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কোকিল ও কাকের উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন ঃ—

কাকঃ কৃষ্ণঃ পিকঃ কৃষ্ণঃ কো ভেদঃ পিককাকয়োঃ।
বসন্তে সমুপায়াতে কাকঃ কাকঃ পিকঃ পিকঃ॥

রঙে রঙে মিলিলেও পিকে আর কাকে,
বসন্ত আসিলে কিন্তু চেনা যায় ডাকে!

(১৪)

নির্ধন হইয়া বন্ধু-গণের সহিত এ সংসারে বসতি করা অপেক্ষা অরণ্যে গমন করাও সুখজনক। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ ঃ—

বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্রসেবিতং
দ্রুমালয়ঃ পত্রফলাম্বুভোজনম্॥
তৃণানি শয্যা বসনঞ্চ বল্কলং
ন বন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম্॥

সিংহ-ব্যাঘ্র-পরিপূর্ণ সদাই যে বন,
বরং তাহাও ভাল, হেন লয় মন।
ফল পত্র কিংবা জল বরং খাইয়া
অরণ্যে থাকিব গিয়া সংসার ছাড়িয়া।
বরং তৃণের শয্যা করিব রচন,
বরং বল্কল-বস্ত্র করিব ধারণ,
তবু যেন ধন-হীন হ'য়ে এ জীবনে
থাকিতে না হয় কভু বন্ধু-গণ সনে!

(১৫)

কোন্ কোন্ স্থলে কোন্ কোন্ লোকের জীবন মৃত্যুবৎ বোধ হয়, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

সাধ্বীস্ত্রীণাং দয়িতবিরহে মানিনাং মানভঙ্গে
সল্লোকানামপি জনরবে নিগ্রহে পণ্ডিতানাম্ ।
অন্যোদ্রেকে কুটিলমনসাং নিগু´ণানাং বিদেশে
ভৃত্যাভাবে ভবতি মরণং ভূরিসম্ভাবিতানাম্ ॥

পতির বিরহ-দুঃখ সয় যেই সতী,
মরণ হইল যেন, এই তার মতি ।
বারেক মানীর মান নষ্ট যদি হয়,
নিশ্চয় মরণ ব'লে তার মনে হয় ।
সজ্জনের অপবাদ কভু যদি রটে,
অমনি ভাবিয়া লয় মরণ নিকটে ।
পণ্ডিত জনের কেহ করিলে পীড়ন,
বোধ হয় যেন তার হইল মরণ !
পরের দেখিলে ভাল কুটিল যে জন,
মরণ হইল যেন, এই তার মন ।
গুণ-হীন জন যদি যাইল বিদেশে,
মরণ হইল তার বলি ভাবে শেষে ।
ভৃত্যের অভাব যদি হ'ল একবার,
যে জন ঐশ্বর্য্য-শালী মরণ তাহার !

নীতি-সারঃ

(ঘটকর্পর-বিরচিতঃ)

(১)

যে দুই জন পরস্পর মিত্রতা-সূত্রে চিরদিন আবদ্ধ থাকে, তাহারা বহুদূরে বসতি করিলেও সেই দূর পথ দূর বলিয়া বোধ হয় না, এবং তাহাদের মিত্রতারও কিছুমাত্র হ্রাস হয় না। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ ঃ—

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদো
লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মম্।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষে কুমুদস্য বন্ধু-
র্যো যস্য মিত্রং ন হি তস্য দূরম্॥

ময়ূর বসতি করে পর্ব্বত-শিখরে,
কিন্তু তার বন্ধু মেঘ আকাশ-উপরে।
লক্ষ যোজনের পথে দেব দিবাকর,
প্রেয়সী পদ্মিনী তাঁর জলের উপর।
দ্বিলক্ষ যোজনে চন্দ্র আকাশের তলে,
প্রণয়িনী কুমুদিনী কিন্তু রহে জলে।
এই সব পরস্পর থাকে কত দূরে,
কিন্তু সবে বাঁধা আছে প্রণয়ের ডোরে।
যার প্রতি রহে যার প্রগাঢ় প্রণয়,
তাহাদের পথ কভু দূর বোধ হয়?

(২)

পুরুষের ধন না থাকিলে, তাহার মাতা, পিতা, পুত্র, ভার্য্যা, সহোদর, ভৃত্য প্রভৃতি কেহই তাহাকে ভাল বাসে না। ধনই মানুষকে বশে রাখিয়া দেয়। ধনের মহত্ত্ব-বর্ণনই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয় ঃ—

মাতা নিন্দতি নাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃ কুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তা চ নালিঙ্গতি।
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ
তস্মাদর্থমুপার্জ্জয়স্ব সুমতে হ্যর্থেন সর্ব্বে বশাঃ॥

কত নিন্দা করে মাতা, আদর না করে পিতা
নিজ সহোদর নাহি করে সম্ভাষণ!
ভৃত্য বাক্য-বাণ হানে, পুত্র নাহি কভু মানে,
গৃহিণীও নাহি করে প্রেম-আলাপন!
পাছে কিছু দিতে হয়, এই ভয়ে বন্ধু রয়,
একটী কহিতে কথা কিছুতে না চায়!
শুন ওহে বুদ্ধিমন্ কর অর্থ উপার্জ্জন,
অর্থ-বলে বশীভূত সবাই ধরায়!

(৩)

ধনের প্রশংসা করিয়া কবি কহিতেছেন :—

ধনৈর্নিষ্কুলীনাঃ কুলীনা ভবন্তি
ধনৈরাপদং মানবা নিস্তরন্তি।
ধনেভ্যঃ পরো বান্ধবো নাস্তি লোকে
ধনান্যর্জ্জয়ধ্বং ধনান্যর্জ্জয়ধ্বম্॥

নাই যার কুল, তার কুল হয় ধনে,
প্রধান উপায় ধন বিপদ্-মোচনে,
ধন্ হ'তে শ্রেষ্ঠ বস্তু না আছে সংসারে,
প্রাণ-পণ কর ধন-উপার্জ্জন তরে!

(৪)

ধনের মহিম-বর্ণনই এই শ্লোকে কবির উদ্দেশ্য :—

ন নরস্য নরো দাসো দাসশ্চার্থস্য সর্ব্বদা।
গৌরবং লাঘবং বাপি ধনাধননিবন্ধনম্ ॥

নরের দাসত্ব নাহি কভু করে নর,
অর্থেরি দাসত্ব নর করে নিরন্তর।
পরম সম্মান তার, ধনী যেই জন,
অতি অপমান তার, যে জন নির্ধন!

(৫)

উন্নত, নীচ, এমন কি যৎপরোনাস্তি নীচ উপায়েও কার্য্য-সাধন করা মনুষ্যের কর্ত্তব্য। নিজ কার্য্য উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণকেও কখনও বামন-রূপী ত্রিবিক্রম, কখনও শূকর, কখনও বা নৃসিংহের মূর্ত্তি ধারণ করিতে হইয়াছিল। বক্ষ্যমাণ শ্লোকে ইহাই কবির বক্তব্য বিষয়ঃ—

ত্রিবিক্রমোঽভূদপি বামনোঽসৌ
স শূকরশ্চেতি স বৈ নৃসিংহঃ।
নীচৈরনীচৈরতিনীচনীচৈঃ
সর্ব্বৈরুপায়ৈঃ ফলমেব সাধ্যম্ ॥

কিবা নীচ, অতি নীচ, অথবা উন্নত,
যে কোন উপায়ে কার্য্য কর সম্পাদিত।
বামন দেবের দেখ এরূপ নিয়ম,
শূকর, নৃসিংহ কভু, কভু ত্রিবিক্রম!

(৬)

মনুষ্যের চিত্ত, বিত্ত, জীবন, যৌবন প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থই বিনশ্বর; কিন্তু তাহার একমাত্র কীর্ত্তিই চিরস্থায়িনী। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছেঃ—

চলং চিত্তং চলং বিত্তং চলং জীবনযৌবনম্।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি ॥

কিবা ধন মন, কিবা জীবন যৌবন,
স্থির নয় এ সবার কিছুই কখন!
কীর্ত্তিই সুস্থির-ভাবে থাকে অনিবার,
যথার্থ জীবিত সেই, কীর্ত্তি রহে যার!

(৭)

এ সংসারে যাঁহার শৌর্য্যাদি ও দানাদি বিষয়-জনিত সুনাম থাকে, তিনিই যথার্থ জীবিত; কিন্তু যে ব্যক্তির এরূপ সুনাম নাই, সেই ব্যক্তিই জীবিত থাকিয়াও মৃতবৎ গণ্য হয়। ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ :—

স জীবতি যশো যস্য কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।
অযশোঽকীর্ত্তিসংযুক্তো জীবন্নপি মৃতোপমঃ॥

সুনাম রহিবে যার শৌর্য্যাদি-জনিত,
এ সংসারে সেই জন যথার্থ জীবিত।
দানাদি-জনিত যার রহিবে সুনাম,
যথার্থ জীবিত সেই জন অবিরাম।
যে জনের যশঃ কীর্ত্তি না রহে কখন,
প্রাণ থাকিলেও তার যথার্থ মরণ!

(৮)

আহার ও বিহার এই দুই বিষয় ভিন্ন অন্য বিষয়ে বৃদ্ধের কথা গ্রহণ করা উচিত। কবি এই শ্লোকে ইহাই বলিতেছেন :—

বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে।
সর্ব্বত্রৈবং বিচারে তু নাহারে ন চ মৈথুনে॥

উপস্থিত হয় যবে বিপৎ-সময়,
শুনিবে বৃদ্ধের কথা হইয়া তন্ময়।

সমস্ত কার্য্যেই রে'খো বৃদ্ধের বচন,
ভোজনে মৈথুনে কিন্তু না রে'খো কখন!

(৯)

যে ব্যক্তি ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট ও ক্ষণে ক্ষণে তুষ্ট হয়, অর্থাৎ যাহার চিত্তের স্থিরতা নাই, তাহার প্রসাদেও বিপদ্ এবং অনুগ্রহেও নিগ্রহ আছে। ইহাই এই শ্লোকের কথ্যমান বিষয়ঃ—

ক্বচিৎ রুষ্টঃ ক্বচিৎ তুষ্টো রুষ্টস্তুষ্টঃ ক্ষণে ক্ষণে।
অব্যবস্থিতচিত্তস্য প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ॥

কথনও রুষ্ট হয়, কথনও তুষ্ট রয়,
ক্ষণে ক্ষণে রুষ্ট তুষ্ট যেই জন হয়,
তার মন এক নয়, ভিন্ন কালে ভিন্ন হয়,
তার প্রসাদেও রহে বিপদের ভয়!

(১০)

ক্রোধ করিবার যে কারণ থাকিলে মানুষ ক্রুদ্ধ হয়, সেই কারণ দূরীভূত হইলেই তাহার ক্রোধ-নিবৃত্তি হইয়া থাকে; কিন্তু কারণ না থাকিলেও যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধ হয়, তাহার ক্রোধ কিছুতেই উপশমিত হয় না। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়ঃ—

নিমিত্তমুদ্দিশ্য হি যঃ প্রকুপ্যতি
ধ্রুবং স তস্যাপগমে প্রসীদতি।
অকারণদ্বেষি মনোঽস্তি যস্য বৈ
কথং জনস্তং পরিতোষয়িষ্যতি॥

কারণ থাকিলে তবে ক্রোধ যার হয়,
সে কারণ গে'লে, তাহা নাহি আর রয়।

নাহি যার কিছুমাত্র ক্রোধের কারণ,
অথচ যদ্যপি ক্রোধ করে সেই জন,
হেন জন কেবা কোথা রহে এ সংসারে,
সন্তুষ্ট করিতে পারে যে জন তাহারে ?

(১১)

(সিংহের প্রতি শূকরের উক্তি:)

মহামূর্খই মহাপণ্ডিতের নিকটে আপনার পাণ্ডিত্যাভিমান প্রকাশ করিয়া সাধারণ লোকের হাস্যাস্পদ হয়। ইহাই কবি কৌশল-সহকারে শূকর ও সিংহের উদাহরণ দিয়া কহিতেছেন :—

দশ ব্যাঘ্রা জিতাঃ পূর্ব্বং সপ্ত সিংহাস্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া॥

দশ ব্যাঘ্র, সপ্ত সিংহ, তিন হস্তী আর,
পরাজিত হইয়াছে নিকটে আমার।
দর্শন করুক যত দেবতা-নিকর,
তোমাতে আমাতে আজ বাধিবে সমর!

(১২)

(শূকরের প্রতি সিংহের প্রত্যুক্তি)

মহাপণ্ডিত মহামূর্খের নিকটে আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা না করিয়া স্বেচ্ছাক্রমেই পরাজয় স্বীকার করেন। পণ্ডিতই, পণ্ডিত ও মূর্খের প্রভেদ বুঝিতে পারেন। সিংহ ও শূকরের উদাহরণ দিয়া 'কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন :—

গচ্ছ শূকর ভদ্রং তে ব্রূহি সিংহো ময়া জিতঃ।
পণ্ডিতা এব জানন্তি সিংহশূকরয়োর্বলম্॥

যাও হে শূকর! তুমি থাক হে কুশলে,
সিংহেরে করেছি জয়, বলিও সকলে।
এ সংসারে বুদ্ধি যার আছে বিলক্ষণ,
সিংহ-শূকরের বল বুঝে সেই জন!

(১৩)

তেজস্বী পুরুষই উদ্যম এবং কাপুরুষই দৈব-বল অবলম্বন করিয়া থাকে। দৈব-বলে বিশ্বাস না করিয়া স্বীয় পৌরুষ প্রদর্শন করাই পুরুষত্বের প্রধান লক্ষণ। কোনও কর্ম্মে যত্নবান্ হইয়াও তাহাতে সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে কর্ম্ম-কর্ত্তার দোষ হয় না। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
র্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং বিহায় কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥

উদ্যোগ করিয়া থাকে যেই নিরন্তর,
হইবে লক্ষ্মীর কৃপা তাহারি উপর!
দৈব-বলে সব মিলে, এ কথা যে বলে,
নিশ্চয় সে কাপুরুষ, জানিও ভূতলে।
দৈব-নাম দূর করি, রে অবোধ নর!
উদ্যোগ করহ সদা হইয়া তৎপর।
যত্নও করিলে যদি সিদ্ধি নাহি হয়,
তবে আর কিবা দোষ বল তায় রয়?

(১৪)

সংসারে নানাবিধ দুশ্চিন্তার বিষয় থাকিলেই পুরুষ তাহা মনে মনে নিরন্তর আন্দোলন করিয়া অবশেষে কাষ্ঠবৎ শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার জন্য কবি স্বয়ং ভগবানেরও দুর্গতির কথা এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ ॥

এক ভার্য্যা সরস্বতী বড়ই মুখরা,
যাঁহার মুখের চোটে ফে'টে যায় ধরা!
আর এক ভার্য্যা রন্, লক্ষ্মী নাম তাঁর,
এবাড়ী ওবাড়ী করা মহারোগ যাঁর!
দিগ্বিজয়ী এক পুত্র দুরন্ত মদন,
পঞ্চ শরে খুঁচে খুঁচে করে জ্বালাতন!
অনন্ত সর্পেতে শয্যা, সমুদ্রে নিবাস,
গরুড়ের কাঁধে উঠি চলা বারবার!
এই সব মনে মনে তোলাপাড়া করি,
শুকাইয়া কাঠখানি হ'য়েছেন হরি!

(১৫)

এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। মানুষ ইহাতে কয়েকদিন মাত্র থাকিয়াই আবার চলিয়া যাইবে; ইহাই ঈশ্বরের অব্যর্থ নিয়ম। এই নীতিই এই শ্লোকের শিক্ষণীয় বিষয়:—

অতিদূরপথশ্রান্তাশ্ছায়াং যান্তি চ শীতলাম্।
শীতলাশ্চ পুনর্যান্তি কা কস্য পরিদেবনা ॥

বহু-দূর পথে যদি কেহ কভু যায়,
শ্রান্তি দূর করে বসি শীতল ছায়ায়।
শ্রান্তি দূর করিয়াই কোথা চ'লে যায়,
কার তরে শোক দুঃখ করিবে ধরায়!

(১৬)

মানের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অপমান সহ্য করিয়াও কার্য্যোদ্ধার করা এ সংসারে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কার্য্যকালেই মানুষের মূর্খতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

অপমানং পুরস্কৃত্য মানং কৃত্বা চ পৃষ্ঠতঃ।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ কার্য্যধ্বংসে হি মূর্খতা॥

যত কিছু অপমান সম্মুখে ধরিয়া,
যত কিছু আছে মান পশ্চাতে রাখিয়া,
স্বকার্য্য সাধন করে বুদ্ধিমান্ জন,
কার্য্য-নাশ হইলেই মূর্খের লক্ষণ!

(১৭)

বহুগুণশালী লোকের একটীমাত্র দোষ থাকিলে তাহা লক্ষ্য না হইয়া অদৃশ্য হইয়াই পড়ে;—এ কথাটী সত্য নহে, কারণ বহুগুণশালী লোকের একমাত্র দারিদ্র্য-দোষই স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। ইহাই এই শ্লোকে কবির আক্ষেপোক্তি :—

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
ন তেন দৃষ্টং কবিনা সমস্তং
দারিদ্র্যমেকং গুণরাশিনাশি॥

"যাহার অসংখ্য গুণ রহে এ ধরায়,
একমাত্র দোষ তার কে দেখে কোথায়?"
যে কবি এ কথা বলে, নাই তার জানা—
এই জগতের সব কাণ্ড কারখানা!

থাকুক অসংখ্য গুণ, কিন্তু তবু হায়
একমাত্র দারিদ্র্যেই সব ঢে'কে যায়!

(১৮)

যে কার্য্য একবার করা হইয়াছে, তাহার আর কি করা যায়? যে ব্যক্তি একবার মরিয়া গিয়াছে, তাহার কিরূপে পুনর্ব্বার মরণ সম্ভবে? যে বিষয় অতীত হইয়া গিয়াছে, তাহার জন্য আর শোকের প্রয়োজন কি? ইহাই এই শ্লোকে কবির কথ্যমান বিষয়ঃ—

কৃতস্য করণং নাস্তি মৃতস্য মরণং তথা।
গতস্য শোচনং নাস্তি হ্যেতদ্বেদবিদাং মতম্॥

যে কার্য্য করেছ, তার কি আর করিবে?
যে জন মরেছে, সে বা কি আর মরিবে?
গত বিষয়ের শোকে কিবা প্রয়োজন?
এই কথা ব'লেছেন বেদবিদ্-গণ!

(১৯)

মৃত্যুর বিশেষ কারণ থাকিলেও কাল পূর্ণ না হইলে জীবের মৃত্যু নাই; কিন্তু মৃত্যুর বিশেষ কারণ না থাকিলেও কাল পূর্ণ হইলেই তাহার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্ষ্যমাণ বিষয়ঃ—

নাকালে ম্রিয়তে জন্তুর্বিদ্ধঃ শরশতৈরপি।
কুশকণ্টকবিদ্ধোঽপি প্রাপ্তকালো ন জীবতি॥

সময় না হ'লে হায় কেহ নাহি মরে,
সে জন বিদ্ধও যদি হয় শত শরে!
সময় তাহার কিন্তু আসিবে যখন,
কুশের কাঁটায় তাঁর হইবে মরণ!

(২০)

জীব, গভীর সমুদ্রেই মগ্ন হউক, উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ হইতেই পতিত হউক, অথবা দুরন্ত তক্ষক-সর্প দ্বারাই দষ্ট হউক, তথাপি যদি তাহার পরমায়ু থাকে, কিছুতেই তাহার মৃত্যু হইবে না। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

নিমগ্নস্য পয়োরাশৌ পর্ব্বতাৎ পতিতস্য চ।
তক্ষকেণাপি দষ্টস্য আয়ুর্মর্ম্মাণি রক্ষতি ॥

সমুদ্রেও মগ্ন যদি হয় কোন জন,
পর্ব্বত হ'তেও যদি হয় বা পতন,
দুরন্ত তক্ষক-সর্প ধরিয়া তাহারে,
বিষ-দন্ত দিয়া যদি খণ্ড খণ্ড করে,
তথাপি তাহার প্রাণ কে করে সংহার,
কিছুমাত্র পরমায়ু থাকে যদি তার!

(২১)

কার্য্য-নীতিজ্ঞ ব্যক্তি এই অনন্ত ভূমণ্ডলের যাবতীয় স্থানেই পরিভ্রমণ করুন, তথাপি ঈশ্বরের মনে যাহা আছে, সেইরূপ ফলই তিনি প্রাপ্ত হইবেন; ইহা অপেক্ষা অল্প বা অধিক ফল তিনি কিছুতেই প্রাপ্ত হইবেন না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

করোতু নাম নীতিজ্ঞো ব্যবসায়মিতস্ততঃ।
ফলং পুনস্তদেব স্যাৎ যৎ বিধের্মনসি স্থিতম্ ॥

কার্য্য-নীতি বিলক্ষণ জানা আছে যার,
ছুটোছুটি করিলেও সদা চারিধার,
সেই ফল ভিন্ন তার আর গতি নাই,
বিধাতার মনে যাহা রয়েছে সদাই।

গুণ-রত্নম্

(ভবভূতি-বিরচিতম্)

(১)

কবি এই শ্লোকে দেবাধিদেব গণেশের লীলা-বর্ণন করিয়া মঙ্গলাচরণ করিতেছেন :—

সানন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজরবাহূতকৌমারবর্হি-
ত্রাসান্নাসাগ্ররন্ধ্রং বিশতি ফণিপতৌ ভোগসঙ্কোচভাজি।
গণ্ডোড্ডীনালিমালামুখরিতককুভস্তাণ্ডবে শূলপাণে-
র্বৈনায়ক্যশ্চিরং বো বদনবিধুতয়ঃ পান্তু চীৎকারবত্যঃ॥

শূল-হস্তে নাচে শিব তাণ্ডব ধরিয়া,
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী দু-হাতে করিয়া।
ইহা শুনি কার্ত্তিকের ময়ূর সকল
মেঘ-ধ্বনি মনে করি এ'লো সেই স্থল।
ময়ূরের ভয়ে সর্প ফণা গুটাইয়া
লুকাইল গণেশের নাসিকায় গিয়া।
মদ-গন্ধে মহাশব্দে যতেক ভ্রমর
উড়িতে লাগিল গজ-গণ্ডের উপর।
ভয়াকুল গণেশের মুখ-সঞ্চালন
করুন সর্ব্বদা তোমাদিগকে পালন!

(২)

যাঁহার গলে গরল, মস্তকে মন্দাকিনী, ক্রোড়ে ভগবতী ও কটিতটে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, এবং যাঁহার দুশ্ছেদ্য মায়াজালে এই অনন্ত ত্রিভুবন চিরদিনই আবদ্ধ রহিয়াছে, সেই দেবাধিদেব মহাদেবকে কবি এই শ্লোকে প্রণাম করিতেছেন :—

যৎকণ্ঠে গরলং বিরাজতিতরাং মৌলৌ চ মন্দাকিনী
যস্যাঙ্কে গিরিজাননং কটিতটে শার্দ্দূলচর্ম্মাম্বরম্।
যন্মায়া হি রুণদ্ধি বিশ্বমখিলং তস্মৈ নমঃ শম্ভবে
জম্বূবৎ জলবিন্দুবৎ জলজবৎ জম্বালবৎ জালবৎ ॥

কণ্ঠে কালকূট যাঁর, শিরে মন্দাকিনী,
ক্রোড়ে দুর্গা-মুখ, বস্ত্র ব্যাঘ্র-চর্ম্ম খানি,
ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী যাঁর মায়া অনিবার,
সে শিবের পদে নিত্য প্রণাম আমার—
জম্বূ, জল-বিন্দু আর জলজের মত
জম্বাল জালের মত শোভে অবিরত!

(৩)

কবি এই শ্লোকে বিদ্যার উৎকর্ষ-বর্ণন ও ধন অপেক্ষা তাহার শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন করিয়া বিদ্যা-হীন মনুষ্যকে পশুর সমান বলিয়া কল্পনা করিতেছেন :—

বিদ্যা নাম নরস্য রূপমধিকং প্রচ্ছন্নগুপ্তং ধনং
বিদ্যা ভোগকরী যশঃশুভকরী বিদ্যা গুরূণাং গুরুঃ।
বিদ্যা বন্ধুজনো বিদেশগমনে বিদ্যা পরং দৈবতং
বিদ্যা রাজসু পূজ্যতে ন হি ধনং বিদ্যাবিহীনঃ পশুঃ ॥

বিদ্যাই নরের রূপ, অতি গুপ্ত ধন,
বিদ্যাই সম্ভোগ-শুভ-যশের কারণ,
বিদ্যাই গুরুর গুরু এই মহীতলে,
বিদ্যাই পরম বন্ধু বিদেশে থাকিলে,
বিদ্যাই সংসারে এক দেবতা-রতন,
বিদ্যাই রাজার পূজ্য,—পূজ্য নহে ধন!
হায় রে যাহার বিদ্যা নাই এ সংসারে,
পশু বিনা কিবা আর বলা যায় তারে!

(৪)

গুণবান্‌ই গুণবানের গুণ এবং বলবান্‌ই বলবানের বল বুঝিতে সমর্থ ;— নির্গুণ ও নির্ব্বলের তাহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই। কোকিলই বসন্তের গুণ বুঝিতে পারে, কিন্তু কাক তাহা বুঝিতে পারে না ; এবং হস্তীই সিংহের বল বুঝিতে সমর্থ, কিন্তু ইন্দুর তাহা বুঝিতে সমর্থ নহে। ইহাই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয় :—

গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণো
বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্ব্বলঃ।
পিকো বসন্তস্য গুণং ন বায়সঃ
করী চ সিংহস্য বলং ন মূষিকঃ॥

গুণীই গুণীর গুণ বুঝে লন্ মনে,
নির্গুণ তাঁহার গুণ বুঝিবে কেমনে !
বলীই বলীর বল বুঝিতে সক্ষম,
দুর্ব্বল তাঁহার বল বুঝিতে অক্ষম !
বসন্তের যত গুণ পিক বুঝে লয়,
কাকের বুঝিতে তাহা সাধ্য নাহি রয় !
হস্তীই সিংহের বল বুঝে লয় মনে,
হায়রে ইন্দুর তাহা বুঝিবে কেমনে !

(৫)

গুণবান্ ব্যক্তি যাহা গুণ বলিয়া মনে করেন, নির্গুণ ব্যক্তিই তাহা দোষ বলিয়া স্বীকার করে। নদীর নির্ম্মল জল সুমিষ্ট হইলেও সমুদ্রে মিশিয়া তাহা অপেয় হইয়া উঠে। ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ :—

গুণা গুণজ্ঞেষু গুণীভবন্তি
তে নির্গুণং প্রাপ্য ভবন্তি দোষাঃ।

সুস্বাদুতোয়প্রবহা হি নদ্যঃ
সমুদ্রমাসাদ্য ভবন্ত্যপেয়াঃ ॥

গুণী গুণজ্ঞের কাছে গুণী হ'য়ে রন্,
নির্গুণের কাছে কিন্তু সদা দোষী হন্।
নদীর নির্ম্মল জল মিষ্ট অতিশয়,
সমুদ্রে পড়িলে কিন্তু পান-যোগ্য নয়!

(৬)

সুজনের মুখে দোষও গুণ এবং দুর্জনের মুখে গুণও দোষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মেঘ সমুদ্রের লোণা জল খাইয়াও মিষ্ট জল, এবং সর্প দুগ্ধ-পান করিয়াও বিষ উদ্গিরণ করে। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

গুণায়ন্তে দোষাঃ সুজনবদনে দুর্জ্জনমুখে
গুণা দোষায়ন্তে তদিদমপি নো বিস্ময়পদম্।
যথা জীমূতোহয়ং লবণজলধের্বারি মধুরং
ফণী ক্ষীরং পীত্বা বমতি গরলং দুঃসহতরম্ ॥

সংসারে যথার্থ সাধু হন্ যেই জন,
দোষকেও গুণ বলি করেন গ্রহণ।
পরম অসাধু কিন্তু যেই জন হয়,
গুণকেও দোষ বলি তার মনে লয়।
সাধু অসাধুর এই ভিন্ন আচরণ,
কিছুতেই নহে কভু বিস্ময়-কারণ!
জলধর সাগরের খায় লোণা জল,
কিন্তু মিষ্ট জল দিতে না হয় বিফল।
বিষধর সুমধুর দুগ্ধ-পান করে,
কিন্তু হায় মহাকটু গরল উগরে!

(৭)

বিদ্যা, ধন ও দৈহিক বল,—এই তিনটী বস্তু সুজন ও দুর্জনের আশ্রয়ে থাকিলে তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। আধার-ভেদেই যে একই আধেয় বস্তুর গুণান্তর জন্মে, তাহার দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন করাই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত :—

বিদ্যা বিবাদায় ধনং মদায়
শক্তিঃ পরেষাং পরিপীড়নায়।
খলস্য সাধোর্বিপরীতমেতৎ
জ্ঞানায় দানায় চ রক্ষণায় ॥

সংসারে খলের বিদ্যা বিবাদ-কারণ,
গর্ব্বের কারণ তার ধন-উপার্জ্জন,
মহাশক্তি রহে তার পরের পীড়নে,
এই সব বিপরীত কিন্তু সাধু জনে ;—
জ্ঞান হেতু বিদ্যা তাঁর, দান হেতু ধন,
পর-রক্ষা হেতু তাঁর শক্তিই সাধন !

(৮)

বল অপেক্ষা বুদ্ধিই প্রধান। বহু বল থাকিলেও কিছুমাত্র বুদ্ধি না থাকায় বৃহদাকার হস্তী চিরদিনই ক্ষুদ্রকায় মানবের অধীন রহিয়াছে। কবি এই কথাটী কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

মতিরেব বলাৎ গরীয়সী
যদভাবে করিণামিয়ং দশা।
ইতি ঘোষয়তীব ডিণ্ডিমঃ
করিণো হস্তিপকাহতঃ ক্বণন্ ॥

বল হ'তে বুদ্ধি বড়, জানিও নিশ্চয়,
বল আছে, বুদ্ধি নাই, কিবা তায় হয় ?
বুদ্ধি নাই, কিন্তু বল ধরে সর্ব্বক্ষণ,
তাই ত হস্তীর দশা হয়েছে এমন ;—
হস্তীর উপরি চড়ি ঢাক বাজাইয়া
মাহুত এ কথা সবে দেয় জানাইয়া !

(৯)

পুত্র যতই রূপবান্, ধনবান্ ও গুণবান্ হউক, বিদ্বান্ না হইলে তাহার জীবনই বৃথা। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

বরং গর্ভস্রাবো বরমপি চ নৈবাভিগমনং
বরং জাতপ্রেতো বরমপি চ কন্যাভিজননম্ ।
বরং বন্ধ্যা ভার্য্যা বরমপি চ গর্ভেষু বসতি-
র্ন চাবিদ্বান্ রূপদ্রবিণগণযুক্তোঽপি তনয়ঃ ॥

সেও ভাল, গর্ভস্রাব যদি কভু হয়,
সেও ভাল, নারী-সঙ্গ যদি নাহি লয়,
সেও ভাল, জন্মিয়াই যদি যায় ম'রে,
সেও ভাল, জন্মে যদি কন্যাই উদরে,
সেও ভাল, ভার্য্যা যদি বন্ধ্যা বার-মাস,
সেও ভাল, গর্ভে যদি নিত্য করে বাস !
রূপ-ধন-চয়-যুক্ত হ'লেও তনয়
বিদ্যা না থাকিলে তার কিছু কিছু নয় !

(১০)

কি কি গুণ থাকিলে যামিনী, কামিনী, মাধুরী ও চাতুরী-নামের সার্থকতা সম্পাদিত হয়, কবি এই শ্লোকে তাহারই নিরূপণ করিতেছেন :—

যা রাকা শশিশোভনা গতঘনা সা যামিনী যামিনী
যা সৌন্দর্য্যগুণান্বিতা পতিরতা সা কামিনী কামিনী।
যা গোবিন্দরসপ্রমোদমধুরা সা মাধুরী মাধুরী
যা লোকদ্বয়সাধনী তনুভৃতাং সা চাতুরী চাতুরী ॥

নির্মেঘ পূর্ণিমা রাত্রি, সেই ত যামিনী!
রূপযুতা পতিব্রতা, সেই ত কামিনী!
হরি-প্রেম-সুধা-রস, সেই ত মাধুরী!
তরায় উভয় লোক, সেই ত চাতুরী!

(১১)

কি কি কারণে বিদ্যাই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ধন, তাহা কবি এই শ্লোকে নিরূপণ করিতেছেন :—

জ্ঞাতিভির্বণ্ট্যতে নৈব চৌরেণাপি ন নীয়তে।
দানে নৈব ক্ষয়ং যাতি বিদ্যারত্নং মহাধনম্ ॥

জ্ঞাতিরাও নাহি পারে করিতে বণ্টন,
চুরি করিতেও নাহি পারে চোর-গণ,
বহু দান করিলেও নাহি হয় ক্ষয়,
বিদ্যার মতন ধন আর কিবা রয়?

(১২)

কখনই মৃত্যু হইবে না, এইরূপ মনে করিয়াই বিদ্যা ও ধন উপার্জ্জন করা বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য; এবং এখনই মৃত্যু হইবে, এইরূপ মনে করিয়াই তাঁহার ধর্ম্ম-কার্য্য করা উচিত। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

অজরামরবৎ প্রাজ্ঞো বিদ্যামর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ।
গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা ধর্ম্মমাচরেৎ ॥

বিদ্যা আর অর্থ যবে করে উপার্জ্জন,
স্বয়ং অমর ভাবে বুদ্ধিমান্ জন।
ধ'রেছে চুলের ঝুঁটি এ'সে যেন যম,
ধর্ম্ম-কার্য্য হেতু তাঁর ইহাই নিয়ম!

(১৩)

লোকে রূপ অপেক্ষা গুণেরই আদর করিয়া থাকে। প্রিয়-দর্শন পুষ্প সুগন্ধ-শূন্য হইলে কেহই তাহার আদর করে না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

গুণেন স্পৃহণীয়ঃ স্যাৎ ন রূপেণ যুতো জনঃ।
সৌগন্ধ্যহীনং নাদেয়ং পুষ্পং কান্তমপি ক্বচিৎ॥

গুণ যার থাকে, তার পরম আদর,
রূপের আদর নাই সংসার-ভিতর।
পুষ্পটী হউক যত নেত্র-তৃপ্তি-কর,
সুগন্ধি, না হ'লে, তার কে করে আদর?

ধর্ম্ম-বিবেকঃ

(হলায়ুধ-বিরচিতঃ)

(১)

ত্রিভুবনে শত সহস্র বৃক্ষ আছে, কিন্তু ধর্ম্ম-বৃক্ষের ন্যায় পরম পূজ্য ও অমূল্য বৃক্ষ আর নাই। শ্রদ্ধাই ইহার বীজ, এবং ব্রাহ্মণ-গণের জল-সেচনেই ইহা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হয়। চতুর্দ্দশ বিদ্যাই ইহার শাখা, এবং পুণ্য-লাভ হেতুই লোকে ইহার আদর করিয়া থাকে। এই বৃক্ষের স্থূল ও সূক্ষ্ম দুইটী ফল আছে ;—একটীর নাম "কাম" ও অপরটীর নাম "মোক্ষ"। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

শ্রদ্ধাবীজো বিপ্রবেদাম্বুসিক্তঃ
শাখা বিদ্যাস্তাশ্চতস্রো দশাঽপি।
পুণ্যান্যর্থী দ্বে ফলে স্থূলসূক্ষ্মে
কামো মোক্ষো ধর্ম্মবৃক্ষোঽয়মীড্যঃ ॥

ধর্ম্ম-বৃক্ষ সকলেরি পূজ্য সর্ব্বক্ষণ,
বেদ-জলে পুষ্ট তাহা করেন ব্রাহ্মণ।
চতুর্দ্দশ-বিদ্যা-শাখা তার চারিধারে,
যত্ন করে তারে লোক পুণ্য-লাভ তরে।
স্থূল সূক্ষ্ম দুই ফল তাহে অবিরাম,
কাম মোক্ষ এই দুই তাহাদের নাম!

(২)

স্থূল-বুদ্ধি মানব, ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-গতি বুঝিতে পারে না। ভগবান্‌কে সর্ব্বস্ব দান করিয়াও বলি-রাজ পাতালে বদ্ধ হইয়াছিলেন ; কিন্তু এক সরা মাত্র ছাতু দান করিয়াও কোনও এক ঋষি (উঞ্ছবৃত্তি বা ঋচীক ?) স্বর্গ-লাভ

করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতে অসতী থাকিয়াও কুন্তী-দেবীর ভাগ্যে স্বর্গ-লাভ ঘটিয়াছিল, কিন্তু সতী সাধ্বী পতিব্রতা সীতা-দেবী পাতালে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয়ঃ—

যাতঃ ক্ষ্মামখিলাং প্রদায় হরয়ে পাতালমূলং বলিঃ
শক্তুপ্রস্থবিসর্জ্জনাৎ স চ মুনিঃ স্বর্গং সমারোপিতঃ।
আবাল্যাদসতী সতী সুরপুরীং কুন্তী সমারোহয়ৎ
হা সীতা পতিদেবতাঽগমদধো ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ॥

সমস্ত পৃথিবী দান করি নারায়ণে
বলি-রাজ বদ্ধ হন্ পাতাল-ভবনে!
এক্ সরা ছাতু দিয়া কোন এক মুনি
স্বর্গে বাস করিলেন,—এ কথাও শুনি!
বাল্য-কাল হ'তে কুন্তী পরম অসতী,
অবশেষে হ'লো তাঁর স্বর্গ-ধামে গতি!
কিন্তু সেই সীতা-দেবী পতিব্রতা নারী,
কি দোষে পাতালে যান্, বুঝিতে না পারি!
ধর্ম্মের পরম সূক্ষ্ম গতি নিরন্তর,
সন্ধান কি পায় তার স্থূল-বুদ্ধি নর!

(৩)

যে পঞ্চ পাণ্ডবের পিতামহ স্বয়ং ব্যাসদেব কুমারীর গর্ভে জন্ম-গ্রহণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতৃ-বধূর বৈধব্য বিনাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই; যে পঞ্চ পাণ্ডবের পিতা স্বয়ং পাণ্ডু-রাজও জারজ পুত্র বলিয়া চিরদিন অভিহিত আছেন; যে পঞ্চ পাণ্ডব, পিতা বিদ্যমান থাকিতেও, অন্য পঞ্চ দেবতার ঔরসে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন; যে পঞ্চ পাণ্ডব একমাত্র ভার্য্যা লইয়া চিরদিন তাঁহাতেই নিরত ছিলেন; সেই পঞ্চ পাণ্ডবেরও গুন-কীর্ত্তন করিলে মানবের অক্ষয় পুণ্য উপার্জ্জিত হয়! অতএব ধর্ম্মের সূক্ষ্ম-গতি বুঝিতে পারা স্থূল-বুদ্ধি মানবের শক্তি-বহির্ভূত! কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন:—

কানীনস্য মুনেঃ স্ববান্ধববধূবৈধব্যবিধ্বংসিনো.
নপ্তারঃ খলু গোলকস্য তনয়াঃ কুণ্ডাঃ স্বয়ং পাণ্ডবাঃ।
তেঽমী পঞ্চ সদৈকযোনিনিরতাস্তেষাং গুণোৎকীর্ত্তনা-
দক্ষয্যং সুকৃতং ভবেদনুদিনং ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতিঃ॥

পঞ্চ পাণ্ডবের জন্ম-কথা-বিবরণ
আশ্চর্য্য হইবে লোক করিলে শ্রবণ ;—
তাঁহাদের পিতামহ ব্যাস ঋষি-বর,
ব্যাসের জন্মের কথা শুন ওহে নর ;—
মৎস্যগন্ধা-কুমারীর সুখ সহবাসে
ঋষিবর পরাশর জন্ম দিলা ব্যাসে।
বিচিত্রবীর্য্যের মৃত্যু হইবার পরে
অম্বালিকা পত্নী তাঁর রহিলেন ঘরে।
কনিষ্ঠ-ভ্রাতার বধূ অম্বালিকা-সতী,
ব্যাসদেব তাঁর সনে করিলেন রতি।
সেই রতি-ফলে পাণ্ডু জন্মিলা ধরায়,
তাঁর পত্নী কুন্তী, তাঁর জীবৎ-দশায়
বিহার করিয়া ধর্ম্ম বায়ু ইন্দ্র সনে,
জন্ম দিলা যুধিষ্ঠির ভীম ও অর্জ্জুনে।
আর এক পাণ্ডু-পত্নী, মাদ্রী নাম যাঁর,
অশ্বিনী-কুমার সনে করিলা বিহার ;
নকুল ও সহদেব এই দুই-জন,
সেই বিহারের ফলে দিলেন দর্শন।
পঞ্চ পাণ্ডবের কথা বুঝে উঠা ভার,
এক দ্রৌপদীর সনে সবারি বিহার।
হেন পঞ্চ পাণ্ডবের গুণ-সঙ্কীর্ত্তনে,
অতুল অক্ষয় পুণ্য হয় ত্রিভুবনে!

হায়রে ধর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি নিরন্তর,
বুঝিতে কি পারে তাহা স্থূল-বুদ্ধি নর ?

(৪)

কোকিল ও মহাপুরুষ দুই তুল্য ; কারণ প্রত্যেকেরই আহার শুচি, ও স্বর সুমধুর ! প্রত্যেকেই পর-বাসে পরাধীন, স্বজনের প্রতি মায়া-শূন্য, বনবাসে স্পৃহাবান্, এবং মাধবে (বসন্ত-কালে ; পক্ষে, শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-জ্ঞাপনে) বিশেষ বাক্‌পটু । অতএব এরূপ আদরের ধন কোকিলেরও অনাদর করিয়া লোকে যে কৃমিভোজী খঞ্জনের সমাদর করিয়া থাকে, ইহাই অতি আশ্চর্য্য ! কর্ম্মের বিচিত্র গতি বুঝিতে পারা মানবের শক্তি-বহির্ভূত !

আহারে শুচিতা ধ্বনৌ মধুরতা নীড়ে পরাধীনতা
বন্ধৌ নির্ম্মমতা বনে রসিকতা বাচালতা মাধবে ।
এতৈরেব গুণৈর্যুতং পরভৃতং ত্যক্ত্বা কিমেতে জনা
বন্দন্তে খলু খঞ্জনং কৃমিভুজং চিত্রা গতিঃ কর্ম্মণাম্ ॥

পরম পবিত্র ফল প্রত্যহ আহার,
পরম মধুর ধ্বনি মুখে অনিবার,
পর-বাসে অবস্থিতি অধীন হইয়া,
বন্ধু-বান্ধবের মায়া দেয় কাটাইয়া,
লোকালয় ত্যজি কত যত্ন বন-বাসে,
মাধবে দেখিলে মুখে কত কথা আসে ;—
মহা সাধু পুরুষের যে সব লক্ষণ,
কোকিলের সেই সব রহে অনুক্ষণ ।
এত গুণ থাকিতেও কোকিলে ত্যজিয়া
কীট-ভোজী খঞ্জনেরে ধরিয়া আনিয়া
যত্ন করি রাখে লোক গৃহে আপনার,
হায়রে কর্ম্মের সূক্ষ্ম গতি বুঝা ভার !

(৫)

কোনও এক কপোতিকা, কপোতকে কহিতেছিল, "নাথ! আমাদের অন্তিম কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। কারণ দেখ, নিম্ন-দিকে এক ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ হস্তে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে এবং এক বাজ-পক্ষী আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে"। এমন সময়ে হঠাৎ সর্প-দংশনে ব্যাধের মৃত্যু হওয়াতে তাহার হস্তস্থিত বাণ সহসা ছুটিয়া গিয়া বাজ-পক্ষীর প্রাণ-সংহার করিল; এবং কপোত ও কপোতিকাও নিরাপদ্ হইল। দৈবের গতি বড়ই বিচিত্র!

কান্তং বক্তি কপোতিকাকুলতয়া কান্তাঽন্তকালোঽধুনা
ব্যাধোঽধো ধৃতচাপশাণিতশরঃ শ্যেনঃ পরিভ্রাম্যতি।
ইত্থং সত্যহিনা স দষ্ট ইষুণা শ্যেনোঽপি তেনাহত-
স্তূর্ণং তৌ তু যমালয়ং প্রতি গতৌ দৈবী বিচিত্রা গতিঃ॥

মনোদুঃখে কপোতিকা কপোতেরে কয়,—
"আসিল মোদের আজ অন্তিম সময়।
নিম্ন-দিকে দেখ ব্যাধ ধনুর্ব্বাণ ধ'রে,
চারিদিকে বাজ-পক্ষী দেখ ঘুরে ফিরে,"
এইরূপে প্রাণভয়ে দোঁহের ক্রন্দন,
ইতিমধ্যে ব্যাধে সর্প করিল দংশন!
ধনুকে যে বাণ ছিল তাহা ছুটে গিয়া
সেই বাজ-পক্ষীকেও দিইল বিঁধিয়া!
এইরূপে দুই শত্রু গেল যমালয়,
দৈবের বিচিত্র গতি, জানিও নিশ্চয়!

(৬)

হরিহর-নামক এক শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক এই শ্লোকে আক্ষেপ করিয়া কহি-তেছেন,—"শুণ্ঠী ও গোক্ষুর পেষণ করিয়া ঔষধ খাইবার জন্য কোনও রোগীর

ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু সেই রোগী গোক্ষুরের (কণ্টকি-বৃক্ষ-বিশেষের) পরিবর্ত্তে গোক্ষুর (গরুর খুর) খাইয়াছিল। নির্ব্বোধ লোকের বাটীতে অর্থ, যশ ও সুখ-লাভ করা দূরে থাকুক, লাভের মধ্যে আমি গো-বধ-পাপে লিপ্ত হইলাম।”

শুণ্ঠীগোক্ষুরয়োর্বিচার্য্য মনসা কল্কাশনং যন্ময়া
প্রোক্তং তদ্বিপরীতকং কৃতমহো দত্তং যতো গোঃ ক্ষুরম্।
নার্থো মূর্খজনালয়ে ন চ সুখং নো বা যশো লভ্যতে
সদ্বৈদ্যে কবিভূপতৌ হরিহরে লাভঃ পরং গোবধঃ॥

মনে মনে সবিশেষ বিচার করিয়া
শুণ্ঠী গোক্ষুরের দিনু ব্যবস্থা করিয়া।
যা বলিনু, হ'লো তার ফল বিপরীত,
খাইল গরুর খুর শুঁঠের সহিত!
কিবা সুখ, কিবা যশঃ, কিবা আর ধন,
মূর্খের বাটীতে নাহি মিলে কদাচন।
“কবিরাজ হরিহর” খ্যাতি অনিবার,
হইল লাভের মধ্যে গো-বধ আমার!

(৭)

“সিংহ-জয় করিবার বাসনায় একটা কুকুরকে প্রত্যহ প্রচুর-পরিমাণে গো-মাংস, দধি, অন্ন ও পায়সাদি খাইতে দিয়া তাহাকে বিলক্ষণ হৃষ্ট-পুষ্ট করিয়াছিলাম; কিন্তু সিংহ-জয় করা দূরে থাকুক, সিংহের রব শুনিয়াই কুকুরটা ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পর্ব্বত-গুহায় প্রবেশ করিল। আমার সমস্ত আশা বিফল হইল, এবং লাভের মধ্যে আমি গো-বধ-পাপের অধিকারী হইলাম।” ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

পঞ্চাস্যস্য পরাভবায় ভষকো মাংসেন গোর্ভূয়সা
দধ্যন্নৈরপি পায়সৈঃ প্রতিদিনং সংবর্দ্ধিতো যো ময়া।

সোঽয়ং সিংহরবাদ্ গুহান্তরগমৎ ভীত্যাকুলঃ সম্ভ্রমাৎ
হন্তাশা বিলয়ং গতা হতবিধে লাভঃ পরং গোবধঃ ॥

সিংহ-জয় করিবার অভিলাষ করি
পুষিনু কুকুর এক কত দিন ধরি।
গো-মাংস পায়স দধি অন্ন দিয়া তারে
হৃষ্ট পুষ্ট করিলাম কতই আদরে।
কিন্তু সিংহ-রব শুনি প্রাণ-ভয়ে হায়
প্রবেশ করিল এক পর্ব্বত-গুহায়!
যত কিছু আশা মোর হ'লো ছারখার,
ওরে পোড়া বিধি! শুধু গো-বধ আমার!

(৮)

কবি এই শ্লোকে কোনও ব্যাধকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন; "হে ব্যাধ-রাজ! তুমি সিংহ-জয় করিবার আশা করিয়া গো-মাংস খাওয়াইয়া কতক গুলা কুকুরকে হৃষ্ট পুষ্ট করিলে; কিন্তু তাহাদের কটু-রবে কাণ ঝালাপালা হইয়া গেল। যে সিংহ মদ-মত্ত হস্তীকেও প্রখর-নখরে ক্ষত বিক্ষত করিয়া ফেলে, সেই সিংহকে কুকুর পরাজিত করিবে, ইহাই তোমার দুর্বুদ্ধি! লাভের মধ্যে গো-বধ-পাপে তোমাকে লিপ্ত হইতে হইল!" ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয়:—

পারীন্দ্রস্য পরাভবায় সুরভীমাংসেন দুর্মেধসা
পুষ্যন্তে কিল পীবরাঃ কটুগিরঃ শ্বানঃ প্রযত্নাদমী।
ন ত্বেভির্মদমত্তবারণচমূবিদ্রাবণঃ কেশরী
জেতব্যো ভবতা কিরাতনৃপতে লাভঃ পরং গোবধঃ ॥

সিংহ-জয় করিবার আশে অবিরল
যতনে পুষিলে এই কুকুর সকল।

গো-মাংস খাইয়া হ'লো হৃষ্ট পুষ্ট সবে,
ঝালাপালা হ'লো কাণ কিন্তু কটু রবে।
মদ-মত্ত হস্তীকেও ধরিয়া নখরে
যে সিংহ বিদীর্ণ করে খণ্ড খণ্ড ক'রে,
সেই সিংহ-জয় হেতু করি অভিলাষ
পুষিলে কুকুর গুলা তুমি বারমাস।
হে ব্যাধ! তোমার মত মূর্খ কেবা আর,
হইল লাভের মধ্যে গোবধ তোমার!

(৯)

এক ভূমিতেই শালি-ধান্য ও শ্যামা-ঘাসের জন্ম হয়; এবং তাহাদের দল ও কাণ্ড দেখিতে একরূপ। কেবল ফল দেখিয়াই তাহাদের প্রভেদ বুঝিতে পারা যায়। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

একা ভূরুভয়োরৈক্যমুভয়োর্দলকাণ্ডয়োঃ।
শালিশ্যামাকয়োর্ভেদঃ ফলেন পরিচীয়তে॥

কিবা শ্যামা ঘাস, আর কিবা শালি ধান,
এক ভূমিতেই উভয়েরি জন্ম-স্থান।
কিবা উভয়েরি দল, কিবা কাণ্ড আর,
সহজে চিনিয়া লয়, সাধ্য হেন কার?
কিন্তু এক এক ফল করিয়া দর্শন
কেবা শ্যামা, কেবা শালি, বুঝে সর্ব্ব জন!

(১০)

যিনি সূর্য্য-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজাধিরাজ দশরথ যাঁহার পিতা, সতী সাধ্বী পতিব্রতা সীতা-দেবী যাঁহার পত্নী, বীর-শ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ যাঁহার ভ্রাতা, যাঁহার মত দুর্দ্দান্ত-প্রতাপ নৃপতি এই ত্রিভুবনে আর ছিল না, এবং যিনি সাক্ষাৎ নারায়ণ, সেই স্বয়ং রামচন্দ্রকেও যখন দৈব-বশে বিড়ম্বিত হইতে

হইয়াছিল, তখন অন্যের কথা আর কি বলা যাইতে পারে! ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয় :—

জাতঃ সূর্য্যকুলে পিতা দশরথঃ ক্ষৌণীভুজামগ্রণীঃ
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী যস্যানুজো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেন সমো ন চাস্তি ভুবনে প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা চান্যে পরে কা কথা॥

সূর্য্য-বংশে জন্ম যাঁর, পিতা দশরথ,
যে পিতার দশদিকে বহু রথী রথ,
সীতা সতী প্রণয়িনী যাঁর নিরন্তর,
লক্ষ্মণ পরম বীর যাঁর সহোদর,
যাঁর মত মহাবীর নাই ত্রিভুবনে,
সাক্ষাৎ বিষ্ণুই বলি যাঁরে সবে গণে,
বিধিবশে বিড়ম্বিত তবু সেই রাম,
কি কব অন্যের কথা, বিধি যার বাম!

(১১)

কি কি কারণে জগন্নাথ-দেব কাষ্ঠময় হইয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে। যখন নিজ সংসারের দুঃখ নিরন্তর ভাবিয়া স্বয়ং জগন্নাথ দেবকেও কাষ্ঠময় হইতে হইয়াছিল, তখন মনুষ্যের ত কথাই নাই। ইহাই এই শ্লোকের ধ্বনি :—

একা ভার্য্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা চ দ্বিতীয়া
পুত্রোঽপ্যেকো ভুবনবিজয়ী মন্মথো দুর্নিবারঃ।
শেষঃ শয্যা শয়নমুদধৌ বাহনং পন্নগারিঃ
স্মারং স্মারং স্বগৃহচরিতং দারুভূতো মুরারিঃ॥

"নীতি-সারঃ"-প্রবন্ধের চতুর্দ্দশ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(১২)

এই অসার সংসারে শ্বশুর-গৃহই একমাত্র সার বস্তু। হর হিমালয়ে এবং হরি ক্ষীরোদ-সাগরেই চিরদিন বাস করিতেছেন। ইহাই এই হাস্য-রসাত্মক শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

অসারে খলু সংসারে সারং শ্বশুরমন্দিরম্।
হিমালয়ে হরঃ শেতে হরিঃ শেতে মহোদধৌ ॥

অসার সংসার,—সার শ্বশুরের ঘর,
হরি রন্ সাগরেতে, হিমালয়ে হর!

(১৩)

কাশী-বাস, সাধু-সঙ্গ, গঙ্গা-জল-সেবন ও শিব-পূজাই এই অসার সংসারের সার বস্তু। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃশম্ভুসেবনম্ ॥

সাধু-সঙ্গ, শিব-পূজা, কাশী-ধামে বাস,
জাহ্নবীর জলে স্নান পান বারমাস,
অসার সংসারে এই চারিটিই সার,
তাহা বিনা যত কিছু সকলি অসার!

(১৪)

বিপদ্ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য ধন-সঞ্চয় করিবে এবং সেই বহু-শ্রমার্জ্জিত ধনের বিনিময়েও নিজ পত্নীকে রক্ষা করিবে। কিন্তু কি ধন, কি পত্নী, উভয়েরই বিনিময়ে আপনার জীবন-রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

আপদর্থং ধনং রক্ষেৎ দারান্ রক্ষেৎ ধনৈরপি।
আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি ॥

বিপদ্ তরিতে ধন রাখ যত্ন করি,
ধন দান করিয়াও রক্ষ নিজ নারী,
কিবা সেই নিজ নারী, কিবা সেই ধন,
দুই দিয়া রক্ষা কর আপন জীবন।

(১৫)

কি কি কারণে স্ত্রীলোক, পুরুষ, অশ্ব ও বস্ত্র জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায়, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণামনধ্বা বাজিনাং জ্বরঃ।
অসম্ভোগো জ্বরঃ স্ত্রীণাং বস্ত্রাণামাতপো জ্বরঃ॥

জীর্ণ শীর্ণ হয় লোক দুশ্চিন্তা থাকিলে,
জীর্ণ শীর্ণ হয় অশ্ব পথ না চলিলে,
সম্ভোগ-বর্জ্জিতা নারী জীর্ণ শীর্ণ হয়,
জীর্ণ শীর্ণ হয় বস্ত্র রৌদ্রে যদি রয়।

(১৬)

যে ব্যক্তি তন্ময় হইয়া ভক্তি-ভরে শ্রীকৃষ্ণের চরণে স্বীয় মন প্রাণ সমর্পণ করিতে পারে, তাহার রণে, মরণে ও দুর্গম কাননেও ভয় থাকে না। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

যদি কৃষ্ণপদে চিন্তা ভক্তিস্তৎপদপঙ্কজে।
দুর্গমে গহনে বাপি কা চিন্তা মরণে রণে॥

কৃষ্ণ-পদ চিন্তা করে সদাই যে জন,
সেই পদে পুনঃ যার ভক্তি সর্ব্বক্ষণ,
কি ভয়, কি ভয়, তার সুদুর্গম বনে,
কি ভয়, কি ভয়, তার মরণে বা রণে?

(১৭)

দেবতা, তীর্থ, ব্রাহ্মণ, মন্ত্র, দৈবজ্ঞ, ঔষধ ও গুরু এই কয়েকটী সম্বন্ধে যিনি যেরূপ চিন্তা করিবেন, তিনি সেইরূপই ফল প্রাপ্ত হইবেন। ইহাই কবি এই শ্লোকে বলিতেছেন :—

দেবে তীর্থে দ্বিজে মন্ত্রে দৈবজ্ঞে ভেষজে গুরৌ।
যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী॥

কিবা দেব, তীর্থ, মন্ত্র অথবা ব্রাহ্মণ,
কি ঔষধ, কি দৈবজ্ঞ, কিংবা গুরু জন,
এই সবে চিন্তা যার যেরূপ রহিবে,
ঠিক্ সেইরূপ ফল তাহার ফলিবে!

(১৮)

মাতা পুত্রকে অভিশাপ দেন না, সর্ব্বংসহা পৃথিবী কাহারও দোষ-গ্রহণ করেন না, সাধু জন কাহারও প্রতি হিংসা প্রকাশ করেন না, এবং দেব-দেবীও সৃষ্টি-নাশ করেন না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

ন মাতা শপতে পুত্রং ন দোষং লভতে মহী।
ন হিংসাং কুরুতে সাধুর্ন দেবঃ সৃষ্টিনাশকঃ॥

পুত্রে অভিশাপ মাতা না দেন কখন,
সর্ব্বংসহা কারো দোষ না করে গ্রহণ,
হিংসা নাহি করে সাধু কাহারো উপরে,
দেবতাও সৃষ্টি-নাশ কভু নাহি করে!

(১৯)

পণ্ডিত-গণ কহেন, ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকেন। ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় :—

জল্পন্তি সূরয়ঃ সর্ব্বে ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্।
এতজ্জ্ঞাতব্যমদ্যৈব কিমত্র চ ভবিষ্যতি॥

ধর্ম্মই রাখেন তারে, ধর্ম্মে যার মন,
একথা কহেন নিত্য সাধু-জন-গণ।
এ চির প্রবাদ সত্য, কিংবা মিথ্যা আর,
পরীক্ষা লইব আমি অদ্যই ইহার!

(২০)

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যে ধর্ম্ম-শীল পঞ্চ পাণ্ডবের নিত্য সহায়, তাঁহারা যে সহজেই জয়-লাভ করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি! যেখানে শ্রীকৃষ্ণ, সেই খানেই ধর্ম্ম, এবং যেখানে ধর্ম্ম, সেই খানেই জয়-লাভ! ইহাই এই শ্লোকে কবি কহিতেছেন ঃ—

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্ত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥

জয় জয় জয় পঞ্চ পাণ্ডবের জয়,
যাঁহাদের পক্ষে রন্ কৃষ্ণ কৃপাময়।
যে স্থানে রহেন কৃষ্ণ, ধর্ম্ম সেই স্থানে,
যেখানে রহেন ধর্ম্ম, জয় সেই খানে!

পদ্য-সংগ্রহঃ

(কবিভট্ট-কৃতঃ)

(১)

সর্ব্ব-সম্পৎ-করী সরস্বতী-দেবীকে প্রণাম করিয়া কবি এই শ্লোকে মঙ্গলাচরণ করিতেছেন :—

নত্বা তাং পরমেশ্বরীং শিবকরীং শ্রীভারতীং ভাস্বতীং
গঙ্গাতীরনিবাসিনা স্থকবিনা লোকোপকারার্থিনা।
নানাপণ্ডিতবক্ত্রনির্গতবতাং নির্ম্মীয়তে কেনচিৎ
পদ্যানামিহ সংগ্রহোঽমৃতকথাপ্রস্তাববিস্তারিণাম্ ॥

স্বয়ং ঈশ্বরী যিনি, যিনি শুভকরী,
যাঁহার স্থচারু কান্তি মনোমুগ্ধকরী,
সেই ভারতীর পদে নমি অনুক্ষণ
গঙ্গা-তীর-বাসী কোন কবি এক জন
পর-উপকার হেতু হইয়া তন্ময়
করিলেন এই সব কবিতা-সঞ্চয় ;—
যাহা বহু পণ্ডিতের মুখ-বিনির্গত,
যাহা স্বাদু সুধা-রসে সিক্ত অবিরত !

(২)

যে কাব্যের সুধারস পান করিয়া পরম পণ্ডিত-গণও পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হন, তাহা দর্শন করিবামাত্র দাম্ভিক জন তাহার দোষান্বেষণেই প্রবৃত্ত হয়। যে সরোবরে পদ্মিনী-গণ ফুটিয়া রহিয়াছে, যে সরোবরে রাজহংস-গণ মহানন্দে কেলি করিতেছে, সেই সরোবরের অন্য কোনও বিষয়ে লক্ষ না করিয়া বক সকল তাহার তীরস্থ কেবল শম্বূকের অন্বেষণেই ব্যস্ত হয়। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

কাব্যে ভব্যতমেঽপি বিজ্ঞনিবহৈরাস্বাদ্যমানে মুহু-
র্দোষান্বেষণমেব মৎসরজুষাং নৈসর্গিকো দুর্গ্রহঃ।
কাসারেঽপি বিকাসিপঙ্কজচয়ে খেলন্মরালে পুনঃ
ক্রৌঞ্চশ্চঞ্চুপুটেন কুঞ্চিতবপুঃ শম্বূকমন্বিষ্যতি ॥

যে কাব্যের সুধারস পিয়া অবিরল
বিহ্বল হইয়া গেছে পণ্ডিতের দল,
সে কাব্য দাম্ভিক জন হেরিলে নয়নে,
অমনি ছুটিবে তার দোষ-অন্বেষণে।
খেলিতেছে রাজহংস যেই সরোবরে,
ফুটেছে পদ্মিনী-গণ যাহার উপরে;
তার তীরে ধীরে ধীরে বক ঠোঁট দিয়া
শামুক খুঁজিতে থাকে ঘাড় বাঁকাইয়া!

(৩)

রমণীয় দেহে ক্ষত-স্থান দেখিলেই মক্ষিকা-গণ যেরূপ তাহার উপর গিয়া আহ্লাদে পতিত হয়, রমণীয় কাব্য দেখিলে খল-স্বভাব ব্যক্তিও সেইরূপ তাহার দোষান্বেষণ করিতেই প্রবৃত্ত হয়। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

অতিরমণীয়ে কাব্যে পিশুনোঽন্বেষয়তি দূষণান্যেব।
অতিরমণীয়ে বপুষি ব্রণমেব হি মক্ষিকানিকরঃ ॥

রম্য দেহ দেখিলেই মক্ষিকা যেমন
শুধু তার ক্ষত স্থান করে অন্বেষণ,
সেরূপ সুরম্য কাব্য হেরিলে নয়নে
ছুটে যায় খল তার দোষ-অন্বেষণে!

(৪)

কোনও কবি, কোনও ভগবদ্-ভক্ত, ভাগ্যবান্ সুপণ্ডিত রাজার নিকট গিয়া কৌশল-ক্রমে এই শ্লোকে তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিলেন :—

কীর্ত্তিস্বর্গতরঙ্গিণীভিরভিতো বৈকুণ্ঠমাপ্লাবিতং
ক্ষৌণীনাথ তব প্রতাপতপনৈঃ সন্তাপিতঃ ক্ষীরধিঃ।
ইত্যেবং দয়িতাযুগেন হরিণা ত্বং যাচিতঃ স্বাশ্রয়ং
হৃৎপদ্মং হরয়ে শ্রিয়ে স্বভবনং কণ্ঠং গিরে দত্তবান্ ॥

তব কীর্ত্তি-মন্দাকিনী, ওহে মহারাজ!
বৈকুণ্ঠ প্লাবিত করি করিছে বিরাজ।
পরম প্রচণ্ড তব তাপ-দিবাকর
সন্তাপিত রাখিয়াছে ক্ষীরোদ-সাগর।
নিরাশ্রয় হরি তাই দুই ভার্য্যা সনে
আশ্রয় মাগিল আসি তোমার ভবনে।
হরিকে করিলে দান নিজ হৃদাসন,
লক্ষ্মীকেও দিলে তুমি আপন ভবন।
তার পর রহিলেন যিনি সরস্বতী—
তাঁহাকেও নিজ-কণ্ঠে দিয়াছ বসতি!

(৫)

সূর্য্য, কবি ও যুদ্ধের সার বস্তু কি? কিরূপ দুর্ঘটনায় কৃষকের ভয় হয়? ভ্রমর-গণ কি খাইতে ভালবাসে? কোন্ ব্যক্তির সর্ব্বদাই ভয় থাকে, এবং কোন্ ব্যক্তিরই বা কদাপি ভয় নাই? এই সাতটী প্রশ্নের উত্তর কৌশল-সহকারে কবি এই শ্লোকের চতুর্থ চরণে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন :—

রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্য সারং
কৃষের্ভয়ং কিং কিমুশন্তি ভৃঙ্গাঃ।

সদা ভয়ং চাপ্যভয়ঞ্চ কেষাং
ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্ ॥ (১)

সূর্য্যের কি সার বস্তু? প্রচণ্ড কিরণ;
কবির কি সার বস্তু? অমৃত-বচন;
যুদ্ধের কি সার বস্তু? রথী সমুদয়;
কারে ভয় করে কৃষি? শস্য-বিঘ্ন ছয়;
কিবা ইচ্ছা করে ভৃঙ্গ? রস স্বাদ-যুত;
কোন্ জন ভীত সদা? যে জন আশ্রিত;

---

(১) ব্যাখ্যা। ধর্ম্মদাস-বিরচিত "বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্" গ্রন্থে এই শ্লোকটী দেখিতে পাওয়া যায়। কবি ইহার রচনায় আশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন। শ্লোকটীর প্রথম তিন চরণে সাতটী প্রশ্ন এবং চতুর্থ চরণে তাহাদের উত্তর যথাক্রমে নিহিত রহিয়াছে। "ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্" এই চতুর্থ চরণটীর বিশ্লেষণ করিলে ইহার এইরূপ আকার দেখান যাইতে পারে;—ভা+গীঃ+রথী+ঈতিঃ+রসম্+আশ্রিতানাম্। এক্ষণে দেখা যাউক, ইহা হইতে কিরূপে সাতটী প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। (১) রবির (সূর্য্যের) সার বস্তু কি? ভা (কিরণ)। (২) কবির সার বস্তু কি? গীঃ (বাক্য)। (৩) সমরের (যুদ্ধের) সার বস্তু কি?—রথী (যোদ্ধা)। (৪) কে কৃষককে ভয় দেখায়?—ঈতিঃ (ছয়টী শস্য-বিঘ্ন)। (৫) ভৃঙ্গ (ভ্রমর) কি চায়?—রসম্ (পুষ্প-মধুকে)। (৬) সর্ব্বদাই কাহাদের ভয় রহিয়াছে?—আশ্রিতানাম্ (যাহারা অপরের আশ্রয়ে বাস করে, তাহাদের)। (৭) কাহাদের কিছুমাত্র ভয় নাই?—ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্ (যাহারা পতিত-পাবনী গঙ্গা-দেবীর তীরে আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের)।

"ঈতিঃ" শব্দের অর্থ, ছয়টী শস্য-বিঘ্ন। এই ছয়টী শস্য-বিঘ্ন কি কি, তাহা এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতা ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥

অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ইন্দুর, পতঙ্গ,
সমাগত বৈদেশিক নৃপতি, বিহঙ্গ,
"ঈতি"-নাম-ধারী এই শস্য-বিঘ্ন ছয়,
যাহা হ'তে কৃষকের হয় মহাভয়!

কার মনে নাহি থাকে কিছুমাত্র ত্রাস?
গঙ্গা-তীরে বাস যার রহে বার মাস!

(৬)

সুবর্ণ-পিঞ্জরে নিরন্তর বাস করিতেছি, রাজা স্বহস্তে আমার গাত্র-মার্জ্জনা করিয়া দিতেছেন, সুমধুর দাড়িম ফলের রস ও সুধাসম জলপান করিতেছি, রাজ-সভায় থাকিয়া সর্ব্বদাই পবিত্র রাম-নাম উচ্চারণ করিতেছি, এবং আমার প্রকৃতিও স্বভাবতঃ অতি শান্ত; কিন্তু তথাপি আমার জন্ম-স্থান সেই বৃক্ষ-কোটরে যাইবার জন্য আমি সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত রহিয়াছি। কোনও শুক-পক্ষীর ধ্বনি দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন:—

বাসঃ কাঞ্চনপিঞ্জরে নৃপকরাম্ভোজৈস্তনূমার্জ্জনং
ভক্ষ্যং স্বাদুরসালদাড়িমফলং পেয়ং সুধাভং পয়ঃ।
পাঠঃ সংসদি রামনাম সততং ধীরস্য কীরস্য মে
হাহা হন্ত তথাপি জন্মবিটপিক্রোড়ে মনো ধাবতি॥

সর্ব্বদাই করি বাস সোণার পিঞ্জরে,
নিজ হস্ত দিয়া রাজা দেহ তাজা করে,
নিত্য খাই রসে ভরা দাড়িমের ফল,
সুধাসম জলটুকু খাই অবিরল,
রাজ-সভা-মধ্যে আমি থাকি অবিরাম,
নিরন্তর বলি মুখে শুধু রাম-নাম,
হায়রে এসব সুখ তথাপি ছাড়িয়া,
গাছের কোটরে রয় প্রাণটী পড়িয়া!

(৭)

পশ্চিম দিকেও যদি সূর্য্যোদয় হয়, পর্ব্বত-শিখরে প্রস্তরেরও উপরি যদি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, সুমেরু পর্ব্বতও যদি গমন-শীল হয়, এবং অগ্নিও যদি

শৈত্য-গুণ ধারণ করে, তথাপি সাধু জনের কথা কিছুতেই অন্যথা হয় না। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয় :—

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে
বিকসতি যদি পদ্মং পর্ব্বতাগ্রে শিলায়াম্।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নি-
র্ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ॥

পশ্চিম দিকেও যদি হয় সূর্য্যোদয়,
পর্ব্বত-শিখরে যদি পদ্ম ফুটে রয়,
সুমেরু পর্ব্বত যদি চলে অবিরল,
প্রবল অনল যদি হয় সুশীতল,
তথাপি যথার্থ সাধু হন যেই জন,
অন্যথা না হয় কভু তাঁহার বচন!

(৮)

নির্ব্বাণদীপে কিমু তৈলদানং
চৌরে গতে বা কিমুতাবধানম্।
বয়োগতে কিং বনিতাবিলাসঃ
পয়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ॥

"নীতি-প্রদীপঃ"-প্রবন্ধের ত্রয়োদশ শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৯)

বরং আত্মহত্যা করাও ভাল, বরং গৃহাভাবে বৃক্ষতলে বসতি করাও সুখকর, বরং ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করা কিংবা অনাহারে থাকাও শ্রেয়স্কর, বরং ঘোর নরকে পতিত হইয়া অশেষ কষ্ট অনুভব করাও সুখ-জনক, তথাপি ধন-মদে মত্ত বন্ধুর আশ্রয় গ্রহণ করা কিছুমাত্র সুখকর নহে। এই শ্লোকে ইহাই কবির বক্তব্য বিষয় :—

বরমসিধারা তরুতলবাসঃ
বরমিহ ভিক্ষা বরমুপবাসঃ।
বরমপি 'ঘোরে' নরকে পতনং
ন চ ধনগর্ব্বিতবান্ধবশরণম্ ॥

বরং কণ্ঠেও লগ্ন সুশাণিত অসি,
বরং বৃক্ষের তলে বাস দিবানিশি ;
বরং পরের দ্বারে ভিক্ষা বারমাস,
বরং করাও ভাল নিত্য উপবাস ;
বরং বিষম ঘোর নরকে পড়িয়া
ছটফট্ করা ভাল তথায় থাকিয়া ;
হায়রে তথাপি কিন্তু যেন কোন জন
ধন-মত্ত বান্ধবের না লয় শরণ !

(১০)

অগ্নির উত্তাপেই শরীর দগ্ধ হইয়া যায় ; কিন্তু কুগ্রামে বসতি, কুজনের সেবা ও কুদ্রব্য আহার করিলে এবং কুপিতা গৃহিণী, মূর্খ পুত্র ও বিধবা কন্যা লইয়া গৃহে বাস করিলে পুরুষের শরীর অগ্নির উত্তাপ না পাইয়াও দিবানিশি দগ্ধ হইতে থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কবির খেদোক্তি :—

কুগ্রামবাসঃ কুজনস্য সেবা
কুভোজনং ক্রোধবতী চ ভার্য্যা।
মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা
বিনাঽনলেনৈব দহন্তি দেহম্ ॥

কুগ্রামে বসতি করে যে জন সতত,
কুজনের সেবাতেই যেই জন রত,

যাহার অদৃষ্টে নিত্য কুখাদ্য আহার,
ক্রোধভরা ভার্য্যা ল'য়ে ঘরকন্না যার,
মূর্খ পুত্র ল'য়ে যার সুখ নাহি রয়,
বিধবা কন্যারে ল'য়ে সদা যার ভয়,
বিনা আগুনেই হায় দেহখানি তার
দিবানিশি পুড়ে পুড়ে হয় ছারখার!

(১১)

মিথ্যা কথা না বলিয়া বরং মানুষের নিস্তব্ধ হইয়াও থাকা উচিত, পর-নারীর প্রতি আসক্ত না হইয়া বরং পুরুষের নপুংসক হইয়া থাকাও কর্ত্তব্য, পরের ধনে সুখভোগ না করিয়া বরং ভিক্ষা করিয়াও জীবন-ধারণ করাও সুখকর, এবং দুর্জনের কথায় প্রীতি-লাভ না করিয়া বরং প্রাণত্যাগ করাও ভাল। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয়ঃ—

বরং মৌনং কার্য্যং ন চ বচনমুক্তং যদনৃতং
বরং ক্লৈব্যং পুংসাং ন চ পরকলত্রাভিগমনম্।
বরং ভিক্ষাশিত্বং ন চ পরধনাস্বাদনসুখং
বরং প্রাণত্যাগো ন চ পিশুনবাক্যেষ্বভিরুচিঃ॥

বরং সর্ব্বদা তুমি মৌনভাবে রবে,
তবু কিছুতেই নাহি মিথ্যা কথা কবে!
বরং পুরুষ হ'য়ে ক্লীব সম রও,
তবু পর-নারী সনে আসক্ত না হও!
বরং ভিক্ষায় তুমি যাপিবে জীবন,
তবু পর-ধনে সুখী না হবে কখন!
বরং স্বচ্ছন্দে তুমি ত্যজিবে পরাণ,
তথাপি খলের বাক্যে নাহি দিবে কাণ!

(১২)

নিঃস্বোঽপ্যেকশতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং কাঙ্ক্ষতি।
চক্রেশঃ সুররাজতাং সুরপতির্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥

"অষ্টরত্নম্"-প্রবন্ধের অষ্টম শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(১৩)

দেবরাজ ইন্দ্র ভগাঙ্গ, চন্দ্র কলঙ্কী, নারায়ণ গোপ-সন্তান, বশিষ্ঠ বেশ্যা-পুত্র, মদন শরীর-হীন, অগ্নি সর্ব্বভুক্‌, ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধা-গর্ভ-জাত, সমুদ্র লবণময়, পঞ্চ পাণ্ডব জারজ সন্তান, এবং স্বয়ং শিবও ভস্ম ও নর-কপাল-ধারী। ইহা দেখিয়া স্পষ্টই বোধ হয়, এই ত্রিভুবনে এমন কেহই নাই যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে ঃ—

খ্যাতঃ শক্রো ভগাঙ্গো বিধুরপি মলিনো মাধবো গোপজাতো
বেশ্যাপুত্রো বশিষ্ঠো রতিপতিরতনুঃ সর্ব্বভক্ষী হুতাশঃ।
ব্যাসো মৎস্যোদরীয়ঃ সলবণ উদধিঃ পাণ্ডবা জারজাতা
রুদ্রো ভস্মাস্থিধারী ত্রিভুবনবসতাং কস্য দোষো ন চাস্তি॥

ইন্দ্রের শরীরে দুষ্ট চিহ্ন যায় দেখা!
চন্দ্রের শরীরে কত কলঙ্কের রেখা!
পালিত হ'লেন কৃষ্ণ গোয়ালার ঘরে!
বশিষ্ঠের জন্ম হ'লো বেশ্যার উদরে!
রতি-পতি হইয়াও অনঙ্গ মদন!
যাহা পায়, তাহা খায় লোভী হুতাশন!
ব্যাসদেব মৎস্যগন্ধা-কুমারী-তনয়!
সমুদ্রের লোণা জল মুখে নাহি সয়!

উপপতি-জাত পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন!
চিতা-ভস্ম-অস্থি-ধারী দেব ত্রিলোচন!
ত্রিভুবনে কাহাকেও দেখিতে না পাই,
কোন কিছু দোষ যার কখনই নাই!

(১৪)

শত সহস্র অশ্ব, লক্ষ লক্ষ গো ও গজ, সুবর্ণ ও রৌপ্য-পাত্র, 'সসাগরা পৃথিবী এবং সৎকুল-জাতা কোটি কন্যাকে দান করিলে যে ফল হয়, তাহা অপেক্ষাও অন্ন-দানের ফল অধিক। এই শ্লোকে কবি এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন :—

তুরগশতসহস্রং গোগজানাঞ্চ লক্ষং
কনকরজতপাত্রং মেদিনীং সাগরান্তাম্ ॥
বিমলকুলবধূনাং কোটিকন্যাশ্চ দদ্যাৎ
ন হি ন হি সমমেতৈরন্নদানং প্রধানম্ ॥

কিবা লক্ষ লক্ষ যত সুন্দর তুরঙ্গ,
কিবা আর লক্ষ লক্ষ ধেনু বা মাতঙ্গ,
কিবা স্বর্ণ-পাত্র কিবা রৌপ্য-পাত্র আর,
কিবা এই সসাগরা ধরা সুবিস্তার,
সুনির্ম্মল-বংশ-জাত রন্ যত সতী,
তাঁহাদের কোটি কোটি কন্যা গুণবতী,—
এই সব দানে যত পুণ্য এ ভুবনে,
তা' হ'তে অধিক পুণ্য এক অন্ন-দানে!

(১৫)

কালিদাসের কবিতা, নবীন যৌবন, মহিষ-দুগ্ধ-জাত দধি, শর্করা-মিশ্রিত দুগ্ধ, মৃগের মাংস ও কোমলাঙ্গী রমণী,—এই কয়েকটী গৃহীর পক্ষে অতি আদরের ধন। একারণ বশতঃ কবি ইহাদের জন্য আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন :—

কালিদাসকবিতা নবং বয়ো
মাহিষং দধি সশর্করং পয়ঃ।
এনমাংসমবলা চ কোমলা
সম্ভবন্তু মম জন্মজন্মনি॥

কালিদাস-সুকবিতা, নবীন যৌবন,
মহিষের দধি, দুগ্ধ শর্করা-মিলন,
মৃগ-মাংস, সুকোমল-দেহা নারী আর
জন্মে জন্মে ঘটে যেন অদৃষ্টে আমার!

(১৬)

যিনি পরম উদার-স্বভাব, তিনি প্রার্থি-জনকে কদাপি "না" কথাটী বলিতে (সংস্কৃত "ন" বর্ণটী উচ্চারণ করিতে) পারেন না। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ ঃ—

নাক্ষরাণি পঠতা কিমপাঠি
বিস্মৃতঃ কিমথবা পঠিতোঽপি।
ইত্থমর্থিজনসংশয়দোলা-
খেলনং খলু চকার নকারঃ॥ (১)

নিবেদন করি আমি, শুন হে রাজন্!
"না" কথাটী কর নাই কভু অধ্যয়ন?
কিংবা অধ্যয়ন করি বারেকের তরে,
ভুলিয়া গিয়াছ তুমি তুচ্ছ ভাবি তারে?
পরম উদার-চিত্ত তুমি হে রাজন্!
তোমার নিকটে প্রার্থী করিয়া গমন,

(১) ইহা শ্রীহর্ষ-দেব-প্রণীত "নৈষধচরিত" (বোম্বাই-সংস্করণ) কাব্যের ৫ম সর্গের ১২১ শ্লোক। দেবরাজ ইন্দ্র এই শ্লোকে মহারাজ নলের উদারতা বর্ণন করিতেছেন।

"না" কথাটী না শুনিলে তোমার বদনে,
এরূপ সন্দেহ তার হয় মনে মনে!

(১৭)

কথিত আছে, রাজা বল্লাল সেন কোনও এক নীচ-বংশীয়া কন্যাকে (শীলাবতীকে?) বিবাহ করিতে উদ্যত হইলে, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেন ইহা জানিতে পারিয়া একখানি পত্রে তাঁহাকে এই শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব সহজঃ স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা
কিং ব্রূমঃ শুচিতাং ভবন্তি শুচয়ঃ স্পর্শেন যস্যাপরে।
কিঞ্চান্যৎ কথয়ামি তে স্তুতিপদং যজ্জীবিনাং জীবনং
ত্বঞ্চেৎ নীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্ত্বাং নিরোদ্ধুং ক্ষমঃ॥

এই মোর নিবেদন, শুন ওহে জল!
স্বভাবতঃ তুমি স্বচ্ছ, তুমি সুশীতল।
তুমি যে কতই শুচি, কি কহিব আর,
অশুচিও শুচি হয় পরশে তোমার।
তোমার গুণের কথা বলা নাহি যায়,
প্রাণ ধরে প্রাণিগণ তোমারি কৃপায়।
তুমি যদি নীচ পথে করহ গমন,
কে করিতে পারে বল তোমায় বারণ!

(১৮)

পুত্র লক্ষ্মণ সেনের উক্ত পত্র পাইয়া, পিতা বল্লাল সেন তাঁহাকে এই শ্লোকটী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন :—

তাপো নাপগতস্তৃষা ন চ কৃশা ধৌতা ন ধূলিস্তনো-
র্ন স্বচ্ছন্দমকারি কন্দকবলঃ কা নাম কেলীকথা।

দূরোৎক্ষিপ্তকরেণ হন্ত করিণা স্পৃষ্টা ন বা পদ্মিনী
প্রারব্ধো মধুপৈরকারণমহো ঝঙ্কারকোলাহলঃ ॥

কিছুমাত্র তাপ মোর না হইল দূর,
কিছুমাত্র না কমিল পিপাসা প্রচুর,
শরীর হইতে মোর নাহি গেল ধূলি,
না সুখে খাইনু মূল, না করিনু কেলি,
দূর হইতেই কর করি প্রসারণ,
পদ্মিনীরে নাহি করী স্পর্শিল কখন।
কিন্তু হায় অকারণে ভ্রমর সকল,
আরম্ভ করিয়া দিল কত কোলাহল!

(১৯)

বল্লাল সেনের পত্র পাইয়া লক্ষ্মণ সেন লিখিলেন :—

পরীবাদস্তথ্যো ভবতি বিতথো বাপি মহতাং
তথাপ্যুচ্চৈর্ধাম্নো হরতি মহিমানং জনরবঃ।
তুলোত্তীর্ণস্যাপি প্রকটিতহতাশেষতমসো
রবেস্তাদৃক্ তেজো ন হি ভবতি কন্যাং গতবতঃ

যদিও বা হয় সত্য কিংবা মিথ্যা হয়,
সাধুর দুর্নাম কভু ঘুচিবার নয়!
সাধুর দুর্নাম যদি রটে একবার,
নিশ্চয় হইবে নষ্ট মহিমা তাঁহার।
যে সূর্য্য করেন অন্ধকার নিবারণ,
হায় যদি সেই সূর্য্য কন্যা-গত হন্,
তার পর তুলোত্তীর্ণ হইলেও, তাঁর
পূর্ব্বের মতন তেজ নাহি থাকে আর!

(২০)

লক্ষ্মণ সেনের পত্র পাইয়া বল্লাল সেন এই শেষ উত্তর দিয়াছিলেন :—

সুধাংশোর্জাতেয়ং কথমপি কলঙ্কস্য কণিকা
বিধাতুর্দোষোঽয়ং ন চ গুণনিধেস্তস্য কিমপি।
স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্চ্চনমণি-
র্ন বা হন্তি ধ্বান্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি॥

যা কিছু কলঙ্ক-রেখা চন্দ্রে দেখা যায়,
বিধাতারি দোষ তাহে, চন্দ্রের কি তায়?
চন্দ্র কি সুধাংশু নন্? নন্ গুণনিধি?
অত্রি-পুত্র নামে খ্যাত নন্ নিরবধি?
না রহেন তিনি হর-শিরে অনিবার?
না করেন নষ্ট তিনি ঘোর অন্ধকার?
জগতের উর্দ্ধে তিনি না করেন বাস?
বৃথা অপবাদে কিবা মহতের ত্রাস?

(২১)

কথিত আছে, একদা মহারাজ বল্লাল সেন কোনও বিশেষ কারণ বশতঃ স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণ সেনকে কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে প্রেরণ করিলে, লক্ষ্মণ সেনের পত্নী বর্ষা-সমাগমে পতির বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া শ্বশুরের ভোজন-গৃহের প্রাচীরে এই শ্লোকটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন :—

পতত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা।
অদ্য কান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখস্যান্তং করিষ্যতি॥

ঝরিতেছে অবিরল বরষার জল,
কুতূহলে নাচিতেছে ময়ূর সকল।
এই সব দে'খে মোর মনে পড়ে পতি,
কান্ত বা কৃতান্ত আজ একমাত্র গতি!

(২২)

মহারাজ বল্লাল সেন উক্ত শ্লোক-পাঠে পুত্র-বধূর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া কৌশল-ক্রমে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়া পুত্র লক্ষ্মণ সেনের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন :—

সন্তপ্তা দশমধ্বজাশুগতিনা সংমূর্চ্ছিতা নির্জলে
তুর্য্যদ্বাদশবৎ দ্বিতীয়মতিমন্নেকাদশাভস্তনী।
সা ষষ্ঠী নৃপপঞ্চমস্য নবমভ্রূঃ সপ্তমীবর্জ্জিতা
প্রাপ্নোত্যষ্টমবেদনাং প্রথম হে তূর্ণং তৃতীয়ো ভব ॥

দশম-ধ্বজের বাণে বিদ্ধ নিরন্তর,
একাদশ-স্তনী তাই ব্যথিত-অন্তর ;
নির্জ্জলে চতুর্থ আর দ্বাদশ যেমতি,
সেরূপ মূর্চ্ছিতা সেও—হে দ্বিতীয়-মতি !
নৃপ-পঞ্চমের ষষ্ঠী, সপ্তমী-বর্জ্জিতা,
নবম-ভ্রূ, কিন্তু তবু সেই সুচরিতা
অষ্টম-যাতনা-বশে ম্রিয়মাণা অতি,
প্রথম ! তৃতীয় তুমি হও শীঘ্রগতি !

(১) ব্যাখ্যা। মহারাজ বল্লাল সেন ইচ্ছা করিয়াই কৌশল-সহকারে এই শ্লোকটীকে জটিল করিয়া তুলিয়াছেন। বিরহ-পীড়িতা পুত্র-বধূর বিরহ-সংবাদ পুত্রকে সহজ কথায় দেওয়া বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত পিতার কর্ত্তব্য নহে। শ্লোকটীতে মেষাদি দ্বাদশ রাশির সংখ্যাঙ্ক-নির্দ্দেশ দ্বারা বক্তব্য বিষয় সূচিত হইয়াছে। দশমধ্বজাশুগতিনা—মকরধ্বজের (মদনের) বাণ দ্বারা। একাদশাভস্তনী—যে রমণীর স্তন কুম্ভের ন্যায়। তুর্য্যদ্বাদশবৎ—কর্কট ও মীনের মত। দ্বিতীয়মতিমন্—হে বৃষভ-বুদ্ধে ! নৃপপঞ্চমস্য—রাজসিংহস্য। ষষ্ঠী—কন্যা। নবমভ্রূঃ—যে রমণীর ভ্রূ ধনুর মত। সপ্তমী-বর্জ্জিতা—তুলা-শূন্যা (অতুলা, অনুপমা)। অষ্টমবেদনা—বৃশ্চিক-যাতনা। প্রথম—মেষ অর্থাৎ মূর্খ। তৃতীয়ো ভব—মিথুন (মিলিত) হও।

নীতি-সার-সংগ্রহঃ

(কবিচন্দ্র-কৃতঃ)

(১)

স্বকার্য্য-সাধনের জন্য মহান্ লোককেও ক্ষুদ্র লোকের মনস্তুষ্টি করিতে দেখা যায়। দেবদেব স্বয়ং গণেশও নিজ দেহভার বহন করাইবার জন্য ইন্দুরের সন্তোষ-সাধন করিয়া থাকেন। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়ঃ—

গণেশঃ স্তৌতি মার্জ্জারং স্ববাহস্যাভিরক্ষণে।
মহানপি স্বকার্য্যার্থং নীচঞ্চাপি নিষেবতে॥

রক্ষা করিতেই নিজ মূষিক বাহন,
বিড়ালের স্তুতিকারী দেব গজানন।
ছোট লোক হইলেও বড় লোক তার
সেবা করে নিজ কার্য্য করিতে উদ্ধার!

(২)

এ সংসারে ঘুরিয়া না বেড়াইলে কাহারও উদর-পূর্ত্তি হয় না। ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ ঃ—

ভ্রমন্তং পূরয়েৎ বৈদ্যো ভ্রমন্তং পূরয়েৎ দ্বিজঃ।
ভ্রমন্তং পূরয়েৎ তর্কুর্ন ভ্রমন্তং ন পূরয়েৎ॥

ঘুরিয়া বেড়ায় যত চিকিৎসক-গণ,
ততই তাদের পেট ভরিবে তখন!
যতই ব্রাহ্মণ-গণ বেড়াবে ঘুরিয়া,
ততই তাদের পেট যাইবে ভরিয়া!

টে'কো যত চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াবে,
ততই তাহার পেট ভরিয়া যাইবে।
ঘুরে ঘুরে না বেড়ায় যে জন সংসারে,
এ সংসারে তার পেট ভরাতে কে পারে?

(৩)

কোন্ দুর্ম্মতির কিরূপ দুরাশা, তাহা এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

তৈজসে যস্য বিত্তাশা মিষ্টাশা পোতরোহিতে।
জামাতরি চ পুত্রাশা দুরাশা তস্য দুর্ম্মতেঃ ॥

যে করে ধনের আশা পিতল কাঁসায়,
মিষ্টতার আশা করে রুয়ের ছানায়,
জামা'য়ে পুত্রের আশা করে যেই জন,
তা হ'তে নির্ব্বোধ আর কে আছে কথন!

(৪)

মানুষ কুটিল হইলে শত উপদেশেও তাহার কৌটিল্য অপনীত হয় না। প্রসারণী-তৈল দিয়া কুকুরের বাঁকা ল্যাজ শতবার মর্দ্দন করিলেও তাহা কিছুতেই সোজা হইতে চায় না। ইহাই এই শ্লোকে কবির কথ্যমান বিষয় :—

কদাপি সদ্বাক্যশতেন ধীরো
ন মূঢ়কৌটিল্যমুপৈতি দূরম্।
প্রসারণীতৈলসহস্রমর্দ্দনাৎ
শ্বলাঙ্গুলং নৈব জহাতি বক্রতাম্ ॥

পণ্ডিত কুটিলে দিয়া শত উপদেশ
নাশিতে না পারে তার কৌটিল্য অশেষ!
প্রসারণী-তৈল দাও হাজার হাজার,
কুকুরের বাঁকা ল্যাজ সোজা করা ভার!

(৫)

সুপাত্রে দান করিলে কি কি সুফল হয়, তাহা এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

সুপাত্রদানাচ্চ ভবেৎ ধনাঢ্যো
ধনপ্রভাবেণ করোতি পুণ্যম্।
পুণ্যপ্রভাবাৎ সুরলোকবাসী
পুনর্ধনাঢ্যঃ পুনরেব ভোগী॥

সুপাত্রে করিলে দান লভে বহু ধন,
ধন-প্রভাবেই করে পুণ্য উপার্জ্জন,
পুণ্য-প্রভাবেই লোক যায় স্বর্গ-পুরে,
পুনশ্চ ধনাঢ্য হ'য়ে সুখভোগ করে!

(৬)

কুপাত্রে দান করিলে কি কি কুফল হয়, তাহা এই শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে :—

কুপাত্রদানাচ্চ ভবেৎ দরিদ্রো
দারিদ্র্যদোষেণ করোতি পাপম্।
পাপপ্রভাবাৎ নরকং প্রযাতি
পুনর্দরিদ্রো ন পুনস্তু ভোগী॥

কুপাত্রে করিলে দান হয় ধন-হীন,
ধন-হীন হ'লে পাপ করে প্রতিদিন,
পাপেই নরকে গিয়া কষ্টে কাল হরে,
পুনশ্চ দরিদ্র হ'য়ে পাপ-কর্ম্ম করে!

(৭)

মানুষ বয়সে জ্যেষ্ঠ হয় না,—গুণেই জ্যেষ্ঠ হইয়া থাকে। দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই শ্লোকে ইহাই প্রতিপন্ন করিতেছেন :—

জন্মনি ন হি জ্যেষ্ঠত্বং জ্যেষ্ঠত্বং বিদ্যতে গুণে।
গুণাৎ গুরুত্বমায়াতি দুগ্ধং দধি ঘৃতং তথা॥

বয়সে না জ্যেষ্ঠ হয়, জ্যেষ্ঠ হয় গুণে,
গুণ থাকিলেই শ্রেষ্ঠ এই ত্রিভুবনে।
দুগ্ধ হ'তে দধি হয়, দধি হ'তে ঘৃত,
জনিত জনক হ'তে স্বগুণে আদৃত!

(৮)

উদ্যোগ না থাকিলে জীবের অভাব মোচন হয় না। বিড়ালের গরু নাই, তথাপি সে উদ্যোগ-বলেই নিত্য দুগ্ধ পান করিয়া থাকে! ইহাই এই শ্লোকের বক্ষ্যমাণ বিষয়:—

উদ্যোগঃ খলু কর্ত্তব্যঃ ফলং মার্জ্জারবৎ ভবেৎ।
জন্মপ্রভৃতি গৌর্নাস্তি পয়ঃ পিবতি নিত্যশঃ॥

না থাকে উদ্যোগ যদি নাহি ফল ফলে,
বিড়াল সফল হয় উদ্যোগের বলে।
বিড়াল পুষেছে গরু, কে শুনে কোথায়,
কিন্তু নিত্য দুধ টুকু তার পেটে যায়!

(৯)

এক ধনাঢ্য দাতার নাম শুনিয়া এক দরিদ্র তাঁহার নিকট কিঞ্চিৎ প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু সেই ধনাঢ্য দাতা সম্প্রতি কপর্দ্দক-শূন্য হওয়ায় মনের দুঃখে দরিদ্রকে এই শ্লোকটী কহিয়াছিলেন:—

দিনকরকরতাপৈস্তাপিতঃ পান্থ একো
দ্রুতগতিরতিবেগাৎ বৃক্ষমূলং প্রয়াতি।
তরুরপি দলহীনো মূলদেশেহতিতপ্তঃ
পথিকহৃদয়ঘর্ম্মস্নিগ্ধতেচ্ছাং করোতি॥

সূর্য্য-তাপে দগ্ধ হ'য়ে পান্থ এক জন
বৃক্ষ-মূলে ছুটে যায় লইতে শরণ।
বৃক্ষটীও পত্র-শূন্য ; পুনঃ তার তল
রৌদ্র-তাপে ঠিক যেন হ'য়েছে অনল।
হায়রে বৃক্ষও হেথা প্রাণের জ্বালায়
পথিকের ঘর্ম্মে দেহ শীতলিতে চায়!

(১০)

যে দুই জনের বন্ধুত্ব বহুকাল ধরিয়া বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, কুচক্রীর চক্রে পড়িলে তাহাও শীঘ্র উৎপাটিত হইয়া যায়। দধি ও মন্থান-দণ্ড-চক্রের দৃষ্টান্ত দিয়া কবি এই মহাবাক্যটীর যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিতেছেন :—

আজন্মবদ্ধমপি ভিদ্যত এব সখ্যং
ভেদঞ্চ সংজনয়তে যদি তত্র চক্রী।
মন্থানদণ্ডপরিঘট্টনতো হি ভিন্নং
নীতং দ্বিধা দধি যথা নবনীততক্রম্ ॥

যে বন্ধুতা বদ্ধ আছে আজন্ম ধরিয়া,
তাও ভেদ ক'রে দেয় চক্রী তথা গিয়া।
মন্থান-দণ্ডের চক্রে দধি যদি পড়ে,
ননী ঘোল এই দুটী ভেদ ক'রে ছাড়ে!

(১১)

নিজের উপার্জ্জিত ধন "উত্তম", পিতার উপার্জ্জিত ধন "মধ্যম", ভ্রাতার উপার্জ্জিত ধন "অধম", এবং স্ত্রীর উপার্জ্জিত ধন "অধম অপেক্ষাও অধম" ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

উত্তমং স্বার্জ্জিতং বিত্তং মধ্যমং পিতুরর্জ্জিতম্।
অধমং ভ্রাতৃবিত্তঞ্চ স্ত্রীবিত্তমধমাধমম্ ॥

নিজের অর্জ্জিত ধনে ধনী যেই হয়,
"উত্তম" বলিয়া তার হয় পরিচয়।
পিতার অর্জ্জিত ধনে ধনী যেই জন,
"মধ্যম" বলিয়া তার হইবে গণন।
ভ্রাতৃ-ধনে ধনী যেই সে হয় "অধম",
স্ত্রী-ধনে যে জন ধনী, সেই নরাধম!

(১২)

কৃপণ লোক পরম ধনবান্ হইলেও ধন-ভোগ করিতে জানে না। আকণ্ঠ জল-মগ্ন হইলেও কুকুর মুখ ডুবাইয়া জল না খাইয়া জিহ্বা দ্বারাই তাহা পুনঃ পুনঃ চাটিয়া থাকে! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

উপভোক্তুং ন জানাতি কদাপি কৃপণো জনঃ।
আকণ্ঠজলমগ্নোঽপি কুক্কুরো লেঢ়ি জিহ্বয়া॥

কৃপণের যত ধন সমস্ত অসার,
কভু নাহি ভোগ তার, নাড়াচাড়া সার!
কুকুর আকণ্ঠ জলে ছোটে পিপাসায়,
চে'টে চে'টে মরে, তবু মুখ না ডুবায়!

(১৩)

যিনি বিপদে পতিত হইয়াও স্বীয় সাধু ভাব পরিত্যাগ করেন না, তিনিই ধন্য! প্রচণ্ড সূর্য্যের কিরণে তাপিত হইয়াও তুষার-রাশি দ্রবীভূত হইয়া যায়, কিন্তু তথাপি স্বীয় শীতলত্ব-গুণ পরিত্যাগ করে না। কবি এই শ্লোকে ইহাই কহিতেছেন:—

ধন্য এব স্বরূপং যো ন মুঞ্চতি বিপৎস্বপি।
ত্যজত্যর্ককরৈস্তপ্তং হিমং দেহং ন শীততাম্॥

বিপদেও নিপতিত হইয়া যে জন
স্বীয় সাধু ভাব নাহি করেন বর্জ্জন,
তেজস্বী তাঁহার মত না করি দর্শন,
ধন্য বলিয়াই তিনি গণ্য সদা হন !

(১৪)

ক্ষতে প্রহারা নিপতন্তি নিত্যশঃ
ধনক্ষয়েঽগ্নির্জঠরে প্রবর্দ্ধতে।
বিপৎসু বৈরাণি সদৈব সন্তি
ছিদ্রেষ্বনর্থা বহুলীভবন্তি ॥

ঘায়ের উপর লাগে আঘাত প্রবল,
ধন-ক্ষয় হইলেই বাড়ে ক্ষুধানল,
বিপদে পড়িলে বহু শত্রুর উদয়,
এক ছিদ্র থাকিলেই বহু ছিদ্র হয় !

(১৫)

অর্জ্জুন খাণ্ডব বন, হনুমান্ লঙ্কাপুরী ও মহাদেব মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্য্যন্ত "দারিদ্র্যকে" কেহই দগ্ধ করিতে পারিলেন না। ইহাই এই শ্লোকে কবির আক্ষেপোক্তি :—

দগ্ধং খাণ্ডবমর্জ্জুনেন বলিনা দিব্যৈদ্রু মৈঃ সেবিতং
দগ্ধা বায়ুসুতেন রাবণপুরী লঙ্কা পুনঃ স্বর্ণভূঃ।
দগ্ধঃ পঞ্চশরঃ পিনাকপতিনা তেনাপ্যযুক্তং কৃতং
দারিদ্র্যং জনতাপকারকমিদং কেনাপি দগ্ধং ন হি ॥

অর্জ্জুন খাণ্ডব বন করিল দহন,
সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ যাহে অগণন।

সাধের সোণার লঙ্কা রাবণ রাজার
অগ্নি দিয়া ক'রে দিল হনু ছারখার।
নেত্রানলে ক্রোধ-ভরে দেব ত্রিলোচন
ভস্ম ক'রে ফেলে দিল দুরন্ত মদন।
যে দারিদ্র্য বহু কষ্ট দেয় এ সংসারে,
হায়রে কেহ না দগ্ধ করিল তাহারে!

(১৬)

বিপদ্ সন্মুখীন হইলেই মানুষের বুদ্ধি-শুদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। কবি এই কথাটীর যাথার্থ্য, রামচন্দ্র, রাবণ ও যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টান্ত দ্বারা এইরূপে দেখাইতেছেন :—

পৌলস্ত্যঃ কথমন্যদারহরণে দোষং ন বিজ্ঞাতবান্
রামেণাপি কথং ন হেমহরিণস্যাসম্ভবো লক্ষিতঃ।
অক্ষৈশ্চাপি যুধিষ্ঠিরেণ সহসা প্রাপ্তো হ্যনর্থঃ কথং
প্রত্যাসন্নবিপত্তিমূঢ়মনসাং প্রায়ো মতিঃ ক্ষীয়তে॥

হরিলে পরের নারী দোষ নাহি রয়,
রাবণের কেন ইহা হইল প্রত্যয়?
সোনার হরিণ কভু নাহি দেখা যায়,
বিশ্বাস করিলা রাম তবু কেন তায়?
চালিয়া পাশার চা'ল রাজা যুধিষ্ঠির
শেষে কেন কষ্ট পে'য়ে হ'লেন অস্থির?
সম্মুখ-বিপদে চিত্ত অস্থির যাহার,
প্রায় তার বুদ্ধি-শুদ্ধি নাহি থাকে আর!

(১৭)

সংসারে কোন্ কোন্ বস্তু পরিত্যাজ্য, তাহা জনৈক কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কহিতেছেন :—

বরং শূন্যা শালা ন চ খলু বরো দুষ্টবৃষভো
বরং বশ্যা বেশ্যা ন পুনরবিনীতা কুলবধূঃ।
বরং বাসোঽরণ্যে ন পুনরবিবেকাধিপপুরে
বরং প্রাণত্যাগো ন পুনরধমানামুপগমঃ॥

বরং গোয়াল শূন্য, তাও প্রাণে সয়,
কিন্তু তবু দুষ্ট ষাঁড় পোষা কিছু নয়!
বরং থাকাও ভাল গণিকা-নিকটে,
তবু দুষ্ট কুল-নারী নাহি যেন জুটে!
বরং অরণ্য-বাসে কিছু সুখ রয়,
নির্ব্বোধ রাজার দেশ তবু কিছু নয়!
বরং এ শরীরের হউক পতন,
নীচের নিকটে যেন না হয় গমন!

(১৮)

কি কি উপায় অবলম্বন করিলে মানুষ অত্যন্ত চতুর হয়, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে ঃ—

দেশাটনং পণ্ডিতমিত্রতা চ
বারাঙ্গনারাজসভাপ্রবেশঃ।
অনেকশাস্ত্রাণি বিলোকিতানি
চাতুর্য্যমূলানি ভবন্তি পঞ্চ॥

পৃথিবীর নানা দেশে নিত্য পর্য্যটন,
পণ্ডিত লোকের সনে সদা সম্মিলন,
নিরন্তর যাতায়াত গণিকা যথায়,
নিরন্তর গতিবিধি রাজার সভায়,
এই পাঁচ কার্য্য যার রহে সর্ব্বক্ষণ,
চতুরের চূড়ামণি হয় সেই জন!

(১৯)

কোন্ কোন্ স্থলে বিশ্বাস সংস্থাপন করিলে মানুষকে বিপদে পড়িতে হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

চরিতে যোষিতাং পূর্ণে সরিত্তোয়ে নৃপাদরে।
সর্ব্বত্রৈব বণিক্‌স্নেহে ন কুর্য্যাৎ প্রত্যয়ং ক্বচিৎ॥

জল-পূর্ণা নদী, নারী, নৃপের আদর,
বণিকের স্নেহে আস্থা না রাখিও নর!

(২০)

পৃথিবীর পক্ষে কি কি মহাভার, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

যাচমানজনমানসবৃত্তেঃ
পূরণায় বত জন্ম ন যস্য।
তেন ভূমিরতিভারবতীয়ং
ন দ্রুমৈর্ন গিরিভির্ন সমুদ্রৈঃ॥ (১)

যে জন মানব-জন্ম করিয়া গ্রহণ,
যাচকের অভিলাষ না করে পূরণ,
সেই জন পৃথিবীর পক্ষে মহাভার,
সমুদ্র-পর্ব্বত-বৃক্ষে ভার কিবা তার?

(২১)

এ সংসারে চারি প্রকার দুঃখী আছে। তন্মধ্যে কোন্ দুঃখীর দুঃখের মাত্রা কিরূপ, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

দুঃখাত্তিদুঃখং নধনা হি যে বা
ততোঽপি দুঃখং কৃপণস্য সেবা।

---

(১) ইহা শ্রীহর্ষ-দেব-প্রণীত "নৈষধচরিত" (বোম্বাই-সংস্করণ) কাব্যের ৫ম সর্গের ৮৮ শ্লোক।

ততোঽপি দুঃখং পরগেহবাসঃ
ততোঽপি দুঃখং সুচিরপ্রবাসঃ ॥

এ সংসারে নাহি যার কিছুমাত্র ধন,
দুঃখী হইতেও দুঃখী নিশ্চয় সে জন।
তাহা হইতেও দুঃখী সে জন নিশ্চয়,
কৃপণের সেবা করি যার দেহ-ক্ষয়।
তাহা হইতেও দুঃখী জানিও তাহারে,
যে জন পরের ঘরে নিত্য বাস করে।
তা হ'তেও দুঃখী আর আছে এক জন,
বিদেশে পড়িয়া যার কাটিল জীবন!

(২২)

এ সংসারে কি কি অসম্ভব, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

কাকে শৌচং দ্যূতকারে চ সত্যং
সর্পে ক্ষান্তিঃ স্ত্রীষু কামোপশান্তিঃ।
ক্লীবে ধৈর্য্যং মদ্যপে তত্ত্বচিন্তা
রাজা মিত্রং কেন দৃষ্টং শ্রুতং বা ॥

কাক শুচি, দ্যূতকার সত্যবাদী অতি,
সর্প ক্ষমাশীল, নারী কাম-শূন্য-মতি,
ক্লীব ধীর, মদ্যপায়ী তত্ত্ব-চিন্তা-কারী,
নৃপতি পরম বন্ধু চিরদিন ধরি ;—
এ সব আশ্চর্য্য কথা শুনে হাসি পায়,
কে দেখেছে, কে শুনেছে কোথায় ধরায় ?

(২৩)

বড় লোকের নিন্দা ও ছোট লোকের প্রশংসা করিতে হইলে, কোন্ কোন্ বিষয়ে লক্ষ রাখা উচিত, তাহা কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

মহতাং যদি নিন্দনে রতি-
র্গুণসংখ্যৈব তদা বিধীয়তাম্।
অসতামপি চেৎ স্তবে রতি-
র্ননু তদ্দূষণমেব গণ্যতাম্॥

মহতের নিন্দা যদি করহ বাসনা,
গুণ গুলি তুমি তাঁর করহ গণনা।
নীচের প্রশংসা হেতু থাকে যদি রতি,
দোষ-গণনায় তার দিও তুমি মতি!

(২৪)

কাহার কি গুণ থাকিলে, তাহাই একদিন তাহার শত্রুতা সাধন করিয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয়ঃ—

মাংসং মৃগাণাং দশনৌ গজানাং
মৃগদ্বিষাং চর্ম্ম ফলং দ্রুমাণাম্।
স্ত্রীণাং সুরূপঞ্চ নৃণাং হিরণ্য-
মেতে গুণা বৈরকরা ভবন্তি॥

হরিণের মাংস, আর হস্তীর দশন,
মৃগেন্দ্র সিংহের চর্ম্ম, পরম ভূষণ
রমণীর রূপ, ফল বৃক্ষের ভূষণ,
মানুষের ধন;—সব ভূষণ শোভন।
যার যা ভূষণ, তার তাই শত্রু হয়,
ইহাই জগতে হায় অতীব বিস্ময়!

(২৫)

গুণি-জনের দোষ দেখিয়াও গুণগ্রাহী জন তাঁহার প্রতি বিরক্ত হন না। লোকে পরম প্রীতি সহকারে চন্দ্রের কলঙ্ক দর্শন করিয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্ষ্যমাণ বিষয়ঃ—

দোষমপি গুণবতি জনে দৃষ্ট্বা গুণরাগিণো ন খিদ্যন্তে।
প্রীত্যৈব শশিনি পতিতং পশ্যতি লোকঃ কলঙ্কমপি ॥

গুণগ্রাহী, গুণি-জনে দেখিলেও দোষ,
কখনই তার প্রতি না করেন রোষ।
চন্দ্রে আছে কত শত কলঙ্কের দাগ,
তবু তার প্রতি নাই কার অনুরাগ ?

(২৬)

এ সংসারে এক জন মাত্র গুণবান্ থাকিলেই অন্য নির্গুণ দশ জন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই সুখে জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু সেই গুণবান্ এক জনের অভাবে অন্য নির্গুণ লোক গুলির বিশেষ কষ্ট হয়। "শূন্যের" দৃষ্টান্ত দিয়া ইহাই এই শ্লোকে কবি প্রমাণ করিতেছেন :—

একমেব পুরস্কৃত্য দশ জীবন্তি নির্গুণাঃ।
বিনা তেন ন শোভন্তে সংখ্যাঙ্কেষ্বিব বিন্দবঃ ॥

এক জন গুণবানে করিয়া আশ্রয়
গুণ-হীন দশ জন প্রাণে বেঁচে রয়।
একের অভাবে অন্য দশের দুর্গতি,
একেরে রাখিলে অগ্রে কিন্তু সুখ অতি।
অসার "শূন্যের" দেখ নাহি কিছু সার,
কিন্তু অগ্রে এক পে'লে মূল্য কত তার !

(২৭)

পণ্ডিত রাজ-সভা বিনা ও রাজ-সভা পণ্ডিত বিনা যেরূপ কিছুমাত্র শোভা পায় না, চন্দ্র রাত্রিকাল বিনা ও রাত্রিকাল চন্দ্র বিনা সেরূপ কিছুতেই শোভমান হইতে পারে না! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

ন শোভতে রাজসভাং বিনা গুণী
তমন্তরেণাপি ন শোভতে চ সা।
যথা শশাঙ্কেন বিনা নিশীথিনী
নিশীথিনীঞ্চাপি বিনা নিশাকরঃ॥

বিনা রাজ-সভা গুণী না শোভে কখন,
রাজ-সভা নাহি শোভে বিনা গুণি-জন।
রাত্রি নাহি শোভা পায় চন্দ্র না থাকিলে,
চন্দ্রও না শোভা পায় রাত্রি না আসিলে!

(২৮)

ধনীর বিনয় ও বিনয়ীর ধন দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহার ধন ও বিনয়, উভয় গুণই থাকে, তাহার হয় ত বিদ্যা নাই। সংসারে এক জনের যুগপৎ সকল সদ্‌গুণ থাকা অসম্ভব। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

যত্রাস্তি লক্ষ্মীর্বিনয়ো ন তত্র
অভ্যাগতো যত্র ন তত্র লক্ষ্মীঃ।
উভৌ চ তৌ যত্র ন তত্র বিদ্যা
নৈকত্র সর্ব্বো গুণসন্নিপাতঃ॥

লক্ষ্মী যথা রয়, তথা না রয় বিনয়,
বিনয় যথায়, তথা লক্ষ্মী নাহি রয়।
দুটীও রহিলে পুনঃ বিদ্যা নাহি রবে,
এক সঙ্গে সব গুণ কোথা রয় কবে?

(২৯)

এ সংসারে কবির অদৃশ্য, পক্ষীর অভক্ষ্য, সুরা-পায়ীর অকথ্য ও স্ত্রীলোকের অকার্য্য কিছুই নাই। ইহাই কবি এই শ্লোকে বলিয়াছেন:—

কবয়ঃ কিং ন পশ্যন্তি কিং ন ভক্ষন্তি বায়সাঃ।
মদ্যপাঃ কিং ন জল্পন্তি কিং ন কুর্ব্বন্তি যোষিতঃ॥

কবি-গণ কোথা কিবা না করে দর্শন?
কাক-গণ কোথা কিবা না করে ভক্ষণ?
মাতালেও কি না বলে মদের নেশায়?
স্ত্রীলোকেও কি না করে, বল এ ধরায়?

(৩০)

যে কবির কাব্য ও যে ধনুর্দ্ধরের বাণ অপরের হৃদয়ে প্রবেশ করিবা মাত্র তাহার মস্তক ঘুরাইয়া দিতে পারে না, তাহাদের কাব্য ও বাণে প্রয়োজন কি? ইহাই এই শ্লোকে কবির বক্তব্য বিষয়:—

কিং কাব্যেন কবেস্তস্য কিং কাণ্ডেন ধনুষ্মতঃ।
পরস্য হৃদয়ে লগ্নং ন ঘূর্ণয়তি যচ্ছিরঃ॥

সে কবির কাব্যে কিবা আছে প্রয়োজন?
সে বীরের বাণে হয় কি ফল কখন?
পরের হৃদয়ে যাহা প্রবেশ করিয়া
দিতে নাহি পারে তার মাথা ঘুরাইয়া!

(৩১)

আশা ত্যাগ করিতে না পারিলে মহান্ লোকেরও বিষম অনর্থ আসিয়া উপস্থিত হয়। সূর্য্যের উদাহরণ দিয়া কবি এই শ্লোকে এই মহাবাক্যটীর সত্যতা নিরূপণ করিতেছেন:—

আশালতাচ্ছেদনমন্তরেণ
ভবেদনর্থো মহতামবশ্যম্।

ভোগপ্রসক্তঃ ক্রমশো বিবস্বান্
মীনঞ্চ মেষঞ্চ বৃষঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে ॥

ভোগ-সুখে মহাজন লিপ্ত যদি রয়,
অশেষ দুর্গতি তার উপস্থিত হয়।
হায় রে দেখনা সূর্য্য ভোগসুখ তরে
আগে মীন, পরে মেধ, শেষে বৃষ ধরে!

(৩২)

যে কবিতা ও বনিতা পদ-বিন্যাস-মাত্রই মনোহরণ করিতে না পারে, সে কবিতা ও বনিতায় প্রয়োজন কি? ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

তয়া কবিতয়া কিংবা কিংবা বনিতয়া তয়া।
পদবিন্যাসমাত্রেণ মনো নাপহৃতং যয়া ॥

সেই কবিতারে ল'য়ে কিবা প্রয়োজন,
সেই বনিতারে ল'য়ে কি সুখ কখন্,
পদের বিন্যাস-মাত্র হইলেই যার,
শক্তি নাই মন প্রাণ কে'ড়ে লইবার?

ভ্রমরাষ্টকম্।

(১)

কেতকী পুষ্পের (কেয়া ফুলের) মনোহর গন্ধ ও সুন্দর বর্ণ ত্রিভুবনে বিদিত। একটী ভ্রমর মধু-পান করিবার ইচ্ছায় পদ্ম মনে করিয়া তাহার উপরি গিয়া পতিত হয়। মধুপান করা দূরে থাকুক, কেয়া-ফুলের রেণুতে ভ্রমর অন্ধ হইয়া গেল এবং কেয়া-গাছের কণ্টকেও তাহার পক্ষ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তখন ভ্রমরের এরূপ দুর্দ্দশা হইল যে, তাহার থাকা বা যাওয়া উভয়ই অসম্ভব হইল। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

গন্ধাঢ্যাসৌ ভুবনবিদিতা কেতকী স্বর্ণবর্ণা
পদ্মভ্রান্ত্যা ক্ষুধিতমধুপঃ পুষ্পমধ্যে পপাত।
অন্ধীভূতঃ কুসুমরজসা কণ্টকৈশ্ছিন্নপক্ষঃ
স্থাতুং গন্তুং কথমপি সখে নৈব শক্তো দ্বিরেফঃ॥

কেতকীর কিবা গন্ধ! সোণার বরণ!
এই ত্রিভুবনে তার খ্যাতি সর্ব্বক্ষণ।
মধুপান ইচ্ছা করি ব্যাকুল ভ্রমর
পড়িল পদ্মিনী ভাবি তাহার ভিতর।
পরাগ লাগিল চক্ষে, না পায় দেখিতে,
কণ্টকে ছিঁড়িল পক্ষ, না পারে উড়িতে।
থাকিতে যাইতে কিংবা শক্তি নাই তার,
হে সখে! পড়িল ফাঁদে ভ্রমর এবার!

(২)

একটী ভ্রমর সুগন্ধি নব-মল্লিকার মধু-পানে তৃপ্ত না হইয়া যূথিকার নিকট মধু-পান করিতে গেল। সেখানে তৃপ্তিলাভ না করিয়া সে চম্পক-

পুষ্পের উপরি গিয়া পতিত হইল। সেখানেও পরিতৃপ্ত না হইয়া অবশেষে পদ্মিনীর নিকটে উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রোদয় হওয়ায় পদ্মিনী মুদ্রিত হইয়া গেল এবং ভ্রমরও তাহার ভিতর আবদ্ধ হইয়া রহিল। যাহার মনে কদাপি সন্তোষ নাই, তাহারই এইরূপ দুর্গতি হইয়া থাকে। কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন ঃ—

গন্ধাঢ্যাং নবমল্লিকাং মধুকরস্ত্যক্ত্বা গতো যূথিকাং
তাং দৃষ্ট্বাশু গতঃ স চম্পকবনং পশ্চাৎ সরোজং গতঃ।
বদ্ধস্তত্র নিশাকরেণ সহসা ক্রন্দত্যসৌ মন্দধীঃ
সন্তোষেণ বিনা পরাভবপদং প্রাপ্নোতি মূঢ়ো জনঃ॥

নব মল্লিকার গন্ধ ছাড়িয়া ভ্রমর
অবশেষে পড়ে গিয়া যূথিকা উপর।
যূথিকা ছাড়িয়া ছুটে চম্পকের বনে,
তার পর পড়ে গিয়া কমল-কাননে।
ক্ষণেক বসিয়া তথা রহিলে ভ্রমর,
গগনে সহসা দেখা দিল নিশাকর।
কমলিনী দেখি তারে মুদিল নয়ন,
ভ্রমর পড়িয়া ফাঁদে করিল রোদন।
সন্তোষ যাহার মনে কভু নাহি রয়,
অশেষ দুর্গতি তার হইবে নিশ্চয়!

(৩)

কবি এই শ্লোকে কোনও আম্র-বৃক্ষকে তিরস্কার করিয়া কহিতেছেন, "হে আম্র-বৃক্ষ! তোমার মুকুলোদ্গমের সময় হইতে ভ্রমর-গণ প্রত্যহ তোমার আশ্রয়ে থাকিয়াও তোমার ফলের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; এবং তুমি একবারও তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিতেছ না। কিন্তু যে সকল কীট তোমাকে চক্ষেও একবার দেখে নাই, তুমি আজ তাহাদিগকে মহা সমাদরে আপনার হৃদয়ের ভিতর স্থান দিয়াছ। হে, আম্র-বৃক্ষ! কে

তোমার আত্মীয় ও কে তোমার পর, ইহা যে অদ্যাবধি তুমি চিনিতে পারিলে না, ইহাই বড় দুঃখের বিষয়!" ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

যেঽভিজ্ঞা মুকুলোদ্গমাদনুদিনং ত্বামাশ্রিতাঃ ষট্পদা-
স্তে ভ্রাম্যন্তি ফলাৎ বহির্বহিরহো দৃষ্ট্বা ন সম্ভাষসে।
যে কীটাস্তব দৃক্পথং ন চ গতাস্তে ত্বৎফলাভ্যন্তরে
ধিক্ ত্বাং চূততরো পরাপরপরিজ্ঞানানভিজ্ঞো ভবান্॥

যে অবধি জন্মিয়াছে তোমার মুকুল,
সে অবধি অলিকুল হইয়া ব্যাকুল,
তোমারি আশ্রয়ে দেখি র'য়েছে সদাই,
ফল হ'লো বলি আজ ত্যজ তারে তাই!
ঘুরিয়া বেড়ায় তারা ফলের বাহিরে,
একবার মুখ তুলি নাহি চাও ফিরে!
যে কীট পড়েনি কভু তোমার নয়নে,
বুকের ভিতর তারে রেখেছ যতনে!
ধিক্ ধিক্ আম্র-তরু! ধিক্ শতবার,
আত্ম-পর-জ্ঞান হায় না দেখি তোমার!

(৪)

যে ভ্রমর পদ্মিনীর সহিত থাকিয়া স্বেচ্ছাক্রমে মধু-পান করিয়া তথায় জন্ম কাটাইয়া দিল, যে ভ্রমর মালতীর সহিত অনায়াসে কেলি করিয়া মনে মনে মহা সুখলাভ করিত, সেই ভ্রমর মধু-গন্ধ-লোলুপ হইয়া আজ গুঞ্জালতার আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক কি দুর্গতিই না প্রাপ্ত হইয়াছে! দৈবের বিড়ম্বনা বুঝা ভার! ইহাই এই শ্লোকে কবির আক্ষেপোক্তি :—

নীতং জন্ম নবীননীরজবনে পীতং মধু স্বেচ্ছয়া
মালত্যাঃ কুসুমেষু যেন নিয়তং কেলী কৃতা হেলয়া।

তেনেয়ং মধুগন্ধলুব্ধমনসা গুঞ্জালতা সেব্যতে
হা ধিগ্ দৈবকৃতং স এব মধুপঃ কাং কাং দশাং নাগতঃ ॥

পদ্ম-বনে জন্ম কে'টে গেল যার হায়,
যে করিত মধু-পান নিজের ইচ্ছায় ;
আহ্লাদে উন্মত্ত হ'য়ে মালতীর সনে
কেলি করি মহা সুখ হ'তো যার মনে ;
মধু-গন্ধ-লোভে আজ সেই মধুকর,
গুঞ্জা-লতা সনে কেলি করে নিরন্তর !
কি দুর্গতি না হ'য়েছে তাহার এখন ?
ধিক্ ধিক দৈব-বলে, ধিক্ অনুক্ষণ !

(৫)

একটী ভ্রমর পলাশ-পুষ্প-ভ্রমে একটী শুক-পক্ষীর চঞ্চু-পুটে গিয়া পড়িল। শুক-পক্ষীও জম্বূফল মনে করিয়া তাহাকে ভক্ষণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইল ! ভ্রান্তি-বশতঃ জীবকে কত ভ্রমে ও কত বিপদেই পড়িতে হয় ! কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন :—

পলাশকুসুমভ্রান্ত্যা শুকতুণ্ডে পতত্যলিঃ ।
সোঽপি জম্বূফলভ্রান্ত্যা তমলিং হন্তুমিচ্ছতি ॥

ভাবিয়া পলাশ-পুষ্প মত্ত মধুকর
ছুটে গিয়া পড়ে শুক-চঞ্চুর উপর !
শুক-পক্ষী জম্বূ-ফল মনে করি তায়
পুরিয়া উদর-মধ্যে রেখে দিতে চায় !

(৬)

একটী ভ্রমর একখানি চিত্র-পটে একটি বৃহৎ পদ্ম অঙ্কিত দেখিয়া আহ্লাদে মত্ত হইয়া তথায় উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র

মধু বা গন্ধ না পাইয়া লজ্জায় অপ্রতিভ হইয়া মাথাটী নাড়িতে নাড়িতে চলিয়া গেল! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

দৃষ্ট্বা স্ফীতোঽভবদলিরসৌ লেখ্যপদ্মং বিশালং
চিত্রং চিত্রং কিমিতি কিমিতি ব্যাহরন্ নিষ্পপাত।
নাস্মিন্ গন্ধো ন চ মধুকণো নাস্তি তৎ সৌকুমার্য্যং
ঘূর্ণন্মূর্দ্ধা বত নতশিরা ব্রীড়য়া নির্জগাম॥

চিত্র-পটে পদ্মিনীরে অঙ্কিত দেখিয়া
ভ্রমর করিল গর্ব্ব যথার্থ ভাবিয়া।
ছুটে গিয়া প'ড়ে গে'ল তাহার উপর,
মধু-গন্ধ নাহি দেখি ব্যথিত অন্তর।
লজ্জা পে'য়ে মাথাটীকে নাড়িতে নাড়িতে
অধোমুখে গেল,—নাহি পারিল থাকিতে!

(৭)

যে ভ্রমর চিরদিন কমলিনী ও কুমুদিনীর সহিত কেলি করিয়া মহানন্দে তাহাদের মধু-পান করিত, আজ তাহা কুটজ (কুরচি) পুষ্পের মধুকেও আদরের বস্তু বলিয়া গণ্য করিতেছে। দৈব-বিড়ম্বনায় জীবের অদৃষ্টে চিরদিনই একভাবে সুখ থাকে না! ইহাই এই শ্লোকের নীতি :—

অলিরয়ং নলিনীকুলবল্লভঃ
কুমুদিনীকুলকেলিকলালসঃ।
বিধিবশাৎ পরদেশমুপাগতঃ
কুটজপুষ্পরসং বহু মন্যতে॥

পদ্মিনীর প্রাণ-পতি যেই মধুকর,
কুমুদিনী সনে যার কেলি নিরন্তর,

বিধি-বশে হায় তারে যাইয়া বিদেশে
কুটজ-পুষ্পের মধু খে'তে হ'লো শেষে!

(৮)

এক ভ্রমর কোনও এক পদ্মিনীর ভিতরে বসিয়া মধু-পান করিতে-ছিল। সহসা সন্ধ্যা হওয়াতে পদ্মিনী নিমীলিত হইল, এবং ভ্রমরটীও তাহার ভিতরে আবদ্ধ হইয়া রহিল। তখন ভ্রমর আশা করিতে লাগিল যে, রাত্রি প্রভাত হইলে সূর্য্যোদয় হইবে, এবং পদ্মিনীও প্রস্ফুটিত হইবে। তখন আমি স্বচ্ছন্দে বাহিরে যাইতে পারিব! ভ্রমর যখন এইরূপ আশা করিতেছিল, তখন একটী হস্তী আসিয়া সেই ভ্রমর-মধ্যা পদ্মি-নীকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। জীব মনে একরূপ ভাবে, কিন্তু কার্য্যে তাহার অন্যরূপ ঘটে। ইহাই এই শ্লোকের নীতি:—

রাত্রির্গমিষ্যতি ভবিষ্যতি সুপ্রভাতং
ভাস্বানুদেষ্যতি হসিষ্যতি পদ্মজাতম্।
ইত্থং বিচিন্তয়তি কোষগতে দ্বিরেফে
হা হন্ত হন্ত নলিনীং গজ উজ্জহার॥

রাত্রিও চলিয়া যাবে, প্রভাত আসিবে,
সূর্য্যও উদিত হবে, পদ্মিনী হাসিবে।
পদ্মিনীর বক্ষে নিশি করিয়া বিহার
ভ্রমর করিছে আশা বাহিরে যাবার।
হেন-কালে গিয়া এক হস্তী পদ্ম-বন
হায় সেই পদ্মিনীরে করিল ভক্ষণ!

বানরাষ্টকম্।

ঈর্ষী দক্ষঃ ক্রতৌ রূপং স্তব্ধঃ শুষ্কেন্ধনং জবঃ।
দুর্মন্ত্রিণমিতি শ্লোকাঃ কথিতা বানরাষ্টকে ॥

(১)

পর-শ্রী-কাতর, ঘৃণা-শীল, দুরাকাঙ্ক্ষ, কোপন-স্বভাব, নিত্য-ভীত ও পরাশ্রিত,—এই ছয় জন এ সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

ঈর্ষী ঘৃণী ত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগিনঃ ॥

দেখিলে পরের ভাল বুক ফাটে যার,
সবারি উপরি যার ঘৃণা অনিবার,
সন্তোষের লেশমাত্র নাহি যার মনে,
যে জন চটিয়া যায় সামান্য কারণে,
সর্ব্বদাই মনে মনে আছে যার ভয়,
খাইয়া পরের ভাত বেঁচে সেই রয়,
এ সংসারে জে'নো তুমি সেই ছয় জন
অশেষ দুঃখের ভাগী হয় সর্ব্বক্ষণ!

(২)

কার্য্য-পটু লোকই লক্ষ্মীবান্ হয়, মিতাহারী ব্যক্তিই সুস্থ-দেহে বাস করে, নীরোগ জনই সুখভোগী হয়, উদ্যোগী পুরুষই বিদ্যালাভ করে, এবং নম্রস্বভাব লোকই ধার্ম্মিক, ধনবান্ ও যশস্বী হয়। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

দক্ষঃ শ্রিয়মধিগচ্ছতি পথ্যাশী কল্যতাং সুখমরোগী।
উদ্যুক্তো বিদ্যান্তং ধর্ম্মার্থযশাংসি চ বিনীতঃ ॥

লক্ষ্মী-লাভ করে নিত্য কার্য্য-দক্ষ জন,
মিতাহারী সুস্থ-দেহে থাকে সর্ব্বক্ষণ;
মহাসুখে থাকে সেই, রোগ নাই যার,
সদাই উদ্যোগ যার, বিদ্যা হয় তার,
পরম বিনীত-ভাবে রহে যেই জন,
ধর্ম্ম অর্থ যশঃ তার ভাগ্যে অনুক্ষণ!

(৩)

যজ্ঞ, বিবাহ, বিপদ্, শত্রু-নাশ, যশোজনক কার্য্য, মিত্র-সংগ্রহ, প্রিয়তমা রমণী ও নির্ধন বন্ধু,—এই আটটী বিষয়ে অপরিমিত ব্যয় করিলেও তাহাতে মহাত্মা জনের মহা গৌরব হইয়া থাকে। ইহাই কবি এই শ্লোকে বলিতেছেন :—

ক্রতৌ বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে
যশস্করে কর্ম্মণি মিত্রসংগ্রহে।
প্রিয়াসু নারীষ্বধনেষু বন্ধুষু
বহুব্যয়েঽপ্যস্তি সতাং হি গৌরবম্ ॥

বিবাহে বিপদে যজ্ঞে শত্রু-বিনাশনে,
কীর্ত্তিকর কার্য্যে, মিত্র-সংগ্রহ-করণে,
প্রিয়তমা রমণীর মানস-রঞ্জনে,
দরিদ্র বন্ধুর চিত্ত-তুষ্টি-সম্পাদনে,
সাধু জন বহু ধন করিলেও ব্যয়,
তাহাতে গৌরব তাঁর, জানিও নিশ্চয়!

(৪)

কি কি কারণে মানুষের রূপ, সুখ, পৌরুষ, গৌরব, গুণ, বল ও সম্পদ্ নষ্ট হইয়া যায়, তাহাই এই শ্লোকে নির্ণীত হইয়াছে :—

রূপং জরা সর্ব্বসুখানি তৃষ্ণা
খলস্য সেবা পুরুষাভিমানম্।
যাচ্ঞা গুরুত্বং গুণমাত্মপূজা
চিন্তা বলং হন্ত্যদয়া চ লক্ষ্মীম্॥

জরা আসিলেই রূপ নষ্ট হ'য়ে যায়,
সব সুখ নষ্ট হয় বিষয়-তৃষ্ণায়;
যে জন খলের সেবা করিবে যখন,
থাকিবে না তার মান সম্ভ্রম তখন;
প্রার্থনা করিতে গে'লে গৌরব না রয়,
আত্মশ্লাঘা করিলেই গুণ নষ্ট হয়;
বল নাহি থাকে তার, সদা চিন্তা যার,
দয়া নাই যার, লক্ষ্মী নাহি থাকে তার!

(৫)

কোন্ কোন্ জনের যশঃ, মিত্রতা, কুল, ধর্ম্ম, বিদ্যা, সুখ ও রাজ্য নষ্ট হইয়া যায়, তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

স্তব্ধস্য নশ্যতি যশো বিষমস্য মৈত্রী
নষ্টক্রিয়স্য কুলমর্থপরস্য ধর্ম্মঃ।
বিদ্যাধনং ব্যসনিনঃ কৃপণস্য সৌখ্যং
রাজ্যং প্রমত্তসচিবস্য নরাধিপস্য॥

যেই জন জড়, তার যশঃ নষ্ট হয়,
সাম্য নাহি যার, তার মিত্রতা না রয়,
কুল নাহি রহে তার, ক্রিয়া নষ্ট যার,
ধন ল'য়ে ব্যস্ত যেই, ধর্ম্ম যায় তার,
বিদ্যা নষ্ট তার, ক্রীড়া-রত যেই জন,
সুখ নাই ভাগ্যে তার, যে জন কৃপণ,

যে রাজার দুষ্ট মন্ত্রী থাকে নিরন্তর,
সে রাজার রাজ্য নষ্ট হইবে সত্বর!

(৬)

কাহাকে কাহাকে আশ্রয় করিলেই অগ্নি, শোক, কোপ, কাম, ধন, ধর্ম্ম ও সহিষ্ণুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

শুষ্কেন্ধনে বহ্নিরুপৈতি বৃদ্ধিং
বালেষু শোকশ্চপলেষু কোপঃ।
কান্তাসু কামঃ কৃপণেষু বিত্তং
ধর্ম্মো দয়াবৎসু মহৎসু ধৈর্য্যম্॥

শুষ্ক কাষ্ঠ পাইলেই বাড়িবে অনল,
বালকের কাছে শোক হইবে প্রবল,
ক্রোধ তাঁর বাড়ে, অতি অস্থির যে জন,
কামিনী-সংসর্গে বাড়ে কাম-হুতাশন,
দয়ালুর ধর্ম্ম বাড়ে, কৃপণের ধন,
সহিষ্ণুতা বাড়ে তাঁর, মহাত্মা যে জন!

(৭)

অশ্ব, স্ত্রীলোক, তপস্বী, দ্বিজ, নৃপতি ও শস্ত্র-ধারীর কি কি গুণ থাকা প্রার্থনীয়, তাহাই এই শ্লোকে নিরূপিত হইয়াছে :—

জবো হি সপ্তেঃ পরমং বিভূষণং
ত্রপাঙ্গনায়াঃ কৃশতা তপস্বিনঃ।
দ্বিজস্য বিদ্যা নৃপতেরপি ক্ষমা
পরাক্রমঃ শস্ত্রবলোপজীবিনাম্॥

তুরঙ্গের শোভা, যদি দ্রুত গতি রয়,
রমণীর শোভা, যদি থাকে লজ্জা-ভয়,

তপস্বীর শোভা, যদি কৃশ অনিবার,
ব্রাহ্মণের শোভা, যদি বিদ্যা থাকে তাঁর,
রাজার পরম শোভা, ক্ষমা যদি রয়,
শস্ত্রীর পরম শোভা বিক্রম নিশ্চয়!

(৮)

যাহার দুষ্ট মন্ত্রী থাকে, তাহাঁর নীতিদোষ আসিয়া উপস্থিত হয়; পথ্যাশী না হইলে, তাহাকে যাবজ্জীবন রোগ-ভোগ করিতে হয়; ধনবান্ হইলেই মানুষের অহঙ্কারের সীমা রহে না; যম প্রাণি-মাত্রকেই নিহত করিয়া থাকে; এবং ইন্দ্রিয়-জিত ব্যক্তিই অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হয়। ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন :—

দুর্ম্মন্ত্রিণং কমুপযান্তি ন নীতিদোষাঃ
সন্তাপয়ন্তি কমপথ্যভুজং ন রোগাঃ।
কং শ্রীর্ন দর্পয়তি কং ন নিহন্তি মৃত্যুঃ
কং স্বীকৃতা ন বিষয়াঃ পরিতাপয়ন্তি॥

"ষড়্রত্নম্"-প্রবন্ধের পঞ্চম শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

বানর্য্যষ্টকম্।

মাধুর্য্যং শাস্ত্রমারোগ্যং দানং মূর্খো দ্বিজাতিকঃ।
বৈদ্যং সুজীর্ণং বৃক্ষঞ্চ বানর্য্যুক্তমিহাষ্টকম্ ॥

(১০)

রমণীর প্রতি মিষ্ট-বাক্য-প্রয়োগ, সরলের সহিত সরল ব্যবহার, শত্রুর প্রতি শৌর্য্য-প্রকাশ, গুরু জনের সহিত নম্রতাচরণ, ধার্ম্মিক লোকের প্রতি সাধু ব্যবহার, মর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট স্বীয় মর্ম্ম-বেদনা-জ্ঞাপন, পণ্ডিত জনের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন, এবং শঠের সহিত শঠতাচরণ,—এই আটটী গুণ সাংসারিক ব্যক্তির আজীবন থাকা উচিত। ইহাই এই শ্লোকে উক্ত হইয়াছে :—

মাধুর্য্যং প্রমদাজনেষু ললিতং দাক্ষিণ্যমার্য্যে জনে
শৌর্য্যং শত্রুষু নম্রতা গুরুজনে ধর্ম্মিষ্ঠতা ধার্ম্মিকে।
মর্ম্মজ্ঞেষ্বনুবর্ত্তনং বহুবিধো মানো জনে পণ্ডিতে
শাঠ্যং দুষ্টজনে নরস্য কথিতাঃ পর্য্যন্তমষ্টৌ গুণাঃ ॥

রমণীর প্রতি নিত্য মধুর বচন,
সরলের প্রতি সরলতা-প্রদর্শন,
শৌর্য্য-প্রদর্শন নিত্য শত্রুর উপর,
গুরু-জন প্রতি নম্র ভাব নিরন্তর,
ধার্ম্মিক জনের সনে ধর্ম্ম-আচরণ,
ব্যথার ব্যথীর কাছে ব্যথা-বিজ্ঞাপন,
সুপণ্ডিত জন প্রতি মান-প্রদর্শন,
শঠতা তাঁহার প্রতি শঠ যেই জন,
এই অষ্ট মহাগুণ মহামূল্য ধন
আজীবন থাকে তাঁর সাধু যেই জন!

(২)

বিলক্ষণ বিচার করিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও তাহার পুনঃপুনঃ চিন্তা করা কর্ত্তব্য। বিশেষরূপে রাজার সেবা করিলেও মনে মনে আশঙ্কা রাখা উচিত। যুবতী রমণীকে ক্রোড়ে করিয়া রাখিলেও নিশ্চিন্ত থাকা বুদ্ধিমান্ পুরুষের কর্ত্তব্য নহে। শাস্ত্র, রাজা ও যুবতী রমণীকে বশীভূত রাখা বড়ই বিষম ব্যাপার! ইহাই কবি এই শ্লোকে কহিতেছেন:—

শাস্ত্রং সুচিন্তিতমপি প্রতিচিন্তনীয়ং
স্বারাধিতোঽপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ।
অঙ্কে স্থিতাপি যুবতিঃ পরিরক্ষণীয়া
শাস্ত্রে নৃপে চ যুবতৌ কথমাত্মভাবঃ॥

"ষড়্‌রত্নম্"-প্রবন্ধের প্রথম শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৩)

কায়িক ও মানসিক সুস্থতা, ঋণ-পরিশূন্যতা, স্বদেশে বসতি, জীবিকা-নির্ব্বাহের স্থির উপায়, নির্ভয়-চিত্তে বাস, ও সাধু জনের সহিত সম্মিলন,— এই ছয়টী বিষয় গৃহীর পক্ষে অতি সুখজনক। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়:—

আরোগ্যমানৃণ্যমবিপ্রবাসঃ
সপ্রত্যয়া বৃত্তিরভীতিবাসঃ।
সদ্ভির্মনুষ্যৈঃ সহ সঙ্গমশ্চ
ষড্ জীবলোকস্য সুখানি সত্যম্॥

নিরন্তর সুস্থ যদি থাকে দেহ মন,
কিছুমাত্র ঋণ যদি না থাকে কখন,
বিদেশে না থাকে যদি চিরদিন ধ'রে,
সন্দেহ না থাকে যদি জীবিকার তরে,

না করিতে হয় যদি ভয়ে ভয়ে বাস,
সাধু সনে হয় যদি বাস বার মাস,
তা হ'লেই এ সংসারে এই ছয় ধন
মানবে যথার্থ সুখ করে বিতরণ!

(৪)

দানং দরিদ্রস্য বিভোঃ ক্ষমিত্বং
যূনস্তপো জ্ঞানবতশ্চ মৌনম্।
সুখেহপ্রবৃত্তিশ্চ সুখান্বিতস্য
দয়া কঠোরস্য দিবং নয়ন্তি॥

"ষড়্রত্নম্"-প্রবন্ধের চতুর্থ শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৫)

মূর্খো দ্বিজাতিঃ স্থবিরো গৃহস্থঃ
কামী দরিদ্রো ধনবাংস্তপস্বী।
বেশ্যা কুরূপা নৃপতিঃ কদর্য্যো
লোকে ষড়েতানি বিড়ম্বিতানি॥

"ষড়্রত্নম্"-প্রবন্ধের তৃতীয় শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৬)

বৈদ্যং পানরতং নটং কুপঠিতং স্বাধ্যায়হীনং দ্বিজং
যোধং কাপুরুষং হয়ং গতরয়ং মূর্খং পরিব্রাজকম্।
রাজানঞ্চ কুমন্ত্রিভিঃ পরিবৃতং দেশঞ্চ সোপদ্রবং
ভার্য্যাং যৌবনগর্ব্বিতাং পররতাং মুঞ্চন্তু শীঘ্রং বুধাঃ॥

"পঞ্চরত্নম্"-প্রবন্ধের তৃতীয় শ্লোকের মুখবন্ধ ও অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

(৭)

ভুক্ত দ্রব্য যদি সম্পূর্ণরূপে জীর্ণ হয়, পুত্র যদি কার্য্যদক্ষ হয়, ভার্য্যা যদি বশীভূত থাকে, নৃপতি যদি সুসেবিত হয়, এবং যদি বিশেষ বিবেচনা করিয়া কথা কহা ও বিশেষ বিচার করিয়া কার্য্য করা যায়, তাহা হইলে এই সকল বিষয় পরিণামে কদাপি নিষ্ফল হয় না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

সুজীর্ণমন্নং সুবিচক্ষণঃ সুতঃ
সুশাসিতা স্ত্রী নৃপতিঃ সুসেবিতঃ।
সুচিন্ত্য চোক্তং সুবিচার্য্য যৎ কৃতং
সুদীর্ঘকালেঽপি ন যাতি বিক্রিয়াম্॥

জীর্ণ যদি হয় তাহা যা কর ভক্ষণ,
পুত্রটী তোমার যদি হয় বিচক্ষণ,
ভার্য্যাটী তোমার যদি থাকে সদা বশে,
রাজাকে রাখহ যদি মনের হরষে,
কথা যদি কও তুমি ভাবিয়া চিন্তিয়া,
কার্য্য যদি কর তুমি বিচার করিয়া,
তা হ'লেই এই ছয় অমূল্য রতন
কিছুতেই নাহি হবে বিরূপ কখন!

(৮)

বৃক্ষ ফল-শূন্য হইলেই পক্ষি-গণ প্রস্থান করে, সরোবর জল-শূন্য হইলেই সারস-গণ অন্তর্দ্ধান করে, পুষ্প মধু-হীন হইলেই ভ্রমর-গণ তথায় বসিতে চাহে না, বন অগ্নি-দগ্ধ হইলেই মৃগ-গণ কোথায় চলিয়া যায়, পুরুষ-গণ ধনহীন হইলেই গণিকা-গণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে, নৃপতি লক্ষ্মী-শূন্য হইলেই মন্ত্রি-গণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। এই সব দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীতি হয় যে, স্বার্থ থাকিলেই সকলে সকলেরই বন্ধু হয় এবং স্বার্থ না থাকিলে

কেহই কাহারও বন্ধু হইতে চায় না! কবি এই শ্লোকে এই নীতি-শিক্ষা দিতেছেন:—

বৃক্ষং ক্ষীণফলং ত্যজন্তি বিহগাঃ শুষ্কং সরঃ সারসাঃ
পুষ্পং পর্য্যুষিতং ত্যজন্তি মধুপা দগ্ধং বনান্তং মৃগাঃ।
নির্দ্রব্যং পুরুষং ত্যজন্তি গণিকা ভ্রষ্টং নৃপং মন্ত্রিণঃ
সর্ব্বঃ কার্য্যবশাৎ জনোঽভিরমতে কস্যাস্তি কো বল্লভঃ॥

"সপ্তরত্নম্"-প্রবন্ধের চতুর্থ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বচাতকাষ্টকম্।

(১)

চাতক পক্ষী চিরকালই মেঘের ভক্ত ও শরণাগত! এজন্য কোনও চাতক এই শ্লোকে মেঘকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে, "হে মেঘ! তুমি প্রবল ঝঞ্ঝাবাতেই আমাকে কম্পিত করিয়া দাও, গভীর গর্জ্জন করিয়াই আমাকে ভয় প্রদর্শন কর, কিংবা শিলাবৃষ্টি দ্বারাই আমার এই ক্ষুদ্র দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দাও, তথাপি যখন আমি তোমারই জলবিন্দু পান করিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছি, তখন তুমি ভিন্ন আমার আর অন্য গতি নাই":—

বাতৈর্বিধূনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ
সংচূর্ণয় ত্বমথবা করকাভিঘাতৈঃ।
ত্বদ্বারিবিন্দুপরিপালিতজীবিতস্য
নান্যা গতির্ভবতি বারিদ চাতকস্য॥

চাতকে বায়ুর বেগে কাঁপাইয়া দাও,
গম্ভীর গর্জ্জনে তারে ভয় বা দেখাও,

চূর্ণ করি ফে'ল তারে শিলাবৃষ্টি ক'রে,
যত কষ্ট দাও তারে, সে না তায় ডরে!
আজন্ম তোমারি জল টুকু করি পান
চাতক করিছে রক্ষা আপনার প্রাণ।
তাই বলি জে'নো মেঘ! চাতক তোমার,
তোমা বিনা চাতকের গতি নাই আর!

(২)

চাতক তৃষ্ণায় কাতর হইয়া তিন চারি বিন্দু জলের জন্য মেঘের নিকট প্রার্থনা করে। মেঘও প্রচুর-পরিমাণে জলদান করিয়া চাতকের প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া দেয়। মহতের উদারতা অসীম! ইহাই এই শ্লোকের নীতি :—

চাতকস্ত্রিচতুরান্ পয়ঃকণান্
যাচতে জলধরং পিপাসয়া।
সোঽপি পূরয়তি ভূয়সাম্ভসা
হন্ত হন্ত মহতামুদারতা॥

চাতক পাইয়া বড় তৃষ্ণায় যাতনা
জলদেরে মাগে জল তিন চারি কণা;
জলদও ঢালিয়া দেয় জল আপনার,
ধন্য ধন্য মহতের মহিমা অপার!

(৩)

চাতক মেঘকে কহিতেছে, "নদ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে বহু জল আছে, আমি সেই জলপান করিয়াও আমার জীবন রক্ষা করিতে পারি। কিন্তু হে মেঘ! তোমার জলপান না করিয়া অপরের জলপান করিলে আমার কুলে চির-কলঙ্ক থাকিবে।" আপনার জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিষ্কলঙ্ক কুলে কলঙ্ক রাখিয়া যাওয়া কাহারও কর্ত্তব্য নহে। ইহাই এই শ্লোকের নীতি :—

শক্যতে যেন কেনাপি জীবনেনৈব জীবিতুম্ ।
কিন্তু কৌলব্রতোত্তুঙ্গপ্রসঙ্গঃ পরদুঃসহঃ ॥

কত জল রহে নদ নদী ও সাগরে,
জীবন ধরিতে পারি তাও পান ক'রে ;
কুলের কলঙ্ক কিন্তু করিলে স্মরণ,
বিষম যন্ত্রণানলে দহে মোর মন !

(৪)

হে মেঘ ! তুমি গর্জ্জন করিতেছ বটে, কিন্তু বর্ষণ করিতেছ না। আমি তোমারই জলপান করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব রহিয়াছি। এক্ষণে সহসা যদি দক্ষিণ বায়ু আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তুমিই বা কোথায় থাকিবে, আর আমিই বা কোথায় থাকিব, এবং তোমার জল-বর্ষণই বা কোথায় থাকিবে ! ইহাই এই শ্লোকে মেঘের প্রতি কোনও চাতকের আক্ষেপোক্তি :—

গর্জসি মেঘ ন যচ্ছসি তোয়ং
চাতকপক্ষী ব্যাকুলিতোঽহম্ ।
দৈবাদিহ যদি দক্ষিণবাতঃ
ক্ব ত্বং ক্বাহং ক্ব চ জলপাতঃ ॥

কতই করিছ মেঘ ! গভীর গর্জ্জন,
বিন্দু মাত্র জল কিন্তু না কর বর্ষণ ;
আমি হে চাতক-পক্ষী কাতর হইয়া
তোমারি মুখের দিকে আছি তাকাইয়া !
দৈবাৎ দক্ষিণ বায়ু উঠে যদি হায়,
কোথায় বা রবে তুমি, আমি বা কোথায় !
কোথায় বা রবে বল তব জলপাত,
না জানি ঘটে বা বুঝি বিষম উৎপাত !

(৫)

চাতক মেঘকে বলিতেছে,—"তড়াগাদির জল অতি অল্প এবং তাহাও বিষবৎ অনিষ্টকারী। হ্রদের জল নীচাশয় জীবেরই সেব্য। মহাসাগরের জলও স্পৃহণীয় নহে, কারণ অগস্ত্য-মুনি তাহা এক গণ্ডূষেই পান করিয়াছিলেন। গঙ্গাদি নদীর জলের কথা আর কি কহিব, তাহা সমুদ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। হে মেঘ! এজন্য ঐ সব জল পরিত্যাগ করিয়া তোমারই জলপান করিয়া চাতক নিজের সম্মান রক্ষা করিতে চায়!" :—

বাপী স্বল্পজলাশয়ো বিষময়ো নীচাবগাহো হ্রদঃ
ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতরো মহাজলনিধির্গণ্ডূষমেকং মুনেঃ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ পয়োনিধিগতাঃ সংত্যজ্য তস্মাদিমান
সম্মানী খলু চাতকো জলমুচামুচ্চৈঃ পয়ো বাঞ্ছতি ॥

তড়াগে অল্পই জল, তাও বিষময়,
নীচের গন্তব্য হ্রদে ইচ্ছা নাহি হয়!
ক্ষুদ্র হ'তে ক্ষুদ্রতর জানি রত্নাকরে,
অগস্ত্য গণ্ডূষে যারে পূরিল উদরে।
গঙ্গাদি যতেক নদী আছয়ে ধরায়,
সবাই পড়েছে গিয়া সাগরেতে হায়!
চাতক ত্যজিয়া সবে তাই মানে মানে
জল হেতু সদা চায় জলদেরি পানে!

(৬)

মেঘ জলদান করিলে বীজ সকল অঙ্কুরিত হয়, সকল নদীর জলবৃদ্ধি হয়, পিপীলিকা-গণ আনন্দে উড়িতে থাকে, বৃক্ষ সকল পল্লব ধারণ করে, এবং মনুষ্যগণ প্রফুল্ল-চিত্ত হয়। কিন্তু হে চাতক! তুমি কি মহাপাতক করিয়াছ যে, তোমার চঞ্চু-পুটে দুই তিন বিন্দুও জল পতিত হইল না! ইহাই এই শ্লোকে চাতকের প্রতি কবির খেদোক্তি :—

বীজৈরঙ্কুরিতং নদীভিরুদিতং বল্মীভিরুজ্জৃম্ভিতং
বৃক্ষৈঃ পল্লবিতং জনৈশ্চ মুদিতং ধারাধরে বর্ষতি।
ভ্রাতশ্চাতক পাতকং কিমপি তে সম্যঙ্ ন জানীমহে
যত্তেঽস্মিন্ ন পতন্তি চঞ্চুপুটকে দ্বিত্রাঃ পয়োবিন্দবঃ ॥

পাইলে মেঘের জল বীজ অঙ্কুরিত,
নদী সুবিস্তৃত, পিপীলিকা সমুদিত,
বৃক্ষের পল্লব হয়, আনন্দ সবার,
মেঘ হ'তে ! সকলেরি হয় উপকার।
কিন্তু এক কথা বলি, ভাই হে চাতক !
কহ মোরে, কিবা তুমি করেছ পাতক ?
কি আশ্চর্য্য, চঞ্চু-পুটে ভাই রে ! তোমার
দুই তিন বিন্দু জল নাহি পড়ে আর !

(৭)

অন্যান্য জীবগণ নদ হ্রদ প্রভৃতির জলপান করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবন ধারণ করিতে পারে; কিন্তু হে মেঘ ! তুমিই চাতকের একমাত্র অবলম্বন ! ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়:—

নদেভ্যোঽপি হ্রদেভ্যোঽপি পিবন্ত্যন্যে সদা পয়ঃ।
চাতকস্য তু জীমূত ! ভবানেবাবলম্বনম্ ॥

নদী বা হ্রদের জলে অন্য জীবগণ
করিতেছে সর্ব্বদাই তৃষ্ণা নিবারণ।
ওহে মেঘ ! তোমা বিনা উপায় কি রয়,
চাতকের একমাত্র তুমিই আশ্রয় !

(৮)

হে মেঘ ! চাতক এই নিরবলম্বন আকাশে বহুক্ষণ অবস্থিত হইয়া তোমারই দিকে চঞ্চুপুট উত্তোলন করিয়া জলের জন্য অপেক্ষা করিল।

জলদান করা দূরে থাকুক, একবার সুমধুর শব্দেও তাহাকে তুমি আপ্যায়িত করিলে না! ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

নভসি নিরবলম্বে সীদতা দীর্ঘকালং
ত্বদভিমুখনিবিষ্টোত্তানচঞ্চুপুটেন।
জলধর জলধারা দূরতস্তাবদাস্তাং
ধ্বনিরপি মধুরস্তে ন শ্রুতশ্চাতকেন॥

নিরাশ্রয় আকাশেতে বহুকাল ধ'রে
চাতক ঘুরিল কত, সীমা কেবা করে!
চাহিয়া তোমারি পানে ঊর্দ্ধমুখে হায়!
কত কাল কে'টে গেল, বলা নাহি যায়!
জলদান দূরে থাক্; যাক্ মানে মানে;
মধুর ধ্বনিও তব না শুনিল কাণে!

উত্তরচাতকাষ্টকম্।

(১)

হে মেঘ! প্রসিদ্ধ সরোবর সকল স্বচ্ছ হউক, আর নাই হউক; তৃষ্ণায় কাতর হইয়া আমার প্রাণ নষ্ট হউক, আর নাই হউক; অল্প বা অধিক জল তুমি দাও, আর নাই দাও, চাতক-শিশু তোমারই উপর প্রাণটী সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে! ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

স্বচ্ছাঃ সৌম্যজলাশয়াঃ প্রতিদিনং তে সন্তু মা সন্তু বা
প্রাণা মেঽপি বহিস্তৃষাকুলতয়া তে যান্তু মা যান্তু বা।
স্বল্পং বা বহুলং জলং জলধর ত্বং দেহি মা দেহি বা
প্রত্যাশা ভৃশমস্য চাতকশিশোস্তয্যেব বিশ্রাম্যতি॥

হোক্ বা না হোক্ নিত্য স্বচ্ছ সরোবর,
থাক্ বা না থাক্ প্রাণ তৃষ্ণায় কাতর,
দাও বা না দাও অল্প অধিক বা জল,
তোমার পরম ভক্ত চাতক সকল!
হে মেঘ! চাতক-শিশু নিশ্চিন্ত হইয়া
প'ড়ে আছে তোমাতেই প্রাণ স’পে দিয়া!

(২)

হে মেঘ! মাথা হেঁট করিয়া যদি নদী, সমুদ্র ও সরোবরের জলপান করি, তাহা হইলে তাহাতে আমার কলঙ্ক আছে। এজন্য এই সকলের জল পরিত্যাগ করিয়া তোমারই জলপান করিবার জন্য চাতক উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে:—

কাসারেষু সরিৎসু সিন্ধুষু তথা নীচেষু নীরগ্রহং
ধিক্ তত্রাপি শিরোনতিং কিমপরং হেয়ং ভবেৎ মানিনাম্।
ইত্যালোচ্য বিমুচ্য চাতকযুবা তেষু স্পৃহামাদরা-
দুদ্‌গ্রীবস্তব বারিবাহ কুরুতে ধারাভরালোকনম্॥

নদী-সিন্ধু-সরোবরে খে'তে যদি জল
মাথা হেঁট হয় কভু, জীবনে কি ফল?
নিজ মান না রাখিলে কভু মানী জন,
তার পক্ষে হেয় আর কি রহে কখন?
ইহাই চাতক-যুবা ভাবিয়া অন্তরে
এ সব জলের তরে ইচ্ছা নাহি করে;
কেবল তোমারি পানে তাকাইয়া রয়,
ওহে মেঘ! চাতকের তুমিই আশ্রয়।

(৩)

এই পৃথিবীতে অনেক মনোহর সরোবর আছে বটে, কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে, চাতক কিছুতেই তাহাদিগের বিন্দুমাত্র জলপান না করিয়া বিপৎ-সঙ্কুল মেঘেরই জলপান করিয়া থাকে। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

কে বা ন সন্তি ভুবি তামরসাবতংসা
হংসাবলীবলয়িনো জলসন্নিবেশাঃ।
কিং চাতকঃ ফলমপেক্ষ্য সবজ্রপাতাং
পৌরন্দরীং কলয়তে নববারিধারাম্॥

সংসারে র'য়েছে শত শত জলাশয়,
কত শত পদ্ম তায় শোভা ক'রে রয়!
শত শত হংস-গণ বলয়ের মত
বিচরণ করি তাহে শোভা করে কত!
হায় রে! চাতক কিন্তু তাও পরিহরি
কেন থাকে বল দেখি ঊর্দ্ধমুখ করি!
শিরে তার বজ্রপাত হোক্ শতবার,
হে মেঘ! তোমারি জলে তবু ইচ্ছা তার!

(৪)

হে মেঘ! তোমার জল-ধারা-বর্ষণে এই নীরস পৃথিবীও সরস হইয়া গেল; কিন্তু এই দুর্ভাগ্য চাতক জলের প্রত্যাশায় ব্যথিত হইয়াও তোমাতেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত আছে! ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ :—

রে ধারাধর ধীর নীরনিকরৈরেষা রসা নীরসা-
শেষা পৃষকরোৎকরৈরতিখরৈরাপূরি ভূরি ত্বয়া।
একান্তেন ভবন্তমন্তরগতং স্বান্তেন সংচিন্তয়ন্
আশ্চর্য্যং পরিপীড়িতোঽপি রমতে যচ্চাতকস্তৃষ্ণয়া॥

শুষ্ক হ’য়ে যায় যদি অনন্ত ধরণী,
বহু জলে তুষ্ট কর তাহারে তখনি ;
কিন্তু চাতকের হ’লে প্রবল পিপাসা,
তোমারে হৃদয়ে রে’খে করে কত আশা।
শত শত কষ্ট তুমি দিলেও তাহায়,
তোমারি মুখের পানে আহ্লাদে তাকায়।
কি আশ্চর্য্য! তোমাতেই সদা তার মতি,
তোমা বিনা চাতকের নাহি আর গতি!

(৫)

সমুদ্র শুষ্ক হইয়াই যাউক, কিংবা তাহার জলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত হইয়াই যাউক, তাহাতে চাতকের কিছুমাত্র ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। মেঘই চাতকের একমাত্র আশ্রয়-স্থল! ইহাই এই শ্লোকের ফলিতার্থ :—

আত্মানমম্ভোনিধিরেতু শোষং
ব্রহ্মাণ্ডমাসিঞ্চতু বা তরঙ্গৈঃ।
নাস্তি ক্ষতির্নোপচিতিঃ কদাপি
পয়োদবৃত্তেঃ খলু চাতকস্য॥

যাউক্ যাউক্ মহাসমুদ্র শুকিয়া,
তাহার তরঙ্গে যাক্ ব্রহ্মাণ্ড ভাসিয়া,
চাতকের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাহি তায়,
মেঘ বিনা চাতকের না আছে উপায়!

(৬)

হে মেঘ! তুমি জল দাও আর নাই দাও, চাতক তোমাতেই মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া পড়িয়া আছে। বরং সে দুরন্ত পিপাসায় মরিয়া যাইবে, তথাপি কখনই অপরের উপাসনা করিবে না। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে :—

পয়োদ হে বারি দদাসি বা ন বা
ত্বয্যেকচিত্তঃ পুনরেষ চাতকঃ।
বরং মহত্যা ম্রিয়তে পিপাসয়া
তথাপি নান্যস্য করোত্যুপাসনাম্ ॥

কর আর নাহি কর মেঘ! জল-দান,
তোমাতেই প'ড়ে থাকে চাতকের প্রাণ;
বরং মরিয়া যাবে পিপাসার ভরে,
অপরের উপাসনা তবু নাহি করে!

(৭)

যদিও চাতক-পক্ষী অসময়ে মেঘের নিকট জল প্রার্থনা করে, তথাপি মেঘ তাহার প্রতি কুপিত হয় না, কারণ মেঘ বিনা চাতকের অন্য উপায় নাই। ইহাই এই শ্লোকে কবির অভিপ্রেত বিষয়:—

যদ্যপি চাতকপক্ষী
ক্ষেপয়তি জলদমকালবেলায়াম্।
তদপি ন কুপ্যতি জলদো
গতিরিহ নান্যা যতস্তস্য ॥

হায় রে চাতক-পক্ষী পিপাসার ভরে
অকালে বিরক্ত করে যদি জলধরে,
তবু চাতকের প্রতি ক্রোধ নাহি তার,
মেঘ বিনা চাতকের উপায় কি আর!

(৮)

চাতকের মত মানী পক্ষী আর নাই; কারণ হয় সে তৃষ্ণার অসহ্য যন্ত্রণায় মরিয়া যাইবে, কিংবা ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিবে। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়:—

এক এব খগো মানী চিরং জীবতু চাতকঃ।
ম্রিয়তে বা পিপাসায়াং যাচতে বা পুরন্দরম্ ॥

চাতক হইতে কোন্ পক্ষী শ্রেষ্ঠ আর ?
বাঁচুক সে চিরদিন বাসনা সবার।
পিপাসায় ম'রে যাবে, এরূপ কামনা,
অথবা ইন্দ্রের কাছে করিবে প্রার্থনা !

সমস্যা-পূরণম্।

(১)

এরূপ কিংবদন্তী আছে যে, একদিন মহারাজ বিক্রমাদিত্য কালিদাসকে পরাজিত করিবার উদ্দেশে তাঁহাকে এই কঠিন সমস্যাটী পূরণ করিতে দিয়াছিলেন। সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাসও তৎক্ষণাৎ ইহার পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"অষ্টম্যাঃ পরতস্তিথির্ন নবমী সা পৌর্ণমাসী কিল"

অষ্টমীর পরে নাহি নবমী হইল,
পূর্ণিমা আসিয়া কিন্তু বিরাজ করিল !

সায়ং সন্ধিমহোৎসবে বলিঘটারক্তোৎকটাস্বাদনাৎ
সৌহিত্যেন ধরাধরাঙ্গভুবি সোদ্গারং ক্ষিপন্ত্যাং শিরঃ।
চূড়াচন্দ্রনভঃস্খলেন্দুমিলনে নীরন্ধ্রতাসংঘটাৎ
"অষ্টম্যাঃ পরতস্তিথির্ন নবমী সা পৌর্ণমাসী কিল" ॥

(কালিদাসস্য)

সন্ধ্যাকালে সন্ধিপূজা বহু-বলি-দান,
করিলা নগেন্দ্র-বালা বলি-রক্ত-পান।
শোণিতের তীব্র-স্বাদে বিবশ শরীর,
ভবানী বমন-বেগে সঞ্চালিলা শির;
ললাটের অর্দ্ধচন্দ্র হ'য়ে স্থানচ্যুত
অষ্টমীর অর্দ্ধচন্দ্রে হইল সংযুত।
আকাশের চাঁদে মিলি ললাটের চন্দ্র
কোন স্থানে না রাখিল অণুমাত্র রন্ধ্র।
অষ্টমীর পরে নাহি নবমী হইল,
পূর্ণিমা আসিয়া কিন্তু বিরাজ করিল!

(২)

ময়ূর সর্পের চির-শত্রু ও ভক্ষক। সুতরাং ময়ূরের মস্তকে থাকিয়া সর্পের গর্জ্জন করা অতি অসম্ভব। কথিত আছে, রাজা বিক্রমাদিত্য মহাকবি কালিদাসকে পরাজিত করিবার জন্য এই আশ্চর্য্য ভাবের সমস্যাটী তাঁহাকে পূরণ করিতে দিয়াছিলেন। কালিদাসও নিম্ন-লিখিত-রূপে তাহা পূরণ করিয়াছিলেন :—

সমস্যা—"তদা ময়ূরমস্তকে জগর্জ্জ পন্নগঃ স্বয়ম্"।

ময়ূরের শিরে সর্প গর্জ্জিল তখন!

যদা তু জানকীপতের্ভুজেন খণ্ডিতং ধনু-
স্তদা নগাঃ প্রকম্পিতাঃ সুমেরুমন্দরাদয়ঃ।
ভয়াৎ ভবাত্মজোঽভবৎ ভবাঙ্কভাক্ সবাহন-
"স্তদা ময়ূরমস্তকে জগর্জ্জ পন্নগঃ স্বয়ম্"॥

(কালিদাসস্য)

হরধনু ভাঙ্গিলেন শ্রীরাম যখন,
সুমেরু-মন্দর-আদি কাঁপিল তখন!

অমনি হইয়া ভীত ময়ূর লইয়া
কার্ত্তিক শিবের কোলে রন্ লুকাইয়া।
শিবের মাথায় সর্প অমনি তখন
ময়ূর দেখিয়া ভয়ে করিল গর্জ্জন!

(৩)

সমস্যা—"পুরঃ পত্যুঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিঙ্গতি সতী"

কামাতুর হ'য়ে সতী শেষে মহাসুখে
শ্বশুরে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুখে!

তপাপায়ে গোদাপরতটভুবি স্থাতুমনসি
প্রবিষ্টে তৎপূরং ভগবতি মুনৌ কুম্ভজনুষি।
দ্রুতং লোপামুদ্রা স্বয়মবিকলং গন্তুমুদিতা
"পুরঃ পত্যুঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিঙ্গতি সতী" ॥ (১)

বর্ষাকালে গোদা-পারে করিতে বসতি
কুম্ভপুত্র অগস্ত্যের ইচ্ছা হ'লো অতি।
শেষে ঋষি জলে যবে করিলা প্রবেশ,
পতিব্রতা লোপা-মুদ্রা চিন্তিলা অশেষ।
পতি সনে যাবে বলি দিয়া সন্তরণ,
কুম্ভেরে লইতে বক্ষে করিলা মনন।
কামাতুর হ'য়ে সতী শেষে মহাসুখে
শ্বশুরে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুখে!

---

(১) ব্যাখ্যা। কুম্ভ অগস্ত্যের পিতা, অতএব লোপামুদ্রার শ্বশুর। "অগস্ত্যঃ কুম্ভসম্ভবঃ" ইত্যমরঃ।

(৪)

সমস্যা—"পুরঃ পত্যুঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিঙ্গতি সতী"

কামাতুর হ'য়ে সতী শেষে মহাসুখে
শ্বশুরে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুখে!

কদাচিৎ পাঞ্চালী বিপিনভুবি ভীমেন বহুশঃ
কৃশাঙ্গি শ্রান্তাঽসি ক্ষণমিহ নিষীদেতি গদিতা।
শনৈঃ শীতচ্ছায়ং তটবিটপিনং প্রাপ্য মুদিতা
"পুরঃ পত্যুঃ কামাৎ শ্বশুরমিয়মালিঙ্গতি সতী" ॥ (১)

বনে বনে ঘুরে ঘুরে দিবস-যামিনী
ক্লান্ত হ'য়ে পড়িলেন দ্রুপদ-নন্দিনী।
ইহা দেখি দুঃখে ভীম কহেন "প্রেয়সি!
শ্রম দূর কর হেথা ক্ষণকাল বসি।
এ'কে স্বভাবতঃ তব ক্ষীণ কলেবর,
বহু পরিশ্রমে তাহা হ'য়েছে কাতর।"
ইহা শুনি নদীতীরে বসি বৃক্ষতলে
পবনে কামনা ক'রে ধনী কুতূহলে!
কামাতুর হ'য়ে সতী শেষে মহাসুখে
শ্বশুরে ধরিল গিয়া স্বামীর সম্মুখে!

(৫)

সমস্যা—"যশঃ পুণ্যৈরবাপ্যতে"

পুণ্য থাকিলেই লোক যশোলাভ করে!

---

(১) ব্যাখ্যা। পবন ভীমের পিতা, অতএব দ্রৌপদীর শ্বশুর।

পঞ্চভিঃ কামিতা কুন্তী তদ্বধূরথ পঞ্চভিঃ।
সতীং বদতি লোকোঽয়ং "যশঃ পুণ্যৈরবাপ্যতে" ॥ (১)

কিবা কুন্তী, কি দ্রৌপদী, এই দুই জনে
প্রণয় রাখিয়া ছিলা পঞ্চ স্বামী সনে।
তবু তাঁহাদের নাম সতী এ সংসারে,
পুণ্য থাকিলেই লোক যশোলাভ করে!

(৬)

সমস্যা—"সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে"

সিন্দূরের বিন্দু হায় বিধবার ভালে!

রে পুত্র সৎসঙ্গমবাপ্নুহি ত্ব-
মসৎপ্রসঙ্গং ত্বরয়া বিহায়।
ধন্যোঽপি নিন্দাং লভতে কুসঙ্গাৎ
"সিন্দূরবিন্দুর্বিধবাললাটে" ॥

ওরে ছাড়িয়া কুসঙ্গ ওরে ছাড়িয়া কুসঙ্গ
ধর পুত্র! ত্বরা করি সাধু-জন-সঙ্গ।
ওরে বহু গুণ যার ওরে বহু গুণ যার
কুসঙ্গে থাকিলে তবু নিন্দা হয় তার।
ওরে বিধবার ভালে ওরে বিধবার ভালে
সিন্দূরের বিন্দু নাহি শোভে কোন কালে!

---

(১) ব্যাখ্যা। সূর্য্য, পাণ্ডু, ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র, এই পাঁচ দেবতা কুন্তীর, এবং যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব এই পাঁচ জন দ্রৌপদীর প্রণয়ে আসক্ত ছিলেন।

(৭)

সমস্যা—"উপাধির্ব্যাধিরেব স্যাৎ যদি বিদ্যা ন বিদ্যতে"

উপাধি বিষম ব্যাধি স্কন্ধে চাপে তার,
কিছুমাত্র বিদ্যা বুদ্ধি নাহি থাকে যার !

রূপঞ্চাপি বৃথা নার্য্যা যদি সতীত্ববর্জ্জিতা।
"উপাধির্ব্যাধিরেব স্যাৎ যদি বিদ্যা ন বিদ্যতে ॥"

(৺শশিভূষণ স্মৃতিরত্নস্য) (১)

সুন্দরী নারীর রূপে কিবা প্রয়োজন
যদি নাহি থাকে তার সতীত্ব-রতন !
উপাধি বিষম ব্যাধি স্কন্ধে চাপে তার,
কিছুমাত্র বিদ্যা বুদ্ধি নাহি থাকে যার !

(৮)

গোদাবরী-নদীর তীরবর্ত্তী নেল্লোর-নগর-নিবাসী বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রি-নামক জনৈক শ্রুতিধর সুকবি বিগত ১৩০৮ সালের প্রারম্ভে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। টাকীর সুপ্রসিদ্ধ জমীদার, বরাহনগর-নিবাসী, মদীয় পরম বন্ধু, সুপণ্ডিত রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ ; বি, এল্ মহাশয় তাঁহার শ্রুতিধরত্ব ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় লইবার জন্য বরাহনগরের বাটীতে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পরম-পূজ্য-পাদ

---

(১) মহারাজ স্যার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্, আই বাহাদুরের স্বর্গীয়া জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে ভারতের বহুদূর হইতে অনেক বড় বড় অধ্যাপক আসিয়াছিলেন। সেই সময় দক্ষিণ-বিক্রমপুরের অন্তর্গত নড়িয়া-গ্রাম-নিবাসী, মদীয় পরম বন্ধু, শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন মহাশয়, মহারাজ বাহাদুরের সভা-পণ্ডিত দুর্গাচরণ তর্করত্ন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। আমি সেই সময় মহারাজের উদ্যান-গৃহস্থ চতুষ্পাঠি-গৃহে বসিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দিলে তিনি এইরূপে ইহা পূর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি অকালে পরলোক গমন করায় বিক্রমপুর-পণ্ডিত-সমাজ একটী অমূল্য রত্ন হারাইয়াছেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ শাস্ত্রী, কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন, শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ, শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার তর্কনিধি প্রভৃতি অনেকগুলি কৃতবিদ্য অধ্যাপক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীযুক্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়, শ্রীরাম শাস্ত্রি-মহাশয়কে প্রশ্ন করিবার জন্য আমাকে কয়েকটী কঠিন সমস্যা দিতে বলেন। স্বয়ং তর্কালঙ্কার মহোদয় এবং অন্যান্য অধ্যাপক মহাশয়-গণ উপস্থিত থাকিতে সমস্যা-সূচক প্রশ্ন দিলে আমার প্রকৃত পাপ আছে বলায়, তর্কালঙ্কার মহাশয় স্বয়ং কয়েকটী প্রশ্ন রচনা করেন। তিনি শ্রীরাম শাস্ত্রি-মহাশয়কে প্রথমতঃ এই প্রশ্ন করেন যে, "স্রগ্ধরা-ছন্দে এমন একটী কবিতা রচনা করুন, যাহা উষ্ম-বর্ণ-বিবর্জ্জিত হইবে, অর্থাৎ যাহাতে শ, ষ, স, হ থাকিবে না"। এই উপলক্ষে আমি নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলাম :—(১)

যে কলিকাতায় কোথাও বা গীত-বাদ্য, কোথাও বা রোদন-ধ্বনি হইতেছে; কোথাও বা পতিপ্রাণা রমণী-সমূহ কোথাও বা পিশাচী-সম বারাঙ্গণা-গণ বিরাজ করিতেছে; কোথাও বা মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ও শ্রীযুক্ত গোবিন্দ শাস্ত্রি-প্রভৃতি সুপণ্ডিত ও পূর্ণচন্দ্র প্রভৃতি অজ্ঞান লোক বিরাজ করিতেছে, সেই কলিকাতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজধানী বলিয়া গণ্য! ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয় :—

(১) শ্রীযুক্ত বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রি-মহাশয়কেই সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। সমবেত পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যেও কেহ কেহ ঐ প্রশ্নগুলির উত্তর-সূচক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রী এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় এই উপলক্ষে যে কয়েকটী শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় আমাকে দিয়াছেন। কিন্তু সেই শ্লোকগুলি তাড়াতাড়ি লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অত্যন্ত বিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। তাহাদিগের যথাযথ উদ্ধার-সাধন করিয়া এই স্থলে এখন একসঙ্গে দিতে না পারায় অত্যন্ত মর্ম্মাহত রহিলাম। মৎ-প্রণীত "উদ্ভট-সমুদ্রের" "প্রথম-প্রবাহে" "সমস্যা-পূরণ-তরঙ্গে" সেই সমস্ত শ্লোক ও মদ্-রচিত আরও কয়েকটী কবিতা শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।—গ্রন্থকার

গীতৈর্বাদ্যৈঃ ক্বচিৎ বা ক্বচিদপি রুদিতৈর্ভূরিভিঃ পূর্য্যমাণা
কান্তাভিঃ কান্তহৃদ্ভিঃ পরপতিমতিভী রাজধানী প্রধানা।
গোবিন্দশ্রীযতীন্দ্রপ্রমথবিজয়যুক্‌পার্ব্বতীচন্দ্রকান্ত-
প্রাজ্ঞৈঃ পূর্ণা চ পূর্ণাদিভিরপমতিভিঃ কোলিকাতা বিভাতি॥(১)

(উদ্ভটসাগরস্য)

কোথাও বা গীত-বাদ্য হইতেছে শুনি,
কোথাও বা হইতেছে ক্রন্দনের ধ্বনি;
কোথাও বা সতী সাধ্বী রমণী সকল,
কোথাও পিশাচী-সম গণিকার দল;
কোথাও গোবিন্দ শাস্ত্রী দার্শনিক-বর,
দাক্ষী-সুত বলি যিনি খ্যাত নিরন্তর;
কোথাও বা মহারাজ যতীন্দ্র মোহন,
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর গৃহে সর্ব্বক্ষণ;
কোথাও প্রমথ-নাথ, পণ্ডিত পিতার
অনুরূপ পুত্র বলি গণ্য অনিবার;
কোথাও বা নৈয়ায়িক পার্ব্বতী-চরণ
মহারাজ-সভা-গৃহ করেন শোভন;
কোথাও বা চন্দ্রকান্ত বিনয়-আধার,
সবিশেষ অধিকার সর্ব্বশাস্ত্রে যাঁর;
কোথাও বা পূর্ণচন্দ্র উদ্ভট-বিহ্বল,
অজ্ঞান যাহার মত বড়ই বিরল।

---

(১) গোবিন্দ—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ শাস্ত্রী। যতীন্দ্র—মহারাজ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর। প্রমথ—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ। বিজয়—কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিজয়রত্ন সেন। পার্ব্বতী—মহারাজ বাহাদুরের সভাপণ্ডিত নৈয়ায়িক শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ। চন্দ্রকান্ত—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার। পূর্ণ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর। সভাস্থলে মহারাজ ভিন্ন অন্য সকলে উপস্থিত ছিলেন।

রাজধানী-শিরোমণি হেন কলিকাতা,
নানা মূর্ত্তি রে'খেছেন যথায় বিধাতা !

(৯)

তৎপরে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, বেমুরী শাস্ত্রি-মহাশয়কে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিতে দিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে আমি এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলাম ঃ—

সমস্যা—"চন্দ্রোদয়ং বাঞ্ছতি চক্রবাকী"

চক্রবাকী বাঞ্ছা করে চন্দ্রের উদয় !

দুরন্ত শত্রু পরাজিত হইলে সকলেরই পরম আনন্দ হইয়া থাকে। যতীন্দ্রনাথের শুভ্র যশ চন্দ্রোদয়কে শুভ্রতায় পরাজিত করুক, ইহাই এই শ্লোকে বিরহ-পীড়িতা চক্রবাকীর বাসনা ঃ—

শত্রৌ দুরন্তে পরিভূয়মাণে
ন কস্য হর্ষঃ সমুদেতি চিত্তে।
তিরস্কৃতং ত্বদ্‌যশসা যতীন্দ্র (১)
"চন্দ্রোদয়ং বাঞ্ছতি চক্রবাকী" ॥

(উদ্ভটসাগরস্য)

বিষম দুরন্ত শত্রু পরাজিত হ'লে,
কার না আনন্দ হয় এই ভূমণ্ডলে ?
চন্দ্রোদয়ে বিরহের কিরূপ যন্ত্রণা,
চকীর হৃদয়ে তাহা আছে বেশ জানা !
শুন হে যতীন্দ্র-নাথ ! সুযশে তোমার
চন্দ্রোদয় তিরস্কৃত হোগ্ অনিবার।
সহিতে না পারি আর বিরহ-যন্ত্রণা
চক্রবাকী তাই এই করিছে কামনা !

---

(১) যতীন্দ্র—রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

(১০)

শ্রীযুক্ত বেমুরী শ্রীরাম শাস্ত্রি-মহাশয় একজন সুদক্ষ শ্রুতিধর। উপস্থিত অধ্যাপক মহাশয়-গণ তাঁহাকে একসঙ্গে অনেকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। তখন শ্রুতিধর মহাশয় অনন্যোপায় হইয়া পরীক্ষক-গণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভের জন্য তাঁহাদিগকে অন্যমনস্ক রাখিবার বাসনায় এই সমস্যাটী পূরণ করিতে দিয়াছিলেন। আমি নিম্ন-লিখিত-রূপে এই সমস্যাটী পূর্ণ করিয়াছিলাম :—

সমস্যা—"নিদ্রা নৈতি নিশা ন যাতি তরুণী নায়াতি কা যাতনা"

নিদ্রা নাহি আসিতেছে, রাত্রি না পোহায়,
নায়িকাও না আসিল,—এ কি পোড়া দায়!

বর্ষাকালে নায়ক ও নায়িকার মিলন যেরূপ সুখকর, বিচ্ছেদও সেই-রূপ দুঃখজনক। মহাকবি কালিদাসের "মেঘদূত"-গ্রন্থ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ-স্থল। কোনও এক নায়ক বর্ষাকালের রাত্রিতে কোনও এক নায়িকাকে কোনও এক সঙ্কেত-স্থানে আসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নায়ক সমস্ত রাত্রি অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু নায়িকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন না; অথচ নায়কেরও নিদ্রা আসিল না এবং রাত্রিও শীঘ্র অতীত হইল না। ইহাই এই শ্লোকে নায়কের খেদোক্তি :—

বাতা বান্তু তড়িৎ বিভাতু শিখিনঃ কুর্ব্বন্তু কেকারবং
ধারা ঘোরতরা ধরা জলভরা ধারাধরা দুর্দ্ধরাঃ।
কিন্তু স্বং হৃদয়ং বিষীদতি পরং বর্ষাসু হর্ষঃ কথং
"নিদ্রা নৈতি নিশা ন যাতি তরুণী নায়াতি কা যাতনা"॥

(উদ্ভটসাগরস্য)

পবন প্রবল-বেগে হোগ্ প্রবাহিত,
বিদ্যুৎ করিয়া দিগ্ সবে চমকিত;
করিতে থাকুক্ শব্দ ময়ূরের দল,
পড়ুক্ প্রবল-বেগে জলদের জল;

প্লাবিত হউক ধরা বরষার জলে,
জল-পূর্ণ থাক্ সদা জলদ সকলে;
লোকে বলে বর্ষাকালে সুখ অতিশয়,
বিদীর্ণ হ'তেছে কিন্তু আমার হৃদয়;—
নিদ্রা নাহি আসিতেছে, রাত্রি না পোহায়,
নায়িকাও না আসিল,—একি পোড়া দায়!

(১১)

অনন্তর তর্কালঙ্কার মহাশয়, বেমুরী শাস্ত্রি-মহাশয়কে প্রশ্ন করিলেন "দৃষদুপলবর্ণনং ভবতা ক্রিয়তাম্" অর্থাৎ "কোনও স্ত্রীলোক সিল নোড়া লইয়া বাট্না বাটিতেছে, এইরূপ কোনও বিষয়ে একটী সুন্দর ভাব দিয়া একটী কবিতা রচনা করুন"। এতদুপলক্ষে আমি এই শ্লোকটী রচনা করিয়াছিলাম:—

বর্ষাকালে কোনও এক বিরহিণী, প্রবাসী পতির বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া দৃষদ্ ও উপলের (সিল ও নোড়ার) মধ্যে মাষ-কলায় রাখিয়া তাহা পেষণ করিবার ছলে মহাদেব, রামচন্দ্র, হনুমান্, অরুণ, বাসুকি ও অগস্ত্যকে মনে মনে মহা ক্রোধভরে পেষণ করিতেছিলেন। ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে। দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত মহাশয়-গণ এরূপ ভাবগর্ভ শ্লোককে "অন্তরালাপ" কহেন:—

কাচিৎ কান্তা বিরহবিধুরা প্রোষিতস্য প্রিয়স্য
প্রাবৃট্‌কালে প্রবলজলদৈঃ পীড্যমানা পিনষ্টি।
রুদ্রং রামং হনুমদরুণৌ বাসুকিং কুম্ভজঞ্চ
মধ্যে ক্ষিপ্ত্বা দৃষদুপলয়োর্মাষপেষচ্ছলেন॥ (১)

(উদ্ভটসাগরস্য)

(১) ব্যাখ্যা। রুদ্র (মহাদেব)—"মদন" বিরহিণীর বিষম শত্রু।' এজন্য বিরহিণী প্রথমতঃ মদনকেই নিন্দা করিতেছেন। মহাদেব নেত্রানলে মদনকে ভস্ম করিয়া পুনর্ব্বার তাঁহাকে অনঙ্গ করিয়া রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার দুর্জ্জয় শক্তিটুকু হরণ করিতে পারেন

প্রবাসি-পতির ঘোর বিরহ-যন্ত্রণা
সহিতে ছিলেন এক বিরহি-ললনা!
বর্ষাকাল উপস্থিত,—জলদের দল
করিতে লাগিল ঘোর শব্দ অবিরল।

নাই। সেই সময় মহাদেব মদনের শক্তিটুকু নষ্ট করিলেই বিরহিণী-গণের এরূপ অসহ্য যন্ত্রণা হইত না। এজন্য মহাদেবের প্রতি বিরহিণীর বিষম ক্রোধ!

রাম—"কোকিল" বিরহিণীর পরম শত্রু। যখন জয়ন্ত কাক সীতা-দেবীর স্তনে আঁচড় দিয়াছিল, তখন রামচন্দ্র তাহার একটীমাত্র চক্ষু নষ্ট করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তৎকালে জয়ন্তের প্রাণবধ করিলে কাকের বংশ নির্মূল হইয়া যাইত। সুতরাং কোকিল-গণেরও আর প্রাণে বাঁচিবার উপায় থাকিত না, এবং বিরহিণীকেও এরূপ দুর্জ্জয় যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। এজন্য রামচন্দ্রের প্রতি বিরহিণীর বিষম আক্রোশ!

হনুমান্—"চন্দন" বিরহিণীর পরম শত্রু। হনুমান্ সমস্ত পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়াছিল, কিন্তু মলয়-পর্ব্বত উৎপাটিত করিতে পারে নাই। মলয়কে উৎপাটিত করিতে পারিলে মলয়জও (চন্দনও) আর কিছুতেই জন্মিতে পারিত না, এবং বিরহিণীরও এত যন্ত্রণা হইত না। এজন্য হনুমানের প্রতি বিরহিণীর বিষম কোপ!

অরুণ—"রাত্রিকাল" বিরহিণীর প্রবল শত্রু। সূর্য্য-সারথি অরুণ দিবাভাগে যেরূপ দ্রুতবেগে অশ্ব-তাড়না করিয়া তাঁহার রথ চালাইয়া থাকে, সন্ধ্যাকাল হইলেই আর সেরূপ বেগে রথ চালাইতে চাহে না। এজন্য দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিকালই বিরহিণীর পক্ষে অধিকতর দীর্ঘ বলিয়া বোধ হয়। অরুণ রাত্রিকালে দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইলে রাত্রিও দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইত না, এবং বিরহিণীরও এত কষ্ট হইত না। এজন্য অরুণের প্রতি বিরহিণীর ভয়ঙ্কর ক্রোধ!

বাসুকি—"মলয়-বায়ু" (দক্ষিণানিল) বিরহিণীর আর এক শত্রু। সর্পের একটী নাম "বায়ুভুক্"। সর্পগণ বায়ু ভক্ষণ করিয়াও জীবিত থাকে। বিশেষতঃ বাসুকি সমস্ত সর্পেরই রাজা, এবং সে অন্য সমস্ত বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু মলয়-বায়ুটা কিছুতেই ভক্ষণ করিতে চাহে না। বাসুকি মলয়-বায়ু ভক্ষণ করিলে বিরহিণীর এত যন্ত্রণা হইত না। এজন্য বাসুকির প্রতি বিরহিণীর বিষম আক্রোশ!

কুম্ভজ (অগস্ত্য ঋষি)—"মেঘ" ও "চন্দ্র" বিরহিণীর বিষম শত্রু। কুম্ভ-যোনি অগস্ত্য মুনি সমুদ্র পান করিয়াও পুনর্ব্বার তাহা উদ্গিরণ করিয়াছিলেন। তাহা না করিলে সমুদ্র হইতে আর মেঘ ও চন্দ্রের উৎপত্তি হইত না, এবং বিরহিণীরও এরূপ যন্ত্রণা হইত না। এজন্য কুম্ভ-যোনি অগস্ত্যের প্রতি বিরহিণীর বিষম ক্রোধ!

একে ত বরষা, তায় বিরহ পতির,—
দুই দেখি বিরহিণী হ'লেন অস্থির।
সিল নোড়া দিয়া মাষ-পেষণের ছলে
পেষণ করিলা এই দেবতা সকলে ;—
মহাদেব, রামচন্দ্র, আর হনুমান্,
অরুণ, বাসুকি, পুনঃ, কুম্ভের সন্তান!

প্রহেলিকা-দ্বাদশকম্

(অর্ভক-বিরচিতম্)

(১)

"সরস্বতি নমস্তভ্যম্" এই মহামন্ত্রটী মুখে নিত্য উচ্চারণ করিয়া প্রত্যেক মনুষ্যেরই জীবন সার্থক করা উচিত। এই বালক-কবি আশ্চর্য্য কৌশল-সহকারে প্রহেলিকা-চ্ছলে এই কথাটী নিম্ন-লিখিত শ্লোকে সন্নিবেশিত করিয়া পাঠক-গণকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন :—

কঃ কর্ণারিপিতা কিমিচ্ছতি জনঃ কিং প্রাপ্তবান্ বামনঃ
কো জানাতি পরেঙ্গিতং বিষমগুঃ কুত্রাস্তি বা কামিনাম্।
সীতা কস্য বধূঃ প্রিয়ং কিমু হরের্বর্জ্জ্যঃ কফে কো নৃণাং
তৎপ্রত্যুত্তরমধ্যমাক্ষরমহামন্ত্রো মুখে রাজতাম্॥ (১)

---

(১) ব্যাখ্যা। কর্ণশত্রু অর্জ্জুনের পিতা কে?—"বাসবঃ"। লোকের প্রার্থনীয় সামগ্রী কি?—"হরত্বম্" (শিবত্বম্)। বামন-মূর্ত্তি ধরিতে গিয়া হরিকে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল?—"হ্রস্বত্বম্"। অপরের মনের কথা কে বুঝিতে পারে?—"মতিমান্"। কোথায় গিয়া মদন উপস্থিত হয়?—"মনসি"। সীতাদেবী কাহার বধূ?—"রামস্য" হরির প্রিয় সামগ্রী কি?—"কৌস্তুভঃ"। কফের সময় মানুষের কি পরিত্যাগ করা উচিত?—"অভ্যঙ্গঃ"। এখন ৮টী উত্তরে যে ৮টী পদ হইল, তাহাদের মধ্যমাক্ষর লইলেই "সরস্বতি নমস্তভ্যম্" এই মহামন্ত্র প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

কর্ণের শত্রুর পিতা কেবা এ সংসারে ?
কি ধন পাইতে লোক সদা ইচ্ছা করে ?
কিবা পাইলেন হরি বামন হইয়া ?
অপরের অভিপ্রায় কে লয় বুঝিয়া ?
কামীর কোথায় গিয়া জনমে মদন ?
কাঁহার বা সীতাদেবী প্রিয় বধূ-জন ?
হরির পরম প্রিয় কোন্ বস্তু রয় ?
কিবা ত্যাগ করে লোক কফের সময় ?
এ সব প্রশ্নের মোর উত্তর 'করিয়া
যে মন্ত্র পাইবে তুমি মধ্যবর্ণ দিয়া,
সেই এক মহামন্ত্র বদনে তোমার
বিরাজ করুক নিত্য ;—বাসনা আমার'!

(উত্তর—"সরস্বতি নমস্তভ্যম্")

(২)

"গরুড়ধ্বজ" নারায়ণের আশীর্ব্বাদ বিজ্ঞাপন করিয়া অদ্ভুত কৌশল-সহকারে নিম্ন-লিখিত শ্লোকে কবি এই একটী প্রহেলিকা দিয়াছেন :—

লক্ষ্ম্যাঃ কো জনকোঽথ কো দিনমণেঃ সূতশ্চ কংসদ্বিষঃ
কে দেবাঃ ক নু ভুঞ্জতে ক্রতুভুজোঽক্রূরোঽপি কেষু ব্রজম্ ।
গচ্ছন্ কৃষ্ণপদাঙ্কিতেষু বহুলপ্রেম্নাঽলুঠৎ সম্মণি-
র্মৎপ্রশ্নোত্তরমধ্যবর্ণঘটিতো দেবো মুদে বোঽস্তু সঃ ॥ (১)

---

(১) ব্যাখ্যা। লক্ষ্মীর জনক=সাগর। সূর্য্যের সারথি=অরুণ। কংসদ্বেষী কৃষ্ণের আরাধ্য দেবতাগণ=বাড়বাঃ (ব্রাহ্মণ-গণ)। দেবগণের ভোজন-স্থান=অধ্বর (যজ্ঞ)। কৃষ্ণপদাঙ্কিত কোন্ বস্তুতে=রজঃসু (ধূলির উপর)। এই পাঁচটি উত্তরের মধ্যবর্ণ সংযোগ করিয়া "গরুড়ধ্বজঃ" পদ নিষ্পন্ন হইল। সুতরাং "গরুড়ধ্বজ" নারায়ণই এই শ্লোকে আনন্দ-বর্দ্ধনের একমাত্র কর্ত্তা।

লক্ষ্মীর জনক কেবা, পড়ে কি তা মনে ?
সূর্য্যের সারথি কেবা এই ত্রিভুবনে ?
কৃষ্ণের পরম পূজ্য দেবতা কে রন্ ?
কোথায় দেবতা-গণ করেন ভোজন ?
অক্রূর কৃষ্ণের ভক্ত সাধু-জন-বর
যাইতে যাইতে ব্রজ-ধামের উপর
কৃষ্ণ-পদ-চিহ্ন-যুক্ত কোন্ বস্তু ছিল,
প্রেমভরে গিয়া যার উপরি পড়িল ?
এ সব প্রশ্নের মোর উত্তর করিয়া
পাইবে যাঁহার নাম মধ্যবর্ণ দিয়া,
তোমাদের সকলের তিনি সর্ব্বক্ষণ
নির্ম্মল আনন্দ রাশি করুন বর্দ্ধন !

(উত্তর—"গরুড়ধ্বজ")

(৩)

এমন কি আছে, যাহা চোর নয়, অথচ সর্ব্বস্ব হরণ করে; রাক্ষস নয়, অথচ রক্ত শোষণ করে; সর্প নয়, অথচ গর্ত্তে বাস করে; ভূত প্রেত নয়, অথচ রাত্রি-কালেই চরিয়া বেড়ায়; বাণ নয়, অথচ মুখে তীক্ষ্ণ ধার আছে ? ইহাই এই প্রহেলিকার জিজ্ঞাস্য বিষয়ঃ—

সর্ব্বস্বাপহরো ন তস্করবরো রক্ষো ন রক্তাশনঃ
সর্পো নৈব বিলেশয়োঽখিলনিশাচারী ন ভূতোঽপি চ।
অন্তর্দ্ধানপটুর্ন সিদ্ধপুরুষো নাপ্যাশুগো মারুত-
স্তীক্ষ্ণাস্যো ন তু সায়কস্তমিহ যে জানন্তি তে পণ্ডিতাঃ ॥

চোর নয়, কিন্তু হায় সর্ব্বস্বাপহর,
রক্ষঃ (রাক্ষস) নয়, কিন্তু শুষে শোণিত-নিকর,
সর্প নয়, কিন্তু থাকে গর্ত্তের ভিতরে,
ভূত প্রেত নয়, কিন্তু রাত্রিকালে চরে,

অন্তর্দ্ধানে পটু, কিন্তু নয় সিদ্ধ জন,
বায়ু নয়, কিন্তু দ্রুত করয়ে গমন,
বাণ নয়, কিন্তু আছে তীক্ষ্ণ মুখখানি,
যে বলিবে, তারে আমি পণ্ডিত বাখানি!

(উত্তর—"মৎকুণ," "ছারপোকা")

(৪)

এমন কি বস্তু আছে, যাহা বৃক্ষাগ্রে বাস করে, অথচ পক্ষিরাজ নয়; তিনটী চক্ষু ধারণ করিয়া থাকে, অথচ মহাদেব নয়; ত্বগ্-বসন পরিধান করিয়া থাকে, অথচ সিদ্ধ যোগী নয়; জল সঞ্চয় করিয়া রাখে, অথচ কুম্ভ বা মেঘ নয়? ইহাই এই শ্লোকের প্রশ্ন ঃ—

বৃক্ষাগ্রবাসী ন চ পক্ষিরাজ-
স্ত্রিনেত্রধারী ন চ শূলপাণিঃ।
ত্বগ্বস্ত্রধারী ন চ সিদ্ধযোগী
জলঞ্চ বিভ্রৎ ন ঘটো ন মেঘঃ॥

পক্ষী নয়, কিন্তু থাকে বৃক্ষের উপরি,
শিব নয়, কিন্তু থাকে তিন চক্ষুঃ ধরি।
সর্ব্বদাই ত্বগ্-বসন করয়ে ধারণ,
কিন্তু তবু সিদ্ধ যোগী নহে কদাচন!
উদরে ধরিয়া রাখে জল অবিরাম,
ঘট নয়, মেঘ নয়, কিবা তার নাম?

(উত্তর—"নারিকেল-ফল"

(৫)

এ সংসারে এমন কি আছে, যাহা গোপাল অথচ শ্রীকৃষ্ণ নয়? ত্রিশূলী অথচ মহাদেব নয়, এবং চক্রপাণি অথচ নারায়ণ নয়? ইহাই এই শ্লোকের জিজ্ঞাস্য বিষয় ঃ—

গোপালো নৈব গোপালস্ত্রিশূলী নৈব শঙ্করঃ।
চক্রপাণিঃ স নো বিষ্ণুর্যো জানাতি স পণ্ডিতঃ॥

গোপাল বটেন, কিন্তু নহেন গোপাল,
ত্রিশূলী বটেন, কিন্তু নন্ মহাকাল,
চক্রপাণি বটে, কিন্তু নন্ নারায়ণ,
কিবা তাহা? জানে শুধু পণ্ডিত যে জন!

(উত্তর—"উৎসৃষ্ট বৃষ")

(৬)

এই পৃথিবীতে এমন কি দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা "চক্রী" অথচ বিষ্ণু নয়; "ত্রিশূলী" অথচ মহাদেব নয়; "বলিষ্ঠ" অথচ ভীম নয়; "স্বচ্ছন্দচারী" অথচ রাজা বা সন্ন্যাসী নয়; এবং "সীতাবিরহী" অথচ রামচন্দ্র নয়? ইহাই এই শ্লোকের প্রহেলিকা :—

চক্রী ত্রিশূলী ন হরো ন বিষ্ণু-
র্মহান্ বলিষ্ঠো ন চ ভীমসেনঃ।
স্বচ্ছন্দচারী নৃপতির্ন যোগী
সীতাবিয়োগী ন চ রামচন্দ্রঃ॥

চক্রী বটে, কিন্তু কভু নয় নারায়ণ,
ত্রিশূলীও বটে, কিন্তু নয় ত্রিলোচন,
হৃষ্ট পুষ্ট দেহ তার, বহু বল তায়,
কিন্তু কভু ভীম নয়, কহিনু তোমায়।
কিবা রাজা, কিবা যোগী, কিছুই সে নয়,
স্বচ্ছন্দে ভ্রমণ করে সকল সময়,
রাম নয়, কিন্তু আছে সীতার বিরহ,
এ রহস্য পার যদি খুলে দাও কেহ!

(উত্তর—"উৎসৃষ্ট বৃষ")

(৭)

এমন কি স্ত্রী-জাতি আছে, যাহা নর ও নারী হইতে উৎপন্ন, অথচ তাহার দেহখানি নাই; মুখ নাই অথচ বিলক্ষণ শব্দ করে; এবং জন্মিবা-মাত্রই মৃত্যুমুখে পতিত হয়? ইহাই এই শ্লোকের প্রহেলিকা:—

নরনারীসমুৎপন্না সা স্ত্রী দেহবিবর্জ্জিতা।
অমুখী কুরুতে শব্দং জাতমাত্রা বিনশ্যতি॥ (১)

নর নারী হ'তে জন্ম করেছে গ্রহণ,
স্ত্রী বটে, শরীর কিন্তু না আছে কখন,
মুখ নাই, কিন্তু শব্দ করে অনিবার,
জন্মিলেই মৃত্যু হয়,—কি নাম তাহার?

(উত্তর—"ছোটিকা" অর্থাৎ "তুড়ি")

(৮)

এমন কি আছে, যাহা "পদশূন্য" অথচ বহুদূরগামী; "সাক্ষর" অথচ অপণ্ডিত; "মুখশূন্য" অথচ স্পষ্টবক্তা? ইহাই এই শ্লোকের প্রশ্ন:—

অপদো দূরগামী চ সাক্ষরো ন চ পণ্ডিতঃ।
অমুখঃ স্ফুটবক্তা চ যো জানাতি স পণ্ডিতঃ॥

পদ নাই, কিন্তু বহু দূরে চ'লে যায়,
সুপণ্ডিত নয়, কিন্তু অক্ষর তাহায়,
মুখ নাই, কিন্তু বলে অনেক বচন,
কিবা তাহা? বুঝে শুধু সুপণ্ডিত জন!

(উত্তর—"লেখপত্র")

(৯)

এমন কি বস্তু আছে, যাহা "বনে" জন্মিয়া ও "বনে" পরিত্যক্ত হইয়া "বনেই" সর্ব্বদা পড়িয়া থাকে? ইহাই এই শ্লোকের জিজ্ঞাস্য বিষয়:—

---

(১) ব্যাখ্যা। নর—বৃদ্ধাঙ্গুলি; নারী—মধ্যমাঙ্গুলি।

বনে জাতা বনে ত্যক্তা বনে তিষ্ঠতি নিত্যশঃ।
পণ্যস্ত্রী ন তু সা বেশ্যা যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ (১)

বনে তার জন্ম, লোকে ফে'লে দেয় বনে,
বনেই সর্ব্বদা থাকে, জানে সর্ব্ব জনে।
ধন দিলে সেই নারী ভোগ করা যায়,
বেশ্যা কিন্তু নহে, কেবা ব'লে দাও তায়!

(উত্তর—"নৌকা")

(১০)

এমন কি পদার্থ আছে, যাহা "একচক্ষুঃ" অথচ কাক নয়; "গর্ত্তান্বেষী" অথচ সর্প নয়; "বৃদ্ধিশীল" ও "ক্ষয়শীল" অথচ সমুদ্র বা চন্দ্র নয়? ইহাই এই শ্লোকের প্রশ্ন:—

একচক্ষুর্ন কাকোঽয়ং বিলমিচ্ছেৎ ন পন্নগঃ।
ক্ষীয়তে বর্দ্ধতে চৈব ন সমুদ্রো ন চন্দ্রমাঃ ॥

কাক নয়, কিন্তু তার এক চক্ষু রয়,
গর্ত্ত ভাল বাসে, কিন্তু সর্প কভু নয়।
হ্রাস বৃদ্ধি আছে বটে তার নিরন্তর,
কিন্তু তাহা চন্দ্র নয় অথবা সাগর!

(উত্তর—"সাধন")

(১১)

এমন কি আছে, যাহাতে অনেক গর্ত্ত থাকে; যাহার প্রথমে "বকার" ও শেষে "ককার" দেখিতে পাওয়া যায়; এবং যাহা সর্প-গণের নিবাস-ভূমি? ইহাই এই শ্লোকের প্রশ্ন:—

---

(১) ব্যাখ্যা। বনে—অরণ্যে, (পক্ষে) জলে। পণ্যস্ত্রী—বেশ্যার ন্যায় মূল্য দান করিলেই ভোগ্যা।

অনেকসুষিরং বাদ্যং কান্তং চ মুনিসংজ্ঞিতম্।
চক্রিণা চ সদারাধ্যং যো জানাতি স পণ্ডিতঃ ॥ (১)

বহু গর্ত্ত রহে তায়, প্রথমে "ব"কার,
ঋষি নাম রহে তায়, শেষেও "ক"কার,
সর্প-গণ রহে তার মধ্যে অবিরাম,
পণ্ডিত হইলে তবে বলে তার নাম!

(উত্তর—"বল্মীক")

(১২)

এমন কি আছে, যুবতী-গণ যাহার কণ্ঠদেশ আশ্রয় করিয়া নিতম্বে রাখিয়া দেয়; এবং গুরুজনের সম্মুখে থাকিয়াও মুহুর্মুহুঃ সঙ্কেত-ধ্বনি করে? ইহাই এই শ্লোকে জিজ্ঞাস্য বিষয়ঃ—

তরুণ্যালিঙ্গিতঃ কণ্ঠে নিতম্বস্থলমাশ্রিতঃ।
গুরূণাং সন্নিধানেঽপি কঃ কূজতি মুহুর্মুহুঃ ॥

যুবতী ধরিয়া কণ্ঠ করে আলিঙ্গন,
নিতম্বে রাখিয়া দেয় করিয়া যতন,
গুরু জন থাকিলেও চক্ষের উপরে
লাজ লজ্জা পরিহরি কত শব্দ করে!

(উত্তর—"কলস")

---

(১) ব্যাখ্যা। অনেকসুষিরং—বহু-গর্ত্ত-যুক্ত। বাদ্যং—প্রথমে "ব"কার-বিশিষ্ট। কান্তং-শেষে "ক"কার-যুক্ত। মুনিসংজ্ঞিতং—ঋষি (বল্মীক) নাম-বিশিষ্ট। চক্রিণা সর্প দ্বারা।

অপহ্নুতি।

(১)

রাধিকা ও সখীর কথোপকথন-চ্ছলে কবি এই শ্লোকে কয়েকটী শ্লিষ্ট পদ দিয়া অপহ্নুতির উদাহরণ দিয়াছেন :—

যো গোপীজনবল্লভঃ স্তনতটব্যাসঙ্গলব্ধাস্পদ-
শ্ছায়াবান্ নবরক্তকো বহুগুণশ্চিত্রশ্চতুর্হস্তকঃ।
কৃষ্ণঃ সোঽপি,হতাশয়া ব্যপহৃতঃ কান্তঃ কয়াপ্যদ্য মে
কিং রাধে মধুসূদনো ন হি ন হি প্রাণাধিকশ্চোলকঃ ॥(১)

রাধিকা—গোপ-বধূ-মহা-প্রিয়, বক্ষোজ-বিহারী,
ছায়াবান্, নব-রক্ত, বহু-গুণ-ধারী,
চিত্র, চতুর্ভুজ, কান্ত মোর কৃষ্ণ ধনে
হরিল রে কোন্ পোড়া-কপালী এক্ষণে ?

সখী——হে রাধিকে ! চুরি গেছে শ্রীকৃষ্ণ তোমার ?
রাধিকা—না না সখি ! প্রাণাধিক "চোলক" আমার !

(২)

কোনও কবি, ভিক্ষুক ও গৃহস্থের উক্তি-প্রত্যুক্তি-চ্ছলে কয়েকটী শ্লিষ্ট-পদ প্রয়োগ করিয়া নিম্ন-লিখিত শ্লোকে অপহ্নুতির উদাহরণ দিতেছেন :—

তন্বী চারুপয়োধরা সুবদনা শ্যামা মনোহারিণী
নীতা নিষ্করুণেন কেনচিদহো দেশান্তরাদাগতা।

---

(১) টিপ্পনী। চোলকঃ—শলুকা, কাঁচুলীতি ভাষা। "কূর্পাসে চোলকঃ পুমান্" ইতি মেদিনী।

উৎসঙ্গোচিতয়া তয়া রহিতয়া কিং জীবনং প্রেক্ষসে
ভিক্ষো তে দয়িতাস্তি কিং নহি নহি প্রাণপ্রিয়া তুম্বিকা ॥ (১)

ভিক্ষুক—তন্বী চারু-পয়োধরা সুরম্য-বদনী,
শ্যামা সে যে, তাহা পুনঃ মানস-মোহিনী ;
বহু দূর হ'তে তারে আনিলাম ঘরে,
হায় তাহা হ'রে নিল দয়াহীন চোরে !
উৎসঙ্গে রাখিনু তারে করিয়া যতন,
তাহারে ত্যজিয়া মোর আছে কি জীবন ?

গৃহস্থ— হে ভিক্ষু ! কি হারায়েছ গৃহিণী তোমার ?
ভিক্ষুক—না না না না,—হারায়েছি তুম্বীটী আমার !

(৩)

কয়েকটী শ্লিষ্ট পদের প্রয়োগে নায়িকা ও সখীর কথোপকথন-চ্ছলে এই শ্লোকে অপহ্নুতির উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে :—

রাগী ভিনত্তি নিদ্রাং তল্পং ন জহাতি নিষ্ঠুরং দশতি ।
চতুরে কিং প্রাণেশো নহি নহি সখি মৎকুণব্রাতঃ ॥

নায়িকা—অতিশয় রাগী, দেয় ঘুম ভাঙাইয়া ;
কিছুতেই নাহি যায় বিছানা ছাড়িয়া ;
এরূপ নিষ্ঠুর হায় না দেখি কখন ;
দংশন করিয়া মোরে করে জ্বালাতন !

সখী— কহ লো চতুরে ! ইনি তব প্রাণেশ্বর ?
নায়িকা—না না সখি ! তাহা নয়,—মৎকুণ-নিকর !

---

(১) টিপ্পনী। চারুপয়োধরা—নির্ম্মল-জল-ধারিণী ; (পক্ষে) সুন্দর-স্তনী। শ্যামা—শ্যামবর্ণা ; (পক্ষে) যৌবন-মধ্যস্থা ; কিংবা "শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা। তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা" ॥ উৎসঙ্গোচিতা—সমীপে রক্ষণযোগ্যা ; (পক্ষে) ক্রোড়ে রক্ষণ-যোগ্যা। জীবনং—জলং ; (পক্ষে) প্রাণাঃ।

গণিত-কবিতা।

(১)

পরম-পূজনীয় বিখ্যাত গণিতজ্ঞ ডক্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী, এম্, এ; ডি, এল্; এফ্, আর, এ, এস্; এফ্, আর. এস, ই মহোদয় এই শ্লোকে ১২০ অঙ্ক বাহির করিবার একটী অদ্ভুত কৌশল ("ফর্মিউলা") দেখাইয়া পাঠক-গণের মঙ্গল-কামনা করিতেছেন ঃ—

ইষ্টং কার্ত্তিকদর্শনেন গুণিতং রুদ্রেণ যুক্তং তথা
ব্রহ্মাস্যপ্রহতং জলাধিপতিনা যচ্ছেষিতং তৎ পুনঃ।
বেদাঙ্গেন হতং তদব্দমনিশং বিশ্বেশভক্তিব্রতা-
স্তিষ্ঠেয়ুর্ভুবি পাঠকাঃ সুকৃতিনঃ শ্রীআশুতোষোহর্থয়ে॥

(ডক্টার শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বত্যাঃ)

যে কোন একটী অঙ্ক করিয়া গ্রহণ
বার দিয়া তাহা তুমি করহ গুণন।
গুণন করিয়া তুমি যে অঙ্ক পাইবে,
এগার তাহার সনে সংযোগ করিবে।
যোগফলে চারি দিয়া করিয়া গুণন
তাহারে চব্বিশ দিয়া করহ হরণ।
তাহা করি ভাগশেষ যা কিছু থাকিবে,
ছয় দিয়া তাহা তুমি গুণন করিবে।
যে অঙ্ক পাইবে তাহে, হে পাঠক-গণ!
তত বর্ষ তোমাদের হউক জীবন।
হৃদয়ে পরম ব্রহ্মে করিয়া ভাবনা
সুখে থাক,—আশুতোষ করিছে কামনা

(২)

কোনও বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে গণিত শাস্ত্রের কৌশল দেখাইয়া পাঠক-গণের ১২০ বৎসর-ব্যাপী পূর্ণ পরমায়ুর কামনা করিতেছেন :—

ইষ্টং শরেণ গুণিতং গুণসংযুতং তৎ
পঞ্চাহতং যুগহতং নিহতং করেণ।
যচ্ছেষিতং শরকরেণ রসঘ্নমব্দং
হে পাঠকা ভবতু বো বসতির্ধরায়াম।

(মৈথিল-জ্যোতির্ব্বিৎ-শ্রীদীননাথ মিশ্রস্য) (১)

যে কোন একটী অঙ্ক করিয়া গ্রহণ
পাঁচ দিয়া তাহা তুমি করিবে গুণন।
পরে সেই গুণফলে তিন যোগ দিয়ে
পাঁচ চারি দুই গুণ কর ক্রমান্বয়ে।
সেই গুণফল পুনঃ করিয়া গ্রহণ
তাহারে পঁচিশ দিয়া করিবে হরণ।
পরে শুধু ভাগশেষ গ্রহণ করিয়া
গুণন করিবে তাহা ছয় অঙ্ক দিয়া।
যে অঙ্ক পাইবে তাহে, হে পাঠক-গণ!
তত বর্ষ এই ভবে কর বিচরণ!

---

(১) পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত দীননাথ মিশ্র মহাশয় একজন সুপণ্ডিত জ্যোতির্ব্বিৎ মৈথিল ব্রাহ্মণ। ইনি জ্যোতির্ব্বিৎ-প্রবর মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত সুধাকর দ্বিবেদি-মহাশয়ের ছাত্র। গুরু ও শিষ্য উভয়েই এক্ষণে ৺কাশীধামস্থ গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত আছেন।

(৩)

কোনও জ্যোতির্ব্বিৎ কবি এই শ্লোকে রাজরাজেশ্বরী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-শকাব্দ (১৮২২) বাহির করিবার একটী অদ্ভুত কৌশল দেখাইয়াছেন :—

ইষ্টং বিংশহতঞ্চ বিশ্বসহিতং বাণেন যচ্ছেষিতং
দ্বিষ্ঠং যুক্তবিযুক্তভক্তগুণিতং কেনাথ দিগ্‌ভির্হতম্।
রামৈর্যুগ্ দ্বিশতীহতং দশশতীসংশেষিতং পূর্ব্বত-
স্তন্নিঘ্নং দ্বিকরৈর্যুতং স্বরগমৎ শাকেঽত্র ভিক্টোরিয়া॥

(কাশীধাম-জ্যোতির্ব্বিৎ-কবি-শ্রীহরকুমার শাস্ত্রিণঃ) (১)

তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা, সেই সংখ্যা লও,
কুড়ি দিয়া গুণ কর, তের যোগ দাও।
পাঁচ ভাগ ক'রে যাহা ভাগশেষ দেখ,
"গুণক" তাহার নাম,—তুই স্থানে রাখ।
দুই স্থানে রে'খে, তার এক স্থানে গিয়া
তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা, কর তাহা দিয়া
যোগ কি বিয়োগ হোক্, হোক্ গুণ ভাগ,
যাহা তব অভিলাষ, যাহে অনুরাগ।

---

(১) মদীয় পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত হরকুমার শাস্ত্রি-মহাশয়, শ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-শকাব্দ ও খৃষ্টাব্দ বাহির করিবার কৌশল-যুক্ত শ্লোক দুইটী ৺কাশীধাম হইতে আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং "হিতবাদী"তে ইহা আমি প্রকাশিত করিয়াছিলাম। শাস্ত্রি-মহাশয়, ভট্টপল্লী-নিবাসী নৈয়ায়িক-কুল-পতি পরম-পূজ্য-পাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পুত্র। পিতা যেরূপ পরম নৈয়ায়িক ও সুকবি, পুত্রও সেরূপ পরম জ্যোতির্ব্বিৎ ও সুকবি। শাস্ত্রি-মহাশয়-কৃত "বৃন্দাবন-কল্প-লতিকা" ও "শঙ্করাচার্য্য" পাঠ করিলে যথাক্রমে তাঁহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-ভাষায় কবিতা লিখিবার মহীয়সী শক্তি বুঝিতে পারা যায়। পিতা ও পুত্র উভয়েই বারাণসী-ধামে গিয়া এক্ষণে ৺বিশ্বনাথের পাদ-পদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রহিয়াছেন।

মনোমত ক্রিয়া করি যে সংখ্যাটী পাও,
দশ দিয়া গুণ ক'রে তিন যোগ দাও।
দুই শত সংখ্যা দিয়া গুণ কর তায়,
গুণফল ভাগ কর সহস্র সংখ্যায়।
ভাগশেষ যাহা পাবে, "গুণ্য" নাম তার,
পূর্ব্বেই রেখেছ ক'রে "গুণক" তাহার।
"গুণ্য" "গুণকেতে" গুণ করিয়া তখন
বাইশ তাহার সনে কর সংযোজন।
পাবে যাহা, সেই শকে ধরা শূন্য করি
স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়া রাজরাজেশ্বরী!

(৪)

পূর্ব্বোক্ত জ্যোতির্ব্বিৎ কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকে রাজরাজেশ্বরী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু-খৃষ্টাব্দ (১৯০১) বাহির করিবার কৌশল দেখাইতেছেন :—

ইষ্টং খাভ্রখসংযুতং খখযমব্যস্তং খখেশান্বিতং
খাকাশাশুগভাজিতং দ্বিগুণিতং যচ্ছেষিতং দৃগ্‌হতম্।
খাকাশাগ্নিসমাযুতং শশিযুতং যৎ তত্র খৃষ্টীয়কে
বর্ষেঽস্মান্ সমপাস্য নাকমগমৎ ভিক্টোরিয়া ভূতলাৎ॥

(কাশীধাম-জ্যোতির্ব্বিৎ-কবি-শ্রীহরকুমার শাস্ত্রিণঃ)

তোমার যে সংখ্যা ইচ্ছা, সেই সংখ্যা লও,
তিনটী তাহার পার্শ্বে শূন্য যোগ দাও।
দুই শত বাদ দিয়া সংখ্যা থাকে যত,
তার সহ যোগ কর একাদশ শত।
পাঁচ শত দিয়া পুনঃ ভাগ কর তারে,
ভাগশেষ লও তার দুই গুণ ক'রে।
তাহারে দ্বিগুণ করি যাহা তুমি পাও,
তাহে তিন শত পুনঃ এক যোগ দাও।

যে খৃষ্টাব্দ পাবে, তাহে ধরা শূন্য করি
স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়া রাজরাজেশ্বরী!

(৫)

নিম্ন-লিখিত শ্লোকে অঙ্ক-শাস্ত্রের একটী সুন্দর কৌশল দেখাইয়া পাঠক-গণের ১০০০ (সহস্র) বৎসর পরমায়ুর, কামনা করা হইতেছেঃ—

ইষ্টং শিবাস্যগুণিতং নিধিনা সমেতং
কৃষ্ণাবতারনিহতং বিয়দিন্দ্রিয়েণ।
যচ্ছেষিতং শরকরেণ হতং তদব্দং
হে পাঠকা বিহরত স্বজনৈঃ পৃথিব্যাম্ ॥

(এম্-এ-উপাধিধারিণঃ শ্রীবটুকদেব মুখোপাধ্যায়স্য) (১)

যে কোন একটী অঙ্ক গ্রহণ করিয়া
গুণন করহ তারে পাঁচ অঙ্ক দিয়া।
সেই গুণফলে নয় অঙ্ক যোগ দিবে,
যোগফলে দশ দিয়া গুণন করিবে।
তাহারে পঞ্চাশ দিয়া করিয়া হরণ,
ভাগশেষ লবে তুমি তাহার তখন।
তাহারে পঁচিশ দিয়া গুণন করিলে
যত হবে, তত বর্ষ এই ভূমণ্ডলে
আত্মীয় জনের সনে, হে পাঠক-গণ!
সুখ শান্তি সহ নিত্য কর বিচরণ!

---

(১) প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দদেব ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব নামক দুইটী অনুরূপ সুপণ্ডিত গুণশালী পুত্র রাখিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু শ্রীযুক্ত গোবিন্দদেব অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার সুপণ্ডিত বুদ্ধিমান্ গণিতজ্ঞ পুত্র শ্রীযুক্ত বটুকদেব মুখোপাধ্যায় এম্-এ মহাশয় এই কৌশলটী বাহির করিয়াছেন।

(৬)

কোনও এক গণিতজ্ঞ প্রাচীন কবি এই শ্লোকে কৌশল-সহকারে কোনও রাজার ১২০ বৎসর-ব্যাপী পূর্ণ পরমায়ুর কামনা করিতেছেন:—

ইষ্টং খচন্দ্রগুণিতং শশিনা সমেতং
রামান্বিতং যুগযুতং নিহতং শরেণ।
যচ্ছেষিতং শরকরেণ বসুঘ্নমব্দং
ত্বং জীব ভূপ তনয়ৈঃ সহ কামিনীভিঃ॥

যে কোন একটী অঙ্ক করিয়া গ্রহণ,
দশ দিয়া তাহা তুমি করহ গুণন।
তাহাতে পাইবে তুমি গুণফল যাহা,"
এক তিন চারি সনে যোগ কর তাহা।
যোগফলে পাঁচ দিয়া করিয়া গুণন
তাহারে পঁচিশ দিয়া করহ হরণ।
পরে শুধু ভাগশেষ গ্রহণ করিয়া
গুণন করহ তাহা আট অঙ্ক দিয়া!
যত হবে, তত বর্ষ, ওহে মহারাজ!
স্ত্রী-পুত্র লইয়া সুখে করুন্ বিরাজ!

চাটু-কবিতা।

(১)

কথিত আছে, প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ৺কালীমূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া তাঁহার সেবার জন্য হরনাথ-নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে পুরোহিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ৺কালীমূর্ত্তি-খানি নানাবিধ বহুমূল্য মণি-কাঞ্চনে মণ্ডিত থাকিত। কিছুদিন পরে ভগবতীর মস্তকস্থিত একখানি মহামূল্য মুকুট চুরি যায়! অনেকে পুরোহিত-ঠাকুরের উপর সন্দেহ করায়, মহারাজ তাঁহার প্রতি কোনও এক কঠিন দণ্ডের আদেশ করেন। তখন মহারাজের কর্ম্মচারি-গণ ব্রাহ্মণকে পরামর্শ দিলেন যে, যদি আপনি মহারাজের পরম প্রিয় সভা-পণ্ডিত গুপ্তিপাড়া-নিবাসী বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি অনুরোধ-পত্র লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলেই আপনার দণ্ড রহিত হইয়া যাইতে পারে। তখন পুরোহিত-ঠাকুর, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাটী গিয়া আপনার দুঃখের কথা জানাইলে, পরম সুকবি বিদ্যালঙ্কার মহাশয় যুগপৎ ভক্তি ও কৌতুক সহকারে নিম্ন-লিখিত শ্লোকটী মহারাজকে লিখিয়া দিয়াছিলেন। (এই শ্লোকটীর সম্বন্ধে অন্যরূপ প্রস্তাবও শুনিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেরূপ উদারচেতাঃ ও বিদ্যানুরাগী, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ও সেইরূপ একজন প্রত্যুৎপন্ন-মতি সুকবি ছিলেন। ইহা এই শ্লোকে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়)

জলে লবণবল্লীনং মানসং তন্মনোহরম্।
মনোজিহীর্ষয়া দেব্যাঃ কিরীটং হরতে হরঃ॥ (১)

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

(১) টীকা।—মানসং মদীয়ং, ইতি শেষঃ জলে লবণবৎ দেব্যাং লীনং তন্ময়ং আসীৎ। অতস্তৎ প্রতিহর্ত্তুং ন শক্নোমি, ইতি পরাভবং প্রতিকর্ত্তুং হরঃ মহাদেবঃ (পক্ষে) হর-নামকঃ পুরোহিতঃ দেব্যা মনোজিহীর্ষয়া চিত্তং হর্ত্তুমিচ্ছয়া তন্মনোহরং তস্যা দেব্যা মনোহরং চিত্তাকর্ষকং কিরীটং মুকুটং হরতে চোরয়তি।

লবণ পড়িলে জলে ক্রমশঃ যেমন
তাহাতেই লীন হ'য়ে রহে সর্ব্বক্ষণ,
সেরূপ "হরের" মন দেবীর উপর
তন্ময় হইয়া প'ড়ে ছিল নিরন্তর।
দেবীও ফেরৎ নাহি দিলেন সে মন,
চিন্তিত থাকিয়া তাই "হর" অনুক্ষণ
অবশেষে মনে মনে দেখিল বিচারি
আমিও দেবীর মন লব চুরি করি;
দেবীর মনটী কিন্তু দেবীতেও নাই,—
মহামূল্য মুকুটেই র'য়েছে 'সদাই,
সে মুকুট খানি যদি লই এ সময়,
দেবীর মনটী আমি পাইব নিশ্চয়।
মুকুটের তরে নয়, মনটীর তরে,
মুকুট লয়েছে "হর" পড়িয়া ফাঁপরে!

(২)

দান-সাগর-কালে ভূমি, স্বর্ণ, হস্তী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য সম্পত্তি দান করিতে হয়। তদনুসারে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র একদিন শীতকালে স্বর্গীয়া জননীর দান-সাগর-উপলক্ষে বহুবিধ মূল্যবৎ বস্তু ও বহুসংখ্যক হস্তীকে স্নান করাইয়া তাহা সভামণ্ডপে সজ্জিত করিয়া রাখিলে, হস্তিগণ শীতের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া কাঁপিতে ছিল। তখন মহারাজ স্বীয় সভাপণ্ডিত কবিবর বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার মহাশয়কে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদ্যালঙ্কার মহাশয় তদুত্তরে কহিয়াছিলেন :—

হস্তন্যস্তকুশোদকে ত্বয়ি ন ভূঃ সর্ব্বংসহা কম্পতে
দেবাগারতয়ৈব কাঞ্চনগিরিশ্চিত্তে ন ধত্তে ভয়ম্।

অজ্ঞাতদ্বিপভক্ষ্যভিক্ষুভবনপ্রস্থানদুস্থাশয়া
বেপন্তে মদদন্তিনঃ পরমমী ভূমীপতে তাবকাঃ ॥

(বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কারস্য)

বাসনা ক'রেছ ;—হস্তে কুশোদক ল'য়ে
সর্ব্বস্ব করিব দান কল্পতরু হ'য়ে।
শুনিয়া দানের কথা কাঁপিত মেদিনী,
কিন্তু সর্ব্বংসহা ব'লে কাঁপিছে না ;—জানি!
স্বর্ণগিরি সুমেরুতে থাকে দেবগণ,
এজন্য সুমেরু নাহি কাঁপিছে এখন!
কিন্তু রাজভোগ ছাড়ি, দরিদ্রের ঘরে
কি খাদ্য খাইয়া মোরা রব প্রাণ ধ'রে,
এই ভয় পে'য়ে মনে তাই, মহারাজ!
মদমত্ত হস্তিগণ কাঁপিতেছে আজ!

(৩)

শুনিতে পাওয়া যায়, কবিবর ভারতচন্দ্র রায় "বিদ্যাসুন্দর" রচনা করিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলে, মহারাজ সেই গ্রন্থপাঠে পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিয়াছিলেন, "ভারতচন্দ্র! আপনি যথার্থই ভারতের চন্দ্র"। ইহা শুনিয়া সুরসিক ও সুপণ্ডিত কবি ভারতচন্দ্র তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "মহারাজ! আমি ভারতের চন্দ্র হইতে পারি, কিন্তু এই সমগ্র ত্রিভুবনে যদি কোনও অপরূপ চন্দ্র থাকে, তবে সে স্বয়ং আপনি।" এই কথা বলিয়া ভারতচন্দ্র তৎক্ষণাৎ এই শ্লোকটী রচনা করিয়া মহারাজকে উপহার দিয়াছিলেন। কথিত আছে, এই শ্লোকটী উপহার পাইবার পরেই মহারাজ ভারতচন্দ্রকে "গুণাকর" উপাধি প্রদান করেন :—

নিষ্কলঙ্কো নিরাতঙ্কঃ পদ্মিনীপ্রাণবল্লভঃ।
চতুঃষষ্টিকলঃ কৃষ্ণচন্দ্রো ভাতি সদা ভুবি॥ (১)

(ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরস্য)

এক চন্দ্র দেখি বটে আকাশ উপরি,
কিন্তু এই কৃষ্ণচন্দ্রে অপরূপ হেরি!
কলঙ্ক ইঁহার দেহে নাহি বিদ্যমান,
আতঙ্ক ইঁহার মনে নাহি পায় স্থান!
পদ্মিনী-গণের ইনি প্রাণ-প্রিয় ধন,
চৌষট্টি কলায় ইনি পূর্ণ অনুক্ষণ!
দুই পক্ষে দিবা নিশি কিরণ ইঁহার,
পৃথিবীর পৃষ্ঠে ইনি করেন বিহার!

(৪)

এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, পূর্ব্ব-বঙ্গ-নিবাসী কোনও এক ব্রাহ্মণ-সন্তান ত্রিবেণী-নিবাসী প্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত, নৈয়ায়িক ও শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের নিকট ন্যায়শাস্ত্র পড়িতে গিয়াছিলেন। ছাত্রটীর রূপ ও গুণ দুইটাই সমান; তাঁহার বুদ্ধিটুকু যেরূপ স্থূল, দেহখানিও সেইরূপ যাবতীয় জন্ম-দোষ-রোগে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই কারণে চতুষ্পাঠীস্থ অন্যান্য ছাত্রগণ তাঁহাকে অত্যন্ত বিদ্রূপ করিত, এবং কুশাগ্রীয়-বুদ্ধি তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও তাঁহাকে পড়াইয়া সুখ পাইতেন না। অবশেষে একদিন বিরক্ত

(১) ব্যাখ্যা। আকাশের চন্দ্রে কলঙ্ক আছে, রাহু-ভয় আছে ও পদ্মিনীর (পদ্মিনী-নামক পুষ্পের) সহিত অপ্রণয় আছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রে কলঙ্ক নাই, কোনও রূপ ভয় নাই, এবং তিনি পদ্মিনীর (পদ্মিনী-জাতীয়া রমণীর) প্রাণপ্রিয় ধন। আকাশের চন্দ্রে ষোড়শ কলা মাত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার হ্রাসও আছে; কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র চৌষট্টি কলায় পরিপূর্ণ এবং তাহার কিছুমাত্র হ্রাস নাই। আকাশের চন্দ্র দিবাভাগে ও কৃষ্ণপক্ষে অদৃশ্য থাকে, কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, কি দিন, কি রাত্রি, কি শুক্লপক্ষ ও কি কৃষ্ণপক্ষ সকল সময়েই বিরাজমান আছেন। আকাশের চন্দ্র আকাশে থাকায় সকলেরই দুর্লভ, কিন্তু মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে থাকায় সকলেরই সুলভ।

হইয়া ছাত্রটী গুরু-দেবের নিকট গিয়া কহিলেন, "আমি আর ত্রিবেণীতে বাস করিব না। মহারাজ নবকৃষ্ণ আপনার বন্ধু; আপনি একখানি সুপারিস-পত্র দিন; আমি তাহা দেখাইয়া মহারাজের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ জমী লইয়া কলিকাতায় বাস করিব।" ইহা শুনিয়া তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাঁহাকে এই শ্লোকটী লিখিয়া দিয়াছিলেন ঃ—

দ্বিতীয়ভূতভূয়িষ্ঠা মূর্ত্তিরস্মাস্বসম্ভবা।
অস্যাঃ পার্থিবসম্বন্ধো যতনীয়ঃ ক্ষিতীশ্বরৈঃ।

(জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননস্য)

ভূমি জল অগ্নি বায়ু এবং আকাশ,
এ পঞ্চ ভূতের নিত্য র'য়েছে বিকাশ।
এই পঞ্চ ভূতগণে করি উপাদান,
ঈশ্বর মানব-দেহ করেন নির্ম্মাণ;
ভূমি-অংশ বেশী থাকে, জল-অংশ কম,
ইহাই মানব-দেহে তাঁহার নিয়ম।
কিন্তু এই নিবেদন, ওহে মহারাজ!
এই মূর্ত্তিখানি আমি পাঠাইনু আজ;—
ইহাতে ভূমির অংশ বড়ই বিরল,
কেবল জলের অংশ র'য়েছে প্রবল।
তিনিও ঈশ্বর এক করেন বিরাজ,
তুমিও ত ভূমীশ্বর, ওহে মহারাজ!
সেই ঈশ্বরের ভ্রম হ'লেও কখন,
অবশ্য উচিত তব তাহার শোধন।
এই ব্রাহ্মণের মনে সদা অসন্তোষ,
তোমা বিনা কেবা তার নাশে জলদোষ?
ওহে ভূমীশ্বর! তাই কিছু ভূমি দিয়া,
জলদোষ টুকু তার দাও কাটাইয়া!

(৫)

কোনও কবি নিম্ন-লিখিত দুইটি শ্লোকে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দান, যশ ও প্রতাপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

দানাম্বুসেকশীতার্ত্তা যশোবসনবেষ্টিতা।
ত্রিলোকী তে প্রতাপার্কং প্রতাপাদিত্য সেবতে॥

(অবিলম্ব-সরস্বত্যাঃ) (১)

শুন হে প্রতাপাদিত্য রাজন্! প্রবল,
তব দান-জল-ধারা পরম শীতল।
যে কেহ তাহারে নিজ অঙ্গে পরশিল,
থর্ থর্ করি শীতে কাঁপিতে লাগিল।
তাই তব যশো-বস্ত্র দেহে জড়াইয়া,
এত শীত কিসে যাবে দেখিল ভাবিয়া,—
দেখিল উপায় এক সবে অতঃপর,—
তোমার প্রতাপ-সূর্য্য মহা খরতর।
ত্রিলোকের লোক তাই শীত-নাশ তরে,
আশ্রয় ল'য়েছে তার প্রফুল্ল-অন্তরে।

(৬)

প্রতাপাদিত্য ভূপাল ভালং মম নিভালয়।
স্বেদেন প্রোঞ্ছিতাঃ সন্তু বিধের্দুর্লেখপংক্তয়ঃ॥

(অবিলম্ব-সরস্বত্যাঃ)

কি কব প্রতাপাদিত্য! প্রতাপ তোমার,
মোর কপালের দিকে চাহ একবার।

(১) অবিলম্ব-সরস্বতী, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত ও পুরোহিত ছিলেন, এরূপ জনশ্রুতি আছে। তিনি সংস্কৃত কবিতা অতি দ্রুত লিখিতে পারিতেন বলিয়া "অবিলম্ব-সরস্বতী" তাঁহার উপাধি ছিল, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার প্রকৃত নাম কি, তাহা বলা যায় না।

দর দর করি ঘর্ম্ম-বিন্দু দিগ্ দেখা,
ঘুচে যাগ্ যত পোড়া বিধাতার লেখা !

(৭)

কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক "নায়ক-গোপাল" আকবর বাদসাহের দরবারে থাকিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাইতেন। এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, আকবর চিতোর জয় করিলে "নায়ক-গোপাল" তাঁহার প্রতাপ-সূচক এই কবিতাটী তাঁহাকে উপহার দিয়াছিলেন ঃ—

বিধিনা তুলিতাবেতৌ সেকেন্দরপুরন্দরৌ।
গুরুঃ সেকেন্দরঃ পৃথ্বীং লঘুরিন্দ্রো দিবং যযৌ ॥

(নায়ক-গোপালস্য)

সেকেন্দর বাদসাহ, দেব পুরন্দর,
এ দুয়ের কেবা বড় না বুঝিল নর।
তুলা-দণ্ড ল'য়ে তাই বিধাতা তখন
দুই দিকে দুই জনে করেন ওজন।
সেকেন্দর ভারী বলি রহেন ধরায়,
পুরন্দর লঘু বলি স্বর্গ-পুরে যায় !

(৮)

ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃপাতী সুসঙ্গের মহারাজ রাজসিংহ সিংহ শর্ম্ম-বাহাদুর সংস্কৃত-ভাষায় সবিশেষ অনুরাগী ও স্বয়ং একজন সুকবি ছিলেন। সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অধ্যাপকদিগকে আহ্বান করিয়া শাস্ত্র-সম্বন্ধে আলাপ করিতে তিনি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিতেন। দানকালেও তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজবাটী, পণ্ডিতগণের একটী আশ্রয়-ভূমি হইয়াছিল। তাঁহার বাটীতে কোনও একটী বহু-ব্যয়-সাপেক্ষ কার্য্যোপলক্ষে বহুসংখ্যক অধ্যাপকের সমাগম হইয়াছিল। কথিত আছে, ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর-নিবাসী, পণ্ডিত-প্রবর সুকবি চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণ মহাশয় নিমন্ত্রিত

হইয়া মহারাজের সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "মহারাজ! আমি আপনার ক্রিয়া-কলাপের সমস্ত কথাই পথিমধ্যে একটী চক্রবাক ও চক্রবাকীর মুখে শুনিয়া আসিলাম।" ইহা কহিয়াই ন্যায়ভূষণ মহাশয় মহারাজকে এই শ্লোকটী শুনাইয়া ছিলেন :—

ইত্যুচে চক্রবাকং বচনমনুদিনং দুঃখভাক্ চক্রবাকী
অস্ত্যেষ ক্বাপি দেশো ন ভবতি রজনী যত্র বৈ প্রাণনাথ।
কান্তে চিন্তাং ত্যজ ত্বং দিনকরকিরণাচ্ছাদকস্যাদ্য মেরো-
র্মূলে দত্ত্বাস্তি হস্তং বিবিধকৃতিমুদে রাজসিংহঃ প্রদাতা॥

(চন্দ্রমণি ন্যায়ভূষণস্য) (১)

কবি—রাত্রিতে বিরহ-জ্বালা কিরূপ ভীষণ,
চক্রবাকী বুঝিয়াছে তাহা বিলক্ষণ।
চক্রবাকী হেন জ্বালা কতই সহিল,
অবশেষে চক্রবাকে কহিতে লাগিল,—

(১) সুসঙ্গের মহারাজ-গণের সুনির্ম্মল বংশ অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ইঁহারা পাঠান-সম্রাট্‌দিগের রাজত্বকালে কান্যকুব্জ হইতে আসিয়া সুসঙ্গে অবস্থিতি করিতে আরম্ভ করেন। মহাত্মা মহারাজ কিশোর সিংহ ও রাজসিংহই এই বংশ সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। কিশোর সিংহ পরলোক গমন করিলে রাজসিংহই রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতেন। রাজসিংহের প্রপৌত্র পরম-পূজনীয় রাজা শ্রীযুক্ত কমলকৃষ্ণ সিংহ শর্ম্ম-বাহাদুর এখন এই বংশের কর্ত্তা। ইনি পরম উদার-চেতাঃ ও সুপণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষায় ইঁহার সবিশেষ অধিকার আছে। ইঁহার মুখে শুনিয়াছি যে, পাঠান সম্রাট্‌দিগের রাজত্ব-কাল হইতে জাহাঙ্গীরের রাজত্ব-কাল পর্য্যন্ত ইঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা ছিলেন। মোগল-সম্রাট্‌দিগের নানাবিধ সনন্দও ইঁহাদের বাটীতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের পর হইতে নবাবী আমল পর্য্যন্ত ইঁহারা যৎকিঞ্চিৎ কর-দান করিয়া আসিতে ছিলেন। সুকবি মহারাজ রাজসিংহ, "রাগ-মালা", "সংক্ষিপ্ত-মনসা-পাঁচালী", "ভারতী-মঙ্গল" প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি উপরি-উক্ত কবিতাটী শুনিয়া প্রীতিবশতঃ ন্যায়ভূষণ মহাশয়কে একটী সুবৃহৎ উৎকৃষ্ট হস্তী উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

চক্রবাকী—এ জগতে হেন স্থান কোথা প্রাণেশ্বর!
রাত্রি নাহি হয় যথা,—দিন নিরন্তর?
চক্রবাক—শুন ওলো প্রাণেশ্বরি! চিন্তা কেন আর?
নিশ্চয় পূরিবে আজ বাসনা তোমার।
যে সুবর্ণ-মেরু-শৃঙ্গ ঢাকে দিবাকরে,
আপাদ-মস্তক তার সানন্দ-অন্তরে
কল্প-তরু-সম "রাজসিংহ মহারাজ"
সুপণ্ডিত জনে দান করিবেন আজ!

চিত্র-কবিতা।

(১)

সংস্কৃত ভাষার শক্তি কিরূপ বলবতী, তাহা এই শ্লোকটী পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। ঠিক একরূপ শব্দ-যোজনা করিয়াই চারি চরণে শ্লোকটী রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রত্যেক চরণেরই বিভিন্ন অর্থ:—

বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্যতে
বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্যতে।
বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্যতে
বালা নব্যজনং মনোজবিহিতে তাপে হিতং মন্যতে॥ (১)

---

(১) টীকা।—শ্লোকস্যাস্য পাদচতুষ্টয়ং সমানরূপমপি ভিন্নার্থমেব প্রতীয়তে। প্রথমতঃ—মনোজবিহিতে মদনজনিতে তাপে সতি বালা নবযৌবনা কামিনী নব্যজনং যুবজনং হিতং সুখজনকং মন্যতে নিশ্চিনোতি। মদনপীড়িতায়া নবযুবত্যা যুবজনসঙ্গমঃ পীড়াশান্তিকারকঃ সুখজনকশ্চ এব। দ্বিতীয়তঃ—মনোজবিহিতে তাপে সতি বালা ব্যজনং তালবৃন্তাদিসঞ্চালনং হিতং ন মন্যতে। মদনতাপোত্তপ্তায়া নবযৌবনায়া রমণ্যাঃ তালবৃন্তাদিসঞ্চালনেন তাপোপশমনং ব্যর্থমেব ইত্যর্থঃ। তৃতীয়তঃ—মনসি ন জায়তে যৎ তৎ মনোঽজং তেন বিহিতং দৈহিকমিত্যর্থঃ। মনোঽজবিহিতে দৈহিকে তাপে সতি বালা, নব্যজনং অহিতং

যে বালা মদন-তাপে পরিতপ্ত হয়,
সেই ভাবে নব্যজনে সুখের নিলয়।
মদনের তাপে তপ্ত হয় যে যুবতী,
নাহি তার অনুরাগ ব্যজনের প্রতি।
দেহজ ব্যাধিতে বালা যদি তপ্ত হয়,
নব্যজন তার কাছে কভু প্রিয় নয়।
দেহজ ব্যাধির তাপে তপ্ত যে যুবতী,
ব্যজন তাহার পক্ষে সুখকর অতি। (১)

(২)

সংস্কৃত ভাষায় এক একটী শব্দের শক্তি অতি আশ্চর্য্য! একই শব্দের নানা অর্থ থাকায় একই শ্লোকে নানারূপ অর্থ-সংঘটন করা যাইতে পারে। কবি নিম্ন-লিখিত শ্লোকটীতে এরূপ কৌশলের সহিত শব্দ-বিন্যাস ও ব্যাকরণ-বৈচিত্র্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, ইহার মধ্যে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ অর্থ গুপ্তভাবে নিহিত রহিয়াছে :—

(লুপ্তাকারচিহ্নস্য বৈকল্পিকত্বাৎ) মন্যতে। দৈহিকতাপোত্তপ্তায়া রমণ্যা নব্যজনঃ কদাচিদপি ন সুখকরঃ ইতি ভাবঃ। চতুর্থতঃ—মনোহজবিহিতে দৈহিকে তাপে সতি বালা ব্যজনং ন অহিতং মন্যতে অপি তু হিতমেব মন্যতে। দৈহিকতাপেন তপ্তায়া বালায়াস্তালবৃন্তাদি-সঞ্চালনং সুখকরমেব ইত্যর্থঃ।

(১) প্রসিদ্ধ "হিতবাদি"-পত্র-সম্পাদক পরম-পূজ্য-পাদ মদীয় পরম-হিতৈষী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয়, "উদ্ভট-সমুদ্র" এই নাম দিয়া মদ্দত্ত বহুসংখ্যক উদ্ভট-শ্লোক মৎ-কৃত পদ্যানুবাদ সহ "হিতবাদী"তে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া এই সব শ্লোক বাহির হইয়াছিল। কাব্য-বিশারদ মহাশয় সংস্কৃত-ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ এবং বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় কবিতা লিখিতে সিদ্ধহস্ত। তিনিই স্বয়ং এই শ্লোকটীর বাঙ্গালা পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন। আমি যে সকল শ্লোক "হিতবাদী"তে বাহির করিতাম, তাহা তিনি স্বয়ং, এবং মদীয় পরম বন্ধু শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় সবিশেষ যত্ন করিয়া দেখিয়া দিতেন। এই সংস্কৃত কবিতাটীর প্রত্যেক চরণে যেরূপ স্বতন্ত্র অর্থ আছে, পদ্যানুবাদেও ঠিক তদ্রূপ অর্থ, অতি প্রাঞ্জল ও সুললিত-ভাবে রক্ষিত হইয়াছে।

মধুনা যো ভজেৎ শ্যামাং কাত্যায়নি মম প্রিয়ে।
বিষমেষুব্যথাস্তস্য ন ভবন্তি কদাচন॥ (১)

(আয়ুর্ব্বেদ-পক্ষে)

শুন শুন প্রাণেশ্বরি ! শুন হে শঙ্করি !
নিগূঢ় রহস্য এক নিবেদন করি ;—
মিশাইয়া পিপ্পলীর চূর্ণ মধু সনে,
যে জন ভক্ষণ করে পরম যতনে,
থাকুক বিষম জ্বরে গাত্রব্যথা তার,
লেশমাত্র নাহি কভু রহিবেক আর !

(ভক্তিরস-পক্ষে)

শুন শুন প্রাণেশ্বরি ! শুন হে শঙ্করি !
নিগূঢ় রহস্য এক নিবেদন করি ;—
তুমি শ্যামা ভগবতী, তোমায় যে জন
মদ্য দিয়া আরাধন করে আজীবন,

(১) টীকা।—শ্লোকস্যাস্য বিভিন্নার্থত্রয়ং বর্ত্ততে। শিবানীং প্রতি শিবস্যেয়মুক্তিঃ। প্রথমতঃ (আয়ুর্ব্বেদ-পক্ষে)—হে মম প্রিয়ে কাত্যায়নি ভবানি যো জনঃ মধুনা (সহার্থেঽত্র তৃতীয়া) সহ শ্যামাং পিপ্পলীং ভজেৎ ভক্ষেৎ, বিষমেষু জ্বরেষু সৎস্থ তস্য ব্যথাঃ গাত্রাদি-বেদনাঃ কদাচন কদাচিৎ ন ভবন্তি। দ্বিতীয়তঃ (ভক্তিরস-পক্ষে)—হে মম প্রিয়ে কাত্যায়নি যো জনঃ মধুনা মদ্যেন সহ শ্যামাং ভগবতীং ত্বামেব ইত্যর্থঃ ভজেৎ আরাধয়েৎ, বিষমেষু আধিভৌতিকাদিষু তাপেষু সৎস্থ তস্য ব্যথাঃ মানসিক্যঃ ইতি ভাবঃ কদাচিৎ ন ভবন্তি। তৃতীয়তঃ (আদিরস-পক্ষে)—হে মম প্রিয়ে কাত্যায়নি যো জনঃ মধুনা মধুর্মাসেন বসন্তকালে ইত্যর্থঃ শ্যামাং যৌবনমধ্যস্থাং রমণীং ভজেৎ সেবেত, তস্য বিষমা ইষবো যস্য স মদনস্তস্য ব্যথাঃ মদন-যন্ত্রণা ইতি ভাবঃ কদাচিৎ ন ভবন্তি। "শ্যামা যৌবনমধ্যস্থা" ইতি উৎপল-মালায়াম্ (নৈষধচরিতে ৩।৮ ; শিশুপালবধে ৮।৩৬ ; মেঘদূতে ৮২ শ্লোকে মল্লিনাথঃ)। অথবা "শীতে সুখোষ্ণসর্ব্বাঙ্গী গ্রীষ্মে চ সুখশীতলা। তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা" (ভট্টিকাব্যে ৫।১৮ ; ৮।১০০ শ্লোকে মল্লিনাথ-জয়মঙ্গল-ভরতমল্লিকাঃ)

অন্তিম সময় তার যখন আসিবে,
মনের বেদনা আর কভু নাহি রবে।

(আদিরস-পক্ষে)

শুন শুন প্রাণেশ্বরি! শুন হে শঙ্করি!
নিগূঢ় রহস্য এক নিবেদন করি :—
সর্ব্বাঙ্গ সুখোষ্ণ যার শীতের সময়,
গ্রীষ্মকালে যাহা সুখ-সুশীতল হয়,
তপ্ত কাঞ্চনের মত যাহার বরণ,
সেই রমণীর সঙ্গে থাকি অনুক্ষণ,
যে জন বসন্ত-কালে করয়ে বিহার,
পঞ্চশর ব্যথা দিয়া কি করিবে তার?

(৩)

কোনও গুণগ্রাহী লোক কোনও এক গুণবান্ লোকের প্রতি পরম প্রীতি-প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাই এই শ্লোকের বক্তব্য বিষয়। শ্লোকটীতে কোনও বিশিষ্ট ভাব নাই। কিন্তু সংস্কৃত ভাষা কিরূপ ঐশ্বর্য্যশালিনী এবং সংস্কৃত কবির শক্তি কিরূপ অদ্ভুত, তাহা এই শ্লোকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। এই শ্লোকটীর প্রথম চরণের প্রথম বর্ণ হইতে দ্বিতীয়-চরণের শেষ বর্ণ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রথম দুই চরণ যেরূপ ভাবে সজ্জিত হইয়াছে, চতুর্থ চরণের শেষ বর্ণ হইতে তৃতীয় চরণের প্রথম বর্ণ পর্য্যন্ত সমস্ত শেষ দুই চরণও ঠিক সেইরূপ ভাবেই সজ্জিত হইয়াছে। ইহাই অতি আশ্চর্য্য যে, একটী বর্ণেরও কোনরূপ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। দুই চারিটী ক্ষুদ্র ছন্দের শ্লোকে এরূপ চাতুর্য্য দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু স্রগ্ধরা-বৃত্তাত্মক সুদীর্ঘ শ্লোকে এরূপ চাতুর্য্য প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না :—

বেদার্পন্নে স শক্রে রচিতনিজরুগুচ্ছেদযত্নেঽরমেরে
দেবাসক্তেঽমুদক্ষো বলদমনয়দস্তোদদুর্গাসবাসে।

সেবাসর্গাদুদস্তো দয়নমদলবক্ষোদমুক্তে সবাদে
রেমে রত্নেঽযদচ্ছে গুরুজনিতচিরক্লেশসন্নেঽপদাবে ॥(১)

(রুদ্রটস্য)

থাকিতেও চক্ষুঃ-জিহ্বা-প্রভৃতি ইন্দ্রিয়,
রূপ-রস-আদি যাঁর নাহি ছিল প্রিয় ;
কিবা শক্তি, কিবা শান্তি, নীতি-শিক্ষা আর,
এই সব দান ছিল বিধান যাঁহার ;
কখনই না হইয়া পরের অধীন
স্বাধীন-ভাবেই যিনি যাপিতেন দিন ;
হেন এক গুণগ্রাহী জন নিরন্তর
প্রসন্ন ছিলেন কোন গুণীর উপর ;—
বেদে তাঁর অধিকার ছিল বিলক্ষণ,
মুখে তাঁর ছিল সদা মধুর বচন ;

---

(১) টীকা। স কশ্চিৎ গুণগ্রাহী জনো রত্নে কস্মিংশ্চিৎ গুণবতি জনে রেমে ননন্দ। "জাতৌ জাতৌ যদুৎকৃষ্টং তদ্রত্নমিতি কথ্যতে"। স কীদৃশঃ ? ন মোদন্তে প্রমোদং ন যান্তীত্যমূনি অক্ষাণীন্দ্রিয়াণি যস্য সোঽমুদক্ষো জিতেন্দ্রিয়ঃ। তথা বলদমনয়দঃ শক্ত্যুপশমনীতিদাতা। তথা সেবায়াং পরপ্রণতৌ সর্গঃ উৎসাহস্তস্মাৎ উদস্তো নিবৃত্তঃ স্বাধীন ইত্যর্থঃ। রত্নে কীদৃশে ? বেদানাপন্নো বেদাপন্নস্তত্র অধীতবেদে ইত্যর্থঃ। তথা শক্তে প্রিয়ংবদে। তথা রচিতঃ কৃতো নিজায়া রুজো রাগদ্বেষাত্মিকায়া বাধায়া উচ্ছেদে উন্মূলনে যত্নো যেন তস্মিন্ রচিতনিজরুগুচ্ছেদযত্নে। তথা ন রমন্তে সুজনেষু ধর্ম্মে বা যে তে অরমা দুর্জ্জনাস্তানীরয়তি দূরীকরোতি যস্তস্মিন্ অরমেরে দুর্জ্জনদূরীকারকে ইত্যর্থ। তথা দেবেষু আসক্তো দেবাসক্তস্তস্মিন্ দেবাসক্তে দেবপূজানিরতে ইত্যর্থঃ। তথা তোদস্য বাধায়া দুর্গাঃ দুর্গমাঃ পরানভিভূতাস্তানপ্যস্যন্তি ক্ষিপন্তীতি তোদদুর্গাসাস্তেষাং বাসে নিকেতনে ; শূরাণামপি শূরা যমাশ্রিতাঃ তস্মিন্ ইত্যর্থঃ। তথা দয়নং দানং রক্ষা বা, তেন যো মদলবো গর্ব্বকণিকা তেন যঃ ক্ষোদঃ পরিবেদনা তেন মুক্তে রহিতে, প্রিয়ং কৃত্বাপি অগর্ব্বিত ইত্যর্থঃ। তথা বাদেন সহ বর্ত্ততে সবাদস্তস্মিন্ প্রমাণশাস্ত্রজ্ঞে ইত্যর্থঃ। তথা অযন্ অগচ্ছন্ অচ্ছো নির্ম্মলতা যস্মাৎ তস্মিন্ অযদচ্ছে শুদ্ধিমতীত্যর্থঃ। তথা গুরুভিঃ গুরুসেবাভির্জ্জনিতো যশ্চিরং ক্লেশঃ শ্রমস্তেনৈব সন্নে শ্রান্তে, অথবা সন্নে আসক্তে। তথা অপদান্ পদভ্রষ্টান্ অবতীতি অপদাবঃ, যদ্বা অপগতো দাবঃ উপতাপো যস্মাৎ তস্মিন্নিতি।

আপনার রাগ-দ্বেষ-রোগ-নিবারণে
তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল মনে মনে ;
দুর্জ্জনের দর্প তিনি করিতেন হত,
ঈশ্বর-সেবায় তিনি থাকিতেন রত ;
শত্রু-সুদুর্জ্জয় জনে যারা করে জয়,
তারাও লইত সদা তাঁহার আশ্রয় ;
বহু দান করিয়াও সদা দুঃখি-জনে
লেশমাত্র গর্ব্ব তাঁর না হইত মনে ;
প্রমাণ-শাস্ত্রজ্ঞ তিনি ছিলেন সতত,
মন তাঁর সুনির্ম্মল থাকিত নিয়ত,
গুরু-সেবা-শ্রমে তাঁর সুখ হ'ত মনে;
রক্ষা করিতেন তিনি পদভ্রষ্ট জনে !

মেঘ-দশকম্

(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-বিরচিতম্)

(১)

প্রায়ঃ সহায়যোগাৎ সম্পদমধিকর্ত্তুমীশতে সর্ব্বে ।
জলদাঃ প্রাবৃড়পায়ে পরিহীয়ন্তে শ্রিয়া নিতরাম্ ॥

যে সব লোকের থাকে পরম সহায়,
সম্পদের অধিকারী তাহারাই প্রায় ।
বর্ষাকাল চ'লে যদি যায় একবার,
মেঘের তেমন শোভা নাহি থাকে আর !

(২)

কিং নিম্নগা জলদমণ্ডলবর্জ্জিতেন
তোয়েন বৃদ্ধিমুপগন্তুমধীশতে তাম্ ।

ন স্যাদজস্রগলিতং যদি পান্থযূনাং
সাহায্যকায় কিল নির্ম্মলমশ্রুবর্ষম্ ॥

কেবল মেঘের জলে স্রোতস্বতী-গণ
এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কি কখন,
যদি না বিরহ-ক্লিষ্ট পান্থ-যুব-জন
সুনির্ম্মল নেত্র-নীর করিত বর্ষণ ?

(৩)

কান্তাভিসাররসলোলুপমানসানাং
আতঙ্ককম্পিতদৃশামভিসারিকানাম্ ।
যদ্ বিঘ্নকৃদ্ দুরিতমর্জ্জিতবানজস্রং
কেনাধুনা ঘন তরিষ্যসি তন্ন বিদ্মঃ ॥

ভুঞ্জিব কান্তের সঙ্গ-সুখ অবিরল,
ইহা ভাবিয়াই অভিসারিকা সকল
উৎসুক হইয়া যবে মহা হর্ষভরে
গৃহের বাহিরে যায় অভিসার তরে,
তখন করিয়া তুমি গভীর গর্জ্জন
তাদের বিষম বিঘ্ন কর উৎপাদন।
হে মেঘ ! এ বিঘ্নে হয় যে পাপ তোমার,
কিসে যে তরিবে তাহে, বুঝে উঠা ভার !

(৪)

ক্ষীণং প্রিয়াবিরহকাতরমানসং মাং
নো নির্দ্দয়ং ব্যথয় বারিদ নাত্মবেদিন্ ।
ক্ষীণো ভবিষ্যসি হি কালবশং গতঃ সন্
আস্তে তবাপি নিয়তস্তড়িতা বিয়োগঃ ॥

প্রিয়ার বিরহে মোর জ্বলিছে অন্তর,
ক্ষীণ হ'য়ে পড়িয়াছে এই কলেবর।
নিজের অবস্থা তুমি না কর স্মরণ,
আর করিও না মোরে এত নিপীড়ন।
আসিবে কালের বশে হেন এক দিন,
যে দিন তুমিও হবে অতিশয় ক্ষীণ।
বিদ্যুতের সুবিষম বিরহ-ব্যথায়
তুমিও ব্যথিত হবে, অন্যথা কি তায়?

(৫)

সর্ব্বত্র সন্নমৃতদস্তটিনীশরীর-
সংবর্দ্ধকস্তনুভৃতাং শমিতোপতাপঃ।
যচ্চাতকেষু করুণাবিমুখোঽসি নিত্যং
নায়ং মতো জলদ কিং তব পক্ষপাতঃ॥

সর্ব্বত্র অমৃত তুমি কর বিতরণ,
নদীর শরীর খানি করহ বর্দ্ধন,
দেহীর দেহের তাপ করহ সংহার,
এ কি নয় পক্ষপাত হে মেঘ! তোমার?
যে চাতক লইয়াছে তোমার আশ্রয়,
তাহার উপরি তুমি বড়ই নির্দ্দয়!

(৬)

লোকোত্তরা যদি চ তোয়দ তে প্রবৃত্তি-
রেযা যদব্ধিসরিতোরসি সঙ্গহেতুঃ।
জাগর্ত্তি সজ্জনসভাসু তথাপি ঘোরং
তৎ কল্মষং কৃপণপান্থবধূবধোত্থম্॥

নদী সনে সাগরের সুখ সম্মিলন
তোমারি কৃপায় হয়, জানে সর্ব্ব জন।
এরূপ প্রবৃত্তি তব অলৌকিক ভবে,
কিন্তু এক কথা বলি, শুন মেঘ! তবে,—
বধ করি দীন-হীন-পান্থ-বধূ-গণ
যে বিষম পাপ তুমি করহ অর্জ্জন,
সে পাপের কিছুমাত্র ক্ষয় নাহি হবে,
সাধুগণ নিত্য তাহা ঘোষণা করিবে!

(৭)

ত্বং হি স্বভাবমলিনস্তব নাশ্যমব্জং
ত্বদ্গর্জ্জিতং বিরহিবর্গনিসর্গবৈরি।
কস্ত্বাং স্তুবীত বদ তোয়দ লোকসিদ্ধাং
প্রেক্ষামহে ন যদি জীবনদায়িতাং তে॥

স্বভাবতঃ সুমলিন প্রকৃতি তোমার,
পদ্মিনীর প্রাণ তুমি করহ সংহার।
বিরহি-জনের প্রতি তোমার গর্জ্জন
স্বভাবতঃ বৈরি-ভাব করে প্রদর্শন।
তুমিই জীবন-দাতা এই ত্রিভুবনে,
সর্ব্বদাই এই কথা কহে সর্ব্ব জনে;
জীবন প্রদান যদি না করিতে তুমি,
কে করিত স্তুতি তব, নাহি বুঝি আমি!

(৮)

কান্তাবিয়োগবিষজর্জ্জরপান্থযূনাং
ত্বং জীবনাপহরণব্রতদীক্ষিতোঽসি।

ত্বামামনন্তি ঘন জীবনদায়িনং যৎ
কিং স ভ্রমো ন বদ তৎ স্বয়মেব বুদ্ধ্বা ॥

প্রিয়ার বিরহ-বিষে পান্থ-যুব-গণ
জর্জ্জরিত হইয়াই রহে অনুক্ষণ ;
তাদের জীবন-নাশ করিবার তরে
বিলক্ষণ দক্ষ তুমি আছ এ সংসারে।
তুমিই জীবন-দাতা, বলে সর্ব্ব জনে,
এ কথা কি ভ্রান্তি নয় ?—ভেবে দেখ মনে !

(৯)

গর্জ্জন্ ভৃশং তত ইতঃ সততং বৃথা কিং
নো লজ্জসে জলদ পান্থনিতান্তশত্রো।
আস্তে হি নান্যগতিচাতকপোতচঞ্চু-
সম্পূরণেঽপি বত যস্য ন শক্তিযোগঃ ॥

নিবেদন করি, শুন ওহে জলধর !
পথিক-গণের তুমি শত্রু ঘোরতর।
সর্ব্বদাই কর বৃথা বিষম গর্জ্জন,
তাহাতে কি লজ্জা তব না হয় কখন ?
চাতক-শিশুর তুমি একমাত্র গতি,
তার চঞ্চু পূরিতেও না ধর শকতি !

(১০)

জীমূত চাতকগণং ননু বঞ্চয়িত্বা
মা মুঞ্চ বারি সরসীসরিদর্ণবেষু।
কং বা গুণং শিরসি সংস্তুততৈললেপে
তৈলপ্রদানবিধিনা লভতেঽত্র লোকঃ ॥

শুন ওহে জলধর ! করি নিবেদন,
চাতক-শিশুরে তুমি করিয়া বঞ্চন
সমুদ্র সরিৎ কিংবা সরোবরে আর
বৃষ্টিপাত করা নয় কর্ত্তব্য তোমার !
তেল ঢে'লে দেয় তেলা-মাথায় যে জন,
তাহাতে কি গুণ তার, না বুঝি কখন !

শিব-স্তোত্রম্

(হরকুমার ঠাকুর-বিরচিতম্) *

(১)

জগদ্ধিতং ত্রিলোচনং ত্রিশূলিনং মহেশ্বরম্ ।
ভবাব্ধিপারনাবিকং শিবং ভজে শিবং ভজে ॥

---

* স্বনাম-ধন্য প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা ৺হরকুমার ঠাকুর মহোদয়ের বিশেষ পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে তৎ-সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলাও গ্রন্থকারের কর্ত্তব্য। তিনি পরম-পূজ্যপাদ মাননীয় মহাত্মা ৺গোপীমোহন ঠাকুর মহাশয়ের পঞ্চম পুত্র ; এবং মহারাজ বাহাদুর স্যার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্, আই ও সুপ্রসিদ্ধ মিউজিক-ডক্টার রাজা স্যার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের স্বর্গীয় পিতা। ৺হরকুমার ঠাকুর মহাশয় বাল্য-কালে বিলক্ষণ সংস্কৃত-শাস্ত্র-চর্চ্চা করিয়াছিলেন। "শিলাচক্রার্থ-বোধিনী", "হরতত্ত্ব-দীধিতি", "পুরশ্চরণ-বোধিনী" প্রভৃতি এমন কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ তিনি প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন যে, তাহা অতি মূল্যবান্ পদার্থ। তিনি স্বয়ং একজন সুকবি ছিলেন। মূলাযোড়ের দেবালয়ে ও সংস্কৃত কলেজে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে। দুইটী মন্দিরের সম্মুখে দুইটী দীর্ঘচ্ছন্দের কবিতা অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা তাঁহারই রচিত। কবিতা দুইটীর ভাব অতি সুন্দর। ইহা মৎ-প্রণীত "উদ্ভট-সমুদ্র"-গ্রন্থের "প্রথম-প্রবাহে" "দেবতা-তরঙ্গে" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। ৺হরকুমার একজন পরম ব্রহ্মনিষ্ঠ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। দেব-পূজাতেই তাঁহার প্রায় সমস্ত দিন অতিবাহিত হইত। অনেকগুলি শ্লোক, "প্রমাণিকা"-ছন্দে রচিত এই "শিব-স্তোত্র"টীর অন্তর্নিহিত ছিল। এখন ৬টী মাত্র কবিতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

জগতের হিতে যিনি রত নিরন্তর,
ত্রিলোচন, শূলধারী, যিনি মহেশ্বর,
এই ভব-সমুদ্রের যিনি কর্ণধার,
ভক্তিভরে সেই শিবে ভজি অনিবার!

(২)

বিরিঞ্চিবিষ্ণুবন্দিতং বৃষধ্বজং শুভঙ্করম্।
গিরীন্দ্রজার্দ্ধদেহকং শিবং ভজে শিবং ভজে॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু পূজে যাঁর পদ নিরন্তর,
বৃষভ-বাহন যিনি, যিনি শুভঙ্কর,
পার্ব্বতীর অর্দ্ধদেহ বামভাগে যাঁর,
ভক্তিভরে সেই শিবে ভজি অনিবার!

(৩)

অনন্তনাগভূষণং বিভীষণং কপর্দ্দিনম্।
গলাস্থিমাল্যরঞ্জিতং শিবং ভজে শিবং ভজে॥

শেষ-নাগ ভূষা যাঁর, যিনি ভয়ঙ্কর,
জটাজূট শোভে যাঁর শিরে নিরন্তর,
অস্থিমাল্য শোভা পায় গলদেশে যাঁর,
ভক্তিভরে সেই শিবে ভজি অনিবার!

(৪)

ত্রিতাপসংহরং হরং সুরাসুরপ্রপূজিতম্।
সদৈব ভক্তবৎসলং শিবং ভজে শিবং ভজে॥

সুকবি ৺হরকুমার এই কবিতাগুলি স্বয়ং "সারঙ্গ-রাগিণী"তে গান করিতেন। এজন্য মিউজিক-ডক্টার রাজা স্যার শ্রীযুক্ত শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহোদয় "সারঙ্গ-রাগিণী"তে এই ৬টা শ্লোকের স্বরলিপি করিয়াছেন। অনেকগুলি চিরস্থায়িনী কীর্ত্তি রাখিয়া ৺হরকুমার ঠাকুর মহাশয় ১২৬৫ সালের ৩০ বৈশাখ (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মে মাসে) পরলোক-গত হইয়াছেন।

ত্রিতাপ-নাশন হেতু, হর যাঁর নাম,
দেব দৈত্য পূজে যাঁর পদ অবিরাম,
ভক্তের উপরি সদা করুণা যাঁহার,
ভক্তিভরে সেই শিবে ভজি অনিবার!

(৫)

গুরুং বিভুং ভবং ধ্রুবং দিগম্বরং পিনাকিনম্।
শ্মশানপাংশুচন্দনং শিবং ভজে শিবং ভজে॥

যিনি গুরু বিভু ভব ধ্রুব দিগম্বর,
পিনাক-কার্ম্মুক যাঁর করে নিরন্তর,
চিতা-ভস্মে চন্দনের জ্ঞান রহে যাঁর,
ভক্তিভরে সেই শিবে ভজি অনিবার!

(৬)

পরাৎপরং মহার্চ্চিষং ত্রিলোকতাতমীশ্বরম্।
অভীতিদং বরপ্রদং শিবং ভজে শিবং ভজে॥

যিনি ত্রিলোকের পিতা, স্বয়ং ঈশ্বর,
পরম তেজস্বী, যিনি পূজ্য পরাৎপর,
বরাভয় দান করা বিধান যাঁহার,
ভক্তিভরে সেই শিবে ভজি অনিবার!

ব্রহ্মময়ী-স্তোত্রম্

(মহারাজ বাহাদুর স্যার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর-বিরচিতম্)

(১)

ন কৃতং সুকৃতং কিঞ্চিৎ বহুশো দুষ্কৃতং কৃতম্।
ন জানে কালিকে কালপ্রশ্নে কিং দেয়মুত্তরম্ ॥

পরম-পূজ্য-পাদ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ বাহাদুর স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্, আই মহোদয় এই ভক্তিরসাত্মক "ব্রহ্মময়ী-স্তোত্র"টীর রচয়িতা। যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও প্রাকৃত জনের স্যায় সাধারণ লোকের সহিত অকুণ্ঠিত-চিত্তে সদালাপ করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকেন; যিনি গুণীর গুণ, মানীর মান ও পণ্ডিতের সম্মাদর করিতে নিরন্তর তৎপর থাকেন; যিনি চির-বিরোধিনী লক্ষ্মী ও সরস্বতীকে স্বীয় রাজভবনে আনিয়া, তাঁহাদের চির-বিরোধ-ভঞ্জন ও পরস্পর প্রণয়-সংঘটন করিয়া দিয়াছেন; ফলতঃ যিনি ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ, গুণ প্রভৃতি যাবতীয় স্পৃহণীয় লৌকিক গুণ-সমূহের একমাত্র আধার হইয়া এবং এই অসার সংসারের অনিত্যতা-নিরূপণ ও সেই সনাতনী পূর্ণশক্তি ব্রহ্মময়ীর সারবত্তা ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাঁহারই পদে এই কয়েকটী শ্লোক-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছেন, সেই মহারাজ বাহাদুরকে একটী মহাপুরুষ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার আছে। প্রথমোক্ত দুই ভাষায় তিনি কয়েকখানি সুন্দর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার বাল্যকালের রচনা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার রচিত এই "ব্রহ্মময়ী-স্তোত্র" ভক্তিরসাত্মক। তিনি স্বয়ং যেরূপ ভক্তিনিষ্ঠ ও হৃদয়বান্ ব্রাহ্মণ, এই স্তবটীও তাঁহার যথার্থ অনুরূপ। প্রত্যেক শ্লোকেই মহারাজ, পাপপূর্ণ প্রলোভনময় সংসারের অসারতা বর্ণনা করিয়া, একমাত্র ব্রহ্মময়ীকেই সার বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং এক জন সুকবি। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ অধিকার আছে। আর্য্যাচ্ছন্দঃ মাত্রাত্মক বলিয়া অত্যন্ত দুরূহ। বর্ণ-ছন্দঃ-পতন শ্রবণমাত্রেই বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু মাত্রা-ছন্দঃ-পতন শ্রবণমাত্রেই বুঝিয়া লওয়া বড় সহজ ব্যাপার নহে। মহারাজ এই ছন্দে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর সুললিত সংস্কৃত কবিতা রচনা করিয়াছেন। ছন্দঃ-শাস্ত্রে তাঁহার জ্ঞানের কথা শুনিলে অবাক্ হইয়া থাকিতে হয়। পরম-পূজ্য-পাদ ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কয়েকটী অতি উত্তম কবিতা সংগ্রহ করিয়াছি। মহারাজ ইহা শুনিয়া প্রীতি-সহকারে আমাকে দুই একটী কবিতা শুনাইতে বলেন। তদনুসারে একটী

ওমা ব্রহ্মময়ি! এই সংসারে আসিয়া
করেছি কতই পাপ, না পাই ভাবিয়া!
পুণ্যের কথাও মাগো! কি কহিব আর,
ভুলেও না করিয়াছি তাহা একবার!
অন্তিমে যখন কাল জিজ্ঞাসিবে মোরে
"কি কার্য্য ক'রেছ তুমি থাকিয়া সংসারে"?
কি উত্তর দিব তারে জননি! তখন,
সেই বড় ভয় মোর হ'তেছে এখন!

আর্য্যাচ্ছন্দের কবিতা তাঁহাকে শুনাইয়াছিলাম। আবৃত্তি করিবার সময় প্রমাদ-বশতঃ একটী-মাত্র "চ" অক্ষর ত্যাগ করায় তিনি আমাকে পুনর্ব্বার ইহা আবৃত্তি করিতে বলেন। আমিও আবৃত্তি করিবার সময় "চ" অক্ষরটী সংযোগ-পূর্ব্বক বিশুদ্ধ-ভাবে পাঠ করিয়া বলিয়াছিলাম "আমার ছন্দঃপতন মহারাজের শ্রুতিশক্তি অতিক্রম করিতে পারিল না।" তখন মহারাজ অতি মধুর ও বিনীত-ভাবে একটু হাস্য করিয়া কহিলেন "আমি বিষয়ী লোক; সংস্কৃত ভাষায় আমার জ্ঞান অতি অল্প; তবে কিঞ্চিৎ অনুরাগ আছে মাত্র।" মহারাজের প্রকৃতি অতি সরল ও মধুর; এবং তিনি অত্যন্ত সুরসিক ও সুপণ্ডিত। এই সাহসেই আমি একটু আব্দার করিয়া অতি বিনীত-ভাবে তাঁহাকে এই উত্তর দিয়াছিলাম যে, "মহারাজ বিষয়ী লোক হইলেও সংস্কৃত ভাষায় মহারাজের অধিকার আছে কি না, তাহা একটীমাত্র "চ" অক্ষরেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি!" ইহা শুনিয়া সভাস্থ কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। আর একদিন ৺বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও ৺রামপ্রসাদ সেনের কবিতা শুনাইবার জন্য তিনি আমাকে অনুমতি করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত থাকিয়া এই দুই মহাত্মা সুকবি, ভগবতীর সম্বন্ধে যে দুইটী পরস্পর-মত-বিরুদ্ধ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে শুনাইয়া ছিলাম। ৺রামপ্রসাদ সেনের কবিতাটী "ভুজঙ্গ-প্রয়াত"-ছন্দে রচিত। ইহা পাঠ করিবার সময় বাল্য-সংস্কার-বশতঃ "পদ" শব্দ স্থানে "পাদ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছিলাম। "ভুজঙ্গ-প্রয়াত"-ছন্দের প্রথম বর্ণটীর লঘুত্ব আবশ্যক। কিন্তু গুরুত্ব রাখিয়া যাওয়ায় এবারেও মহারাজের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিতে পারি নাই। তিনি সংস্কৃত উদ্ভট-কবিতার সবিশেষ অনুরাগী। বহুসংখ্যক উদ্ভট-কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ আছে। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে কয়েকটী প্রাচীন কবিতা ও স্বরচিত কয়েকটী সুন্দর শ্লোক দিয়াছেন। ইহা মৎ-প্রণীত "উদ্ভট-সমুদ্র"-গ্রন্থের "দেবতা-প্রবাহে" ভিন্ন ভিন্ন "তরঙ্গে" শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। মহারাজ একটী পাকা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত। তাঁহার আবৃত্তি কাণ পাতিয়া শুনিতে ইচ্ছা হয়। তাঁহার পঠিত কবিতায় ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও

(২)

অসীমং মম পাপঞ্চ অসীমা করুণা তব।
সভয়ং কালি পশ্যামি কং কো বা পরিলঙ্ঘয়েৎ ॥

আমার অসীম পাপ, শুন গো জননি!
তোমারো অসীম কৃপা, তাও মনে জানি।
তাই মাগো! এই মোর হইতেছে ভয়,
না জানি কাহারে কেবা করে পরাজয়!

(৩)

দদাসি দুঃখং হৃদি কালি নিত্যং
তথাপি নো তে চরণং ত্যজামি।
সন্তাড়িতাশ্চেৎ শিশবো জনন্যা
অঙ্কং জনন্যাশ্চ সমাশ্রয়ন্তি ॥

অলঙ্কার-দোষের লেশমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। যিনি মহারাজ বাহাদুরের সহিত একদিন মাত্রও সংস্কৃত কবিতা-সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছেন, তিনিই তাঁহার বিপুল শক্তির পরিচয় পাইয়াছেন। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াও যে সংস্কৃত ভাষার জন্য তিনি এতদূর পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর সুখের বিষয় কি হইতে পারে!

উপসংহার-কালে আর একটী বক্তব্য আছে। মূলাযোড়ে "ব্রহ্মময়ী"-প্রতিমার পদতলে যে একখানি সুবৃহৎ রৌপ্য-ফলকে ৯টী কবিতা ক্ষোদিত আছে, মহারাজ বাহাদুরের নিকট শুনিয়াছি, তাহার প্রথম শ্লোকটী তাঁহার স্বর্গীয় পিতৃদেব ৺হরকুমার ঠাকুর মহোদয়ের রচিত। অবশিষ্ট ৮টী কবিতা মহারাজ বাহাদুর স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। ৪র্থ হইতে ৮ম পর্য্যন্ত এই পাঁচটী শ্লোকে মহারাজ স্বীয় নামের ভণিতা দিয়া ৺ব্রহ্মময়ীর নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়াছেন। এ কারণ-বশতই ৯ম শ্লোকটীতে "পঞ্চ-পুষ্পাঞ্জলি-স্তোত্রম্" এই নামের ধ্বনি রহিয়াছে। ১ম শ্লোকটি ৺পিতৃদেবের রচিত বলিয়া মহারাজ বাহাদুর সর্ব্বপ্রথমেই ইহা স্থাপন করিয়াছেন। এক্ষণে এই ভক্তিরসাত্মক "ব্রহ্মময়ী-স্তোত্র"টী যথাশক্তি অনুবাদ করিয়া ও ইহা মহারাজ বাহাদুরের শ্রীকর-কমলে উপহার দিয়া "গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজা" করিলাম।

যতই দাও মা! দুঃখ হৃদয়ে আমার,
তথাপি না ছাড়িব মা! চরণ তোমার।
মহা ক্রোধভরে যদি মাতাও কখন
আপনার শিশুকেও করেন তাড়ন,
তবু তাঁর সেই শিশু না দেখি উপায়
অবশেষে মা মা ব'লে তাঁরি কোলে যায়!

(৪)

ন পূজাং ন মন্ত্রং ন বা যাগযজ্ঞং
ন জানে প্রয়োগং ন বা যোগসিদ্ধিম্।
ত্বদীয়ং পদাব্জং মমৈকাবলম্ব্যং
প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে॥

কারে পূজা-মন্ত্র, কারে যাগ-যজ্ঞ বলে,
তাহাও না জানিলাম আসিয়া ভূতলে।
কারে বা প্রয়োগ বলে, যোগ-সিদ্ধি কারে,
কিছুই না বুঝিলাম জন্মিয়া সংসারে।
তোমার শ্রীপাদ-পদ্ম একমাত্র সার,
তাই ত ল'য়েছি মাগো! আশ্রয় তাহার।
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন!
বিপদ্ হইতে মোরে রাখ মা এখন!

(৫)

শরীরং তথা মে মনো জ্ঞানবুদ্ধী
সমস্তং প্রদত্তং তব শ্রীপদান্তে।
ন পুণ্যং ন ধর্ম্মো মমৈবাস্তি কিঞ্চিৎ
প্রসীদ প্রপন্নে যতীন্দ্রেঽতিদীনে॥

(৯)

দত্ত্বা ব্রহ্মময়ীপাদে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলীনিমান্।
তদাশ্রয়ং চিরং যাচে যতীন্দ্রঃ শরণাগতঃ॥

ব্রহ্মময়ী-পদে মন করি সমর্পণ
এই পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি করিনু অর্পণ।
অতি দীনহীন আমি যতীন্দ্রমোহন,
শরণ লইনু তাই তাঁহারি চরণ।
তাঁহারি চরণ-তলে স্থান যেন পাই,
এই ভিক্ষা করি,—আর কিছু নাহি চাই!

TEN COMMANDMENTS

(আদেশ-দশকম্)

(উদ্ভটসাগরানূদিতম্)

(এই ঘোর কলিকালে প্রায় সকল দেশেরই রমণী-গণ স্বামি-গণের উপরি কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। এজন্য কোনও এক সুরসিক ও সুপণ্ডিত কবি তাহাদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া ইংরাজী ভাষায় নিম্ন-লিখিত শ্লোকগুলি রচনা করিয়াছেন। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় এই শ্লোকগুলির পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইল)

পরম-পূজ্য-পাদ মহারাজ বাহাদুর স্যার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্, আই মহোদয়, এই ইংরাজী কবিতাগুলির "আদেশ-দশকম্"-নামক মৎকৃত সংস্কৃত পদ্যানুবাদের স্থানে স্থানে কয়েকটি অতি সুন্দর পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট আজীবন পরম অনুগৃহীত রহিলাম।—গ্রন্থকার।

(1)

Remember that I am thy wife
Whom thou must cherish all thy life.

ভার্য্যাহং তব হে নাথ ত্বয়ৈব স্মর্য্যতামিতি।
যাবজ্জীবসি তাবন্মাং সংবর্দ্ধয়িতুমর্হসি॥

ভার্য্যারূপে তুমি মোরে ক'রেছ গ্রহণ,—
মনে মনে ইহা সদা করিও স্মরণ।
এ সংসারে যত দিন বাঁচিয়া রহিবে,
আমার তোয়াজ্ তুমি অবশ্য করিবে!

(2)

Thou shalt not stay out late at night
When lodgers, friends and clubs invite.

সুহৃদ্ভির্বা সভাসদ্ভিঃ পরবেশ্মনিবাসিভিঃ।
আহূতোঽধিকযামিন্যাং মা তিষ্ঠ ত্বং গৃহাদ্ বহিঃ॥

বন্ধু সভাসৎ পর-গৃহ-বাসী জন
যে কেহ করুক্ কভু তব নিমন্ত্রণ,
যখন অধিক রাত্রি হইয়া পড়িবে,
ঘরের বাহিরে তুমি কিছুতে না রবে!

(3)

Thou shalt not smoke in doors and out
Or chew tobacco round about.

ধূমপানং ন কর্ত্তব্যং গৃহান্তে বা গৃহাৎ বহিঃ।
তাম্রকূটং সমন্তাৎ বা চর্ব্বণীয়ং কদাপি ন॥

বাটীর ভিতরে কিংবা বাটীর বাহিরে
ধূমপানে জলাঞ্জলি দিবে একেবারে।
কিংবা তাম্রকূট নামে রহে যেই ধন,
কিছুতেই তাহা নাহি করিবে চর্ব্বণ!

(4)

Thou shalt not praise nor receive my foes
Nor pastry made by me dispose.

ন প্রশস্যা ন চাভ্যর্থ্যাঃ শত্রবো মে ত্বয়া ক্বচিৎ।
মৎকৃতং পিষ্টকং তেভ্যো ন দাতব্যং কদাচন॥

যাহাকে আমার শত্রু বলিয়া জানিবে,
তার স্তুতি অভ্যর্থনা কভু না করিবে।
নিজ-হস্তে যে পিষ্টক করিব রচন,
না দিবে তাহাকে তাহা কিছুতে কখন!

(5)

My mother thou shalt strive to please
And let her live with us at ease.

যতস্ব সর্ব্বথা নাথ মাতুর্মে চিত্ততোষণে।
আবাভ্যাং সহ তাং নিত্যং বাসয় ত্বং যথাসুখম্॥

আমার মাতার মন তুষ্ট যাহে রয়,
বিধিমতে সেই চেষ্টা করিবে নিশ্চয়;
যাহাতে পরম সুখে আমাদের সনে
থাকিতে পারেন তিনি, রেখো তাহা মনে!

(6)

Remember 'tis thy duty clear
To dress me well throughout the year.

হে নাথ বৎসরং ব্যাপ্য নানাবসনভূষণৈঃ।
মমালঙ্করণং কার্য্যমবশ্যং স্মর্য্যতামিতি ॥

বিচিত্র বসনে আর বিচিত্র ভূষণে
সংবৎসর ধরিয়াই পরম যতনে
আমারে সুন্দর-রূপে রেখো সাজাইয়া,—
কিছুতে এ কথা যেন না যাও ভুলিয়া!

(7)

Thou shalt in manner mild and meek
Give me thy wages every week.

সমালম্ব্য মহাশান্তশিষ্টাচারং নিরন্তরম্।
ত্বদ্‌বৃত্তিং প্রতিসপ্তাহং প্রদাতুং মে ত্বমর্হসি ॥

অতি শান্ত-শিষ্ট-ভাব আমার উপর
প্রকাশ করিয়া তুমি রবে নিরন্তর।
প্রতি সপ্তাহেই যাহা করিবে অর্জ্জন,
তাহাই আমার করে করিবে অর্পণ!

(8)

Thou shalt not be a drinking man
But live in strict tee-total plan.

কিঞ্চিদপি সুরাপানং ন কর্ত্তব্যং কদাচন।
মাদকদ্রব্যমন্যচ্চ সেব্যতাং ন ত্বয়া ক্বচিৎ ॥

অবধান কর,—এক কথা বলি আমি,
কিছুমাত্র সুরাপান না করিবে তুমি।
এ সংসারে যত দিন জীবিত রহিবে,
কিছুতে মাদক দ্রব্য কভু না সেবিবে!

(9)

Thou must not flirt but must allow
Thy wife some freedom any how.

অন্যাভিঃ প্রমদাভিস্ত্বং ন প্রেমললিতং কুরু।
ভার্য্যায়ৈ তে প্রদাতব্যং স্বাতন্ত্র্যঞ্চ কথঞ্চন॥

যোগাবার তরে অন্য রমণীর মন
কোনরূপ কার্য্য নাহি করিবে কখন।
যে কোন প্রকারে হোগ্, ভার্য্যারে তোমার
স্বাধীনতা-সুখে রত রেখো অনিবার!

(10)

Thou shalt get up, when baby cries,
And try the child to tranquillise.

রোদনে শ্রুতিমাপন্নে স্তনপস্য শিশোর্ম্মম।
ত্বয়ৈব সান্ত্বনীয়ঃ স নিদ্রাং বিমুচ্য তৎক্ষণাৎ॥

স্তন্যপায়ী শিশু মোর যখনি কাঁদিবে,
ক্রন্দনের ধ্বনি তার তখনি শুনিবে।
নিদ্রা ত্যাগ করিয়াই অমনি তখন
অবশ্য করিবে তার সান্ত্বনা-সাধন!

সমাপ্ত।

(১)

পৃথ্ব্যাং প্রোন্নতপাপপর্ব্বতপবী পাপাব্ধিপারপ্লবৌ
পাপপ্রান্তরপাংশুপঙ্কপথিকপ্রাণপ্রদৌ পাদপৌ।
পাপপ্রাজ্যপয়োদপালিপবনৌ পাপেভপঞ্চাননৌ
পাদৌ পাশুপতৌ প্রপশ্য পরমৌ প্রাক্ পূর্ণচন্দ্র প্রগে॥

(২)

জনকঃ কৃষ্ণচন্দ্রো মে জননী বিন্ধ্যবাসিনী।
সার্থকচন্দ্রপুত্রশ্চ রামচন্দ্রঃ পিতামহঃ॥

(৩)

সংসারেঽস্মিন্নসারে কলিকলুষহরে ভাস্বরে সৌধনীরে
সর্ব্বস্থানৈকসারে সকলসুখকরে জাহ্নবীপুণ্যতীরে।
যস্যাং ভূতালিপালী নিবসতি নিতরাং লিঙ্গশালী কপালী
হুগ্‌লীজেলান্তরে সা মম হি জননভূ"র্ভদ্রকালী" সুখালী॥

(৪)

রসাক্ষিগুরুভূশাকে কন্যারাশিং গতে রবৌ।
দশম্যাং শুক্লপক্ষস্য দিননাথদিনে দ্বিমে॥

(৫)

উদ্ভটশ্লোকমালেয়ং সুমনঃসুমনোভবা।
গুম্ফিতা গুণহীনেন পূর্ণচন্দ্রেণ কেনচিৎ॥

বিশেষ দ্রষ্টব্য। এই "উদ্ভট-শ্লোক-মালা"-গ্রন্থের ৭ পৃষ্ঠে "মূর্খায় হি তথা" স্থানে "পদ্মে মূর্খজনে"; ৯০ পৃষ্ঠে "মৃগেন্দ্র" স্থানে "গজেন্দ্র"; এবং ১৭৫ পৃষ্ঠে "স্বয়েব" স্থানে "স্তয়েব" হইয়া গিয়াছে। ১৮৭ পৃষ্ঠে সংস্কৃত শ্লোকটীর তৃতীয় চরণে এইরূপ পাঠ হওয়াই সঙ্গত—"গোবিন্দাথৈর্য্যতীব্রপ্রমথবিজয়যুক্‌পার্ব্বতীচন্দ্রকান্তৈঃ"।

বিষয়-সূচিঃ

শ্লোক-সূচিঃ

ভ

ম

য

র

ল

শ

স

হ

উদ্ভট-শ্লোক-মালা

(কালিদাস, বররুচি, ভবভূতি, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, রুদ্রট, হলায়ুধ,
অর্ভক, কবিভট্ট, কবিচন্দ্র, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, বাণেশ্বর
বিদ্যালঙ্কার, অবিলম্ব-সরস্বতী, নায়ক-গোপাল প্রভৃতি
পুরুষ-কবি এবং নিবিড়-নিতম্বা, বিকট-নিতম্বা,
বিজ্জকা, মারুলা, শীলাভট্টারিকা প্রভৃতি,
স্ত্রী-কবি-গণের কবিতাবলী)

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে কাব্যরত্ন উদ্ভটসাগর বি. এ
সংগৃহীত ও অনূদিত

প্রকাশক
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়
২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্
কলিকাতা।

১৯০৪

নৈয়ায়িকনায়কায় পরমপূজ্যপাদায়

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন

মহোদয়ায় উৎসৃষ্টোঽয়ং গ্রন্থঃ

(১)

ধন্যং ভারতভূতলং প্রিয়তমং সারস্বতং মন্দিরং
ধন্যা পণ্ডিতমণ্ডিতা সুবিদিতা শ্রীভট্টপল্লীস্থলী ।
ধন্যোঽধ্যাপনধর্ম্মকর্ম্মনিরতো রাখালদাসঃ সুধী-
র্বন্দে তং বুধবৃন্দবন্দ্যচরণং ভূদেবভূষামণিম্ ॥

(২)

সুনয়বিনয়ভাষং শাস্ত্রসন্দেহনাশং
নিখিলসুকৃতিবাসং বিপ্রনিষ্ঠাসুভাসম্ ।
পরিহৃতনিজবাসং শ্রীলরাখালদাসং
কৃতপরমপদাশং নৌমি কাশীনিবাসম্ ॥

(৩)

একা কর্কশবক্রবাক্যনিকরা কৌলীশসারান্তরা
নানাভাবভরাঽপরা তনুতরা পীযূষধারাধরা ।
সা নৈয়ায়িকতা তথা সুকবিতা সাপত্ন্যশূন্যা সতী
শ্রীরাখালহৃদি স্বতোঽভিরমতে চিত্রং কিমস্মাৎ পরম্ ॥

(৪)

চন্দ্রে কৈরবিণীব কোকরমণীবাম্ভোজিনীবল্লভে
মেঘে চাতকমণ্ডলীব মধুপশ্রেণীব পুষ্পাকরে ।
মাকন্দে পিককামিনীব তরুণীবাত্মেশ্বরে সঙ্গতে
সা নৈয়ায়িকতা তথা সুকবিতা ত্বয্যেব রংরম্যতে ॥

(৫)

যত্তর্কামৃতনিন্দ্যমন্দমধুনা মুগ্ধাঃ সুধীষট্পদা
যস্মিন্ রাজতি রাজহংসনিকরঃ সম্পূর্ণমুগ্ধান্তরঃ ।

(৫)

দন্তামোদিসুধীষু মোহরজনীশেষং সদা সূচয়ৎ
রম্যং বিশ্বসরোবরে লসতু তৎ রাখালদাসোঽম্বুজম্ ॥

(৬)

মুক্তাভ্রে নভসীব শারদশশী সপ্তাশ্ববত্তেজসা
বিশ্বব্যাপিবিশালকীর্ত্তিকিরণৈর্যো ভাতি ভূমণ্ডলে।
হেলাখর্ব্বিতসর্ব্বগর্ব্বিতবুধপ্রোন্মুক্তচিত্তভ্রম-
শ্রীবাশিষ্ঠকুলাভ্রপূর্ণশশভৃদ্ রাখালদাসঃ সুধীঃ ॥

(৭)

অনৃতহরিণহারী তর্ককান্তারচারী
কুমতিহয়বিদারী মোহমাতঙ্গমারী।
বিবুধগিরিবিহারী কেশরী কামচারী
বিতরতু ময়ি দাসে সোঽস্য কারুণ্যবারি ॥

(যুগ্মকম্)

(৮)

প্রীতং যস্য গুণেন কোবিদকুলং গীতং যশো দিঙ্মুখৈঃ
পীতং যেন চ তর্করূপমমৃতং নীতং বয়োঽধ্যাপনৈঃ।
ভূপালাবলিমৌলিমণ্ডনমণিপ্রোদ্যন্ময়ূখার্চ্চিতে
পাদ্যং পদ্যমিদং পদে লসতু তৎ রাখালদাসস্য মে ॥

তদীয়শ্রীচরণাবনতেন
বি· এ-কাব্যরত্নোদ্ভটসাগরোপাধিকেন
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে দাসেন

বিজ্ঞাপন।

প্রাতঃস্মরণীয় ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও পরম-ভক্তি-ভাজন ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ প্রকাশ করিতেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতেই প্রথমতঃ প্রায় ২৫০টী "উদ্ভট"-কবিতা সংগ্রহ করিয়াছিলাম। তৎপরে মহারাজ বাহাদুর স্যার শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, সি, এস্, আই মহোদয়ের স্বর্গীয়া জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে সমাগত অধ্যাপক-গণের নিকট হইতে প্রায় ২৫০০ "উদ্ভট"-শ্লোক সংগ্রহ করি। অদ্যাবধি প্রায় ৪২০০০ (বিয়াল্লিশ সহস্র) "উদ্ভট"-কবিতা ও প্রায় ১৭০০ (সতর শত) নানা দেব-দেবীর স্তব আমার হস্তগত হইয়াছে। এই সমস্ত "উদ্ভট"-কবিতা ও "স্তব" লইয়া "উদ্ভট-সমুদ্র" ও "স্তব-সমুদ্র" নামক দুইখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ বাহির করিবার জন্য কৃত-সংকল্প হইয়াছি। এখন "যদ্ বিধের্মনসি স্থিতম্!" এই "উদ্ভট-শ্লোক-মালা"য় প্রায় ৪০০টী মাত্র শ্লোক প্রকাশিত হইল। মদীয় পরম-ভক্তি ভাজন, পরম-হিতৈষী সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহোদয় তাঁহার সুবিখ্যাত "হিতবাদি"-পত্রে ও পরম-পূজ্য-পাদ মদীয় মঙ্গল-কামী শ্রীযুক্ত মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "এডুকেশন গেজেটে" এই সমস্ত শ্লোকের অধিকাংশই প্রকাশিত করিয়াছিলেন। "হিন্দু-পত্রিকা", "নব্য-ভারত", "জন্মভূমি", "বঙ্গভূমি", "অনুসন্ধান", "দৈনিক-চন্দ্রিকা" প্রভৃতি পত্রেও কিয়দংশ শ্লোক প্রকাশিত হইয়াছিল। "উদ্ভট"-কবিতা কাহাকে বলে, তৎসম্বন্ধে অনেক বিষয় বক্তব্য থাকায় স্থানাভাবে এই গ্রন্থে কিছুই লিখিতে পারিলাম না। মৎপ্রণীত "উদ্ভট-সমুদ্র"-গ্রন্থের "প্রথম প্রবাহে" ইহার অর্থ-নির্ণয় করিবার বাসনা রহিল। "নিবিড়-নিতম্বা" "বিকট-নিতম্বা" "বিজ্জকা" প্রভৃতি স্ত্রী-কবি ও অন্যান্য পুরুষ-কবি-গণেরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় উক্ত গ্রন্থে শীঘ্রই সন্নিবেশিত করিব।

ভারত-ভূমির এক একটী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এক একটী রত্নাকর এবং তাঁহার বিরচিত এক একটী "উদ্ভট"-কবিতা এক একটী অমূল্য রত্ন। বহুদিন ধরিয়া প্রাণপণে এই সকল লুপ্ত রত্নের উদ্ধার-সাধন করিতেছি। এক্ষণে যদি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহাশয়-গণের রত্নগুলি তাঁহাদিগেরই করে সমর্পণ করিয়া

নিশ্চিন্ত-ভাবে দেহত্যাগ করিতে পারি, তবেই আমার জীবন সার্থক হয়। এই গ্রন্থে শ্লোকগুলির ব্যাকরণ, ছন্দঃ ও অলঙ্কার-শুদ্ধি যথাশক্তি রক্ষিত হইয়াছে। এক একটী দুরূহ শ্লোকের যথার্থ পাঠ ও অর্থ নিরূপণ করিবার জন্য আমাকে অশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। পরম-পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দ শাস্ত্রী ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় এ বিষয়ে আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন সুপণ্ডিত শ্রীকালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, রায় শ্রীযতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল; শ্রীমহেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর, শ্রীপার্ব্বতী-চরণ তর্কতীর্থ, শ্রীভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, শ্রীগুরুনাথ কাব্যতীর্থ, শ্রীশ্রীরাম শাস্ত্রী, শ্রীভগবতীচরণ স্মৃতিতীর্থ, কবিরাজ শ্রীতারাপ্রসন্ন সেন গুপ্ত প্রভৃতি পণ্ডিত মহাশয়-গণও আমার যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন! এজন্য তাঁহাদিগের নিকট চির-কৃতজ্ঞ রহিলাম।

যিনি সাংসারিক সুখে বিগত-স্পৃহ হইয়া ও স্বীয় প্রিয় জন্মভূমি "ভট্টপল্লী" পরিত্যাগ করিয়া ৺কাশীধামে গমনপূর্ব্বক হর-পার্ব্বতীর শ্রীচরণ-কমলে আত্ম-সমর্পণ করিয়া রহিয়াছেন; যিনি সেই পুণ্যধামে ধর্ম্মালোচনা ও শাস্ত্রাধ্যাপনায় স্বীয় ব্রাহ্মণোচিত জীবন সার্থক করিতেছেন; যাঁহার কুশাগ্রীয়-বুদ্ধি, বহুল চিন্তা-শীলতা, যুক্তি-বাদের প্রাচুর্য্য এবং কবিত্ব-শক্তির কথা শুনিলে বিস্মিত হইয়া থাকিতে হয়; যাঁহার নির্ম্মল-হৃদয়-গত স্নেহ ও বাৎসল্য-রসে সংসিক্ত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিতেছি, সেই নৈয়ায়িক-কুল-পতি পরম-পূজ্য-পাদ মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাখালদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পবিত্র নামে, আমার অতি আদরের ধন, এই "উদ্ভট-শ্লোক-মালা"-গ্রন্থখানি ভক্তিভরে উৎসর্গ করিয়া জীবন সার্থক করিলাম।

ভদ্রকালী
৪ আশ্বিন; মঙ্গলবার, ১৩১১ সাল

সংগ্রাহক ও অনুবাদক
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে

মঙ্গলাচরণম্ ।

(১)

যঃ স্থাণুঃ স্বয়মেব পর্ব্বতগতো মূলেন হীনশ্চ যঃ.
সাপর্ণা স্বয়মেব যস্য লতিকা পুত্রো বিশাখস্তথা ।
যো নিত্যঞ্চ পরোপনীতকুসুমোঽভীষ্টং প্রসূতে ফলং
স স্থিত্বা মম ভূরিপঙ্কিলহৃদি প্রাপ্নোতু পুষ্টিং পরাম্ ॥

(২)

নির্ব্বাণদানগীর্ব্বাণসর্ব্বগর্ব্বাপহারিণি ।
কর্ম্মনির্ম্মূলনে চিত্তে বস মে বিন্ধ্যবাসিনি ॥

(৩)

নমোঽস্তু বিষ্ণবে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়হেতবে ।
খগেন্দ্রকেতবেঽপারসংসারপারসেতবে ॥

(৪)

মাতঃ কম্পং গুরুমপি কমলে সংত্যজ ত্বং বিষাদং
মা যাহি ত্বং বলভিদময়ি সংজৃম্ভমত্রৈব তিষ্ঠ ।
মা গা স্তং বা শ্বসনমুরুরয়ং মন্থমুগ্ধঃ সমুদ্র
ইত্যুক্ত্বা যাং প্রশমনমনয়ৎ পাতু সা লোকমাতা ॥

(৫)

যদ্গর্ভে সুখদে স্থিতস্য ন পুনর্গর্ভাগতির্দুঃখদা
গর্ভক্লেশনিবেদনায় মুনিনা গর্ভে ধৃতা যৈকদা ।

(৮)

যা সেব্যাপি চ সেবকোপপদগা পুত্রস্য যা ক্রোড়দা
সা বৃন্দারকবৃন্দবন্দিতপদা মাতার্চ্চ্যতে সর্ব্বদা ॥

(৬)

বাণীং কণ্ঠে বহতি নিতরাং প্রেমতঃ সর্ব্বদা যো
লক্ষ্মীলোভাজ্জলধিসলিলে বর্ত্ততে যো হি নিত্যম।
বামে ভাগে নগনৃপসুতাং প্রেয়সীং যশ্চ ধত্তে
শৃঙ্গারাঢ্যং কমলজমজং শঙ্করং তং নমামি ॥